প্রথম প্রকাশঃ ১৫ নভেম্বর ১৯৭১

Periodical Issue : 419
1 May 2016
USPS No. : 020877
ISN : 1542 5657

সংবাদ বিচিত্র

SANGBAD BICHITRA

প্রকাশনায় ঃ বঙ্গ সংস্কৃতি সংঘ

CULTURAL ASSOCIATION OF BENGAL NORTH AMERICA

৪৪ তম বর্ষ | ১৮ বৈশাখ ১৪২২ | ১ মে ২০১৬

গরহাজির মিঠুনকে নিয়ে তপ্ত রাজ্যসভা

স্বপন দাশগুপ্ত, মেরি কম, নরেন্দ্র যাদব, সুব্রহ্মণ্যম স্বামীদের শপথ নেওয়ার দিনেই তৃণমূল সাংসদ মিঠুন চক্রবর্তীর দীর্ঘ অনুপস্থিতি নিয়ে উত্তাল হল রাজ্যসভা।

সারদায় নাম জড়ানোর পর থেকে প্রবল অভিমানে তৃণমূলের থেকে মুখ ফিরিয়েছেন মিঠুন। ২০১৪ সালের ১০ জুন তিনি রাজ্যসভায় সাংসদ হিসেবে শপথ নেন। সেই বাদল অধিবেশনেই তিনি বার কয়েক সংসদে এসেছিলেন। সেই শেষ। নভেম্বর মাস থেকে সারদা মামলায় তাঁর নাম জড়িয়ে যায়। গত বছর মে মাসে ইডি তাঁকে ডেকে পাঠানোর পর

তাঁরকা সাংসদের অস্বস্তি আরও প্রবল হয়। সংসদে আর তাঁকে দেখা যায়নি।

বিষয়টি নিয়ে এর আগেও প্রশ্ন উঠেছে সংসদে। রাজ্যসভার ডেপুটি চেয়ারম্যান পি জে কুরিয়ান জানান, মিঠুন তাঁর অসুস্থতার কারণে বর্তমান অধিবেশনে উপস্থিত থাকতে পারবেন না বলে আর্জি জানিয়েছেন। মিঠুনের চিঠিটি কুরিয়ান সভাকক্ষে পড়ে শোনান। তারপরেই সমাজবাদী পার্টির সদস্য নরেশ অগ্রবাল ক্ষুব্ধ ভঙ্গিতে বলে ওঠেন, একজন সাংসদ কতগুলি অধিবেশনে চিঠি ধরিয়ে ছুটি পেতে পারেন? এই মুহূর্তে ছুটির একটা সীমা থাকা দরকার নরেশের দাবি, ''কেউ অসুস্থ থাকতেই পারেন। কিন্তু প্রত্যেকটি অধিবেশনেই তাঁর জন্য ছুটি নিলে সেটা সাংসদের সুবিধার অপব্যবহার করা হয়।''

এরপর ২ পাতায়

ঘুষ-ভিডিও বিপজ্জনক

জাল কি না নির্ণয় করাবে হাইকোর্টই

কোনও রকম তদন্ত ছাড়াই মুখ্যমন্ত্রী রায় দিয়েছেন, নারদ নিউজের ঘুষ-ভিডিও জাল, রাজ্যের শাসক দলের বিরুদ্ধে চক্রান্ত। আর কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি মঞ্জুলা চেল্লুর বলেন, ''এই ফুটেজ জাল হলে তা যেমন সমাজের পক্ষে বিপজ্জনক, আসল হলেও তাই। সেই কারণেই এই ফুটেজের ফরেন্সিক পরীক্ষা হওয়া উচিত।''

নারদ নিউজের গোপন ক্যামেরায় তোলা ভিডিও ফুটেজে দেখা গিয়েছে, ২০১৪-র লোকসভা ভোটের আগে রাজ্যের ডজন খানেক মন্ত্রী সাংসদ মেয়র একটি ভুয়ো কোম্পানির কাছ থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা নিচ্ছেন। বিধানসভা ভোটের মুখে প্রকাশিত এই ভিডিওগুলি বিশেষ করে শহরাঞ্চলের মানুষের মনে ভয়ানক ক্ষোভের সঞ্চার করেছে। রাজ্যের বিচার বিভাগের প্রধানের কথায়— ''নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের উপর মানুষের আস্থা নিয়েই প্রশ্ন তুলে দিয়েছে এই ফুটেজ। জনমানসেও প্রভাব ফেলেছে।

ফরেন্সিক পরীক্ষার খুন-খারাপ-পত্র নিয়েও রাজ্য সরকারের প্রতি অনাস্থা প্রকাশ পেয়েছে এ দিন চেল্লুরের কথায়। প্রধান বিচারপতি বলেন, ''ফুটেজ যে কলকাতার বা এ রাজ্যে পরীক্ষা করা যাবে না, তা আমি বিলক্ষণ জানি। একজন অবসরপ্রাপ্ত আইপিএস অফিসারকে আমি চিনি, যিনি সৎ এবং এই ফুটেজ পরীক্ষা করতে পারেন।'' তবে কে এই অফিসার, তা জানাননি প্রধান বিচারপতি।

নারদ-ভিডিও নিয়ে তিনটি জনস্বার্থ মামলার শুনানিতে প্রধানবিচারপতি

এরপর ২২ পাতায়

দিদির ভরসা মোদীর ভোট

লোকসভার অঙ্ক বজায় থাকলে স্বস্তি শাসকের

শঙ্খদীপ দাস

কার্তিকের গুল্লা দ্বিতীয় আসতে বেলা দেরি। কোন তারিখ, কী বার, পঞ্জিকা না-দেখে বলা যাচ্ছে না। কিন্তু দক্ষিণের হাওয়া বলছে, তাই এ বার মৌটা পাবেন কিনা সেটা ঠিক হয়ে যাবে এবার।

কেন? দক্ষিণ ২৪ পরগনার ৩১টি, কলকাতার ৪টি ও হাওড়ার ১৬টি আসন মিলিয়ে ষষ্ঠ দফায় মোট ৫৩টি আসনে ভোট হয়েছে। গত লোকসভা ভোটের হিসাব বলছে, জোটের তুলনায় এ অঙ্কটে দিদির ভোট বেশি ছিল ৩৯টি আসনে। তবে সেটা খণ্ডচিত্র মাত্র। শুধির বাকি অর্ধেকটাই বিজেপি-ময়। তিন জেলা মিলিয়ে এই আসনগুলিতে ২০১৪-র নির্বাচনে বিজেপি ভোট পেয়েছিল বিপুল। দিদির আসনে ৩৪ শতাংশ থেকে শ্রীরামপুরে ৩৩। বিরোধী ভোটে মোদী এসেছেন থাবা বসানোর সুবিধা পেয়েছিলেন দিদি। অতীতে বাম জমানাতেও দেখা গিয়েছে, বিরোধী ভোটের ভাগাভাগির কারণেই রাজ্যে পরিবর্তন এসেছে দেরিতে। শাসকের 'যম দুয়ারে কাঁটা' ফেলাতে সেই সূত্র এখনও বাস্তব।

গত লোকসভা ভোট ছিল বাংলায় নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদীর ডেব্যু ইনিংস। সেই পারফরম্যান্সটাই যদি মোদী ধরে রাখতে পারেন, তা হলে ফের হাসি ফুটতে পারে দিদির মুখে। দিদি সেটা ভাল মতো জানেন। তাঁর ভাইপোও জানেন বিলক্ষণ। আর তাই বাংলায় মোদীর প্রতিটি বক্তৃতার পরই লুকিয়ে হাততালি দিয়েছেন ভাইপো।

বলে রাখা ভাল, যে ৫৩টি আসনে ভোট হবে, তার মধ্যে ৪৬টিতেই বর্তমানে তৃণমূলের বিধায়করা রয়েছেন। বামেদের কাছে রয়েছে সাতটি। অথচ ২০১৪-র হিসাব দেখলে বোঝা যায়, তখনই দিদির পায়ের তলার জমি অনেকটা সরে গিয়েছে। দিদির থেকে আরও আটটি আসন দু-বছর আগেই ছিনিয়ে নিতে পারত জোট। যাদবপুর, বালিগঞ্জ, কসবা, মেটিয়াবুরুজের মতো আসনে বিজেপি বিপুল ভোট পাওয়া সত্ত্বেও জোট এগিয়ে ছিল দিদির থেকে। অর্থাৎ মোদী অত ভোট না পেলে দিদির বিপদ বাড়ত বই কমত না।

প্রশ্ন হল, সেই ইনিংসটাই কি মোদী ফের খেলতে পারবেন?

সিদ্ধার্থনাথ সিংহ বা দিলীপ ঘোষের মতো

এরপর ৩ পাতায়

সনিয়ার উপর চাপ বাড়াতে আসরে অমিতও

মাতৃমুখী সনিয়া গান্ধীকে কাবু করতে এ বার সাঁড়াশি আক্রমণ শুরু করল বিজেপি।

ইউপিএ জমানায় ভিভিআইপি হেলিকপ্টার দুর্নীতিতে বিজেপি তাঁর নাম নিতেই পাল্টা আক্রমণাত্মক হয়ে উঠেছিলেন সনিয়া। কংগ্রেস সভানেত্রী স্পষ্টই জানিয়েছিলেন, কাউকে ভয় পান না তিনি। বিজেপি তাঁর চরিত্র হননের কৌশল নিয়েছে।

এই পরিস্থিতিতে কপ্টার দুর্নীতির তীর শুধুমাত্র সনিয়ার দিকে রেখেই দুটি সাজাচ্ছেন বিজেপির নেতৃত্ব। এক দিকে সুব্রহ্মণ্যম স্বামীর মতো গান্ধী বিরোধী নেতাকে নিয়ে সনিয়াকে জাগাতার

এরপর ৬ পাতায়

সর্বভারতীয় স্থান ৮৩! আসলে প্রথম কুড়িতে শিবপুর আইআইইএসটি

কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়নমন্ত্রকের তৈরি দেশের ইঞ্জিনিয়ারিং প্রতিষ্ঠানের ক্রমতালিকায় শিবপুর আইআইইএসটি'র স্থান ৮৩। এই তালিকা প্রকাশের পরেই মান নির্ণয়ের পদ্ধতিতে গলদ রয়েছে বলে আইআইইএসটি কর্তৃপক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়নমন্ত্রকের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। সূত্রের খবর, দেখা যায় ৮৩ নয়, যোগ্যতায় নিরিখে আইআইইএসটি'র থাকার কথা প্রথম কুড়িতে। তবে তালিকা পরিমার্জন করা হবে কি না, তা নিয়ে এখনও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি।

২০১৪ সালে শিবপুর বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড সায়েন্স বিশ্ববিদ্যালয়কে (বেসু) 'জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান' হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছিল। উন্নীত করা হয় আইআইইএসটি-তে। লক্ষ্য ছিল, এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে দেশের আইআইটিগুলির সমতুল করে গড়ে তোলা। রাজ্যের অন্যতম সেরা এই ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে ৮৩তম স্থান পাওয়ায় স্বভাবতই অনেকে বিস্মিত। ৮৩তম স্থান পাওয়ার পরে আইআইইএসটি'র ওয়েবসাইটে জানানো হয়েছিল, বিষয়টি নিয়ে কথা হবে মানবসম্পদ উন্নয়নমন্ত্রকের সঙ্গে। দেখা গিয়েছে, ৮৩তম স্থানে থাকার অন্যতম কারণ, গবেষণা এবং গবেষণাপত্র প্রকাশে খুবই কম নম্বর পেয়েছে আইআইইএসটি। ওয়েবসাইটে আইআইইএসটি কর্তৃপক্ষের দাবি, এটি এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের গবেষণা এবং গবেষণাপত্র প্রকাশের সঠিক চিত্র নয়। এই দুটি ক্ষেত্রেই আইআইইএসটি'র অধ্যাপক, পড়ুয়া, গবেষকদের কাজ অত্যন্ত ভাল। জানানো হয়েছে, গত তিন বছরে অধ্যাপকের প্রায় ১৮০০টি গবেষণাপত্র দেশ এবং বিদেশের বিখ্যাত জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে। পাশাপাশি, প্রায় ৪৪ কোটি টাকার গবেষণা প্রকল্পে অনুদান এসেছে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে।

আইআইইএসটি'র অধ্যাপক সংগঠনের সভাপতি বিপ্লব শিকদার বলেন, 'আমাদের তথ্য পাঠানোর প্রস্তুতি আরও আগে থেকে নেওয়া উচিত ছিল। শেষের দিকে পাঠানো তথ্যের যথাযথ মূল্যায়ন হয়েছে কি না, তা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে।"

সূত্রের খবর, শেষের দিকে পাওয়া তথ্য বিচার করে বোঝা গিয়েছে, আইআইইএসটি রয়েছে অনেক উপরে। এই বিষয়ে আইআইইএসটি'র অধিকর্তা অজয় রায়ের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলেও তিনি ফোন ধরেননি।

সৌজন্যে – এবেলা

বৈশালীর ডাকে বল-ব্যাট হাতে বালিতে সৌরভ

বালি কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী বৈশালীর হয়ে প্রচারে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়

কোনও মিটিং-মিছিল বা রোড শো'র ধারকাছ দিয়ে গেলেন না। এমনকী জগমোহন মেয়ে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী বৈশালী ডালমিয়ার জন্য ভোটের আবেদন বা রাজনীতির ধার দিয়ে গেলেন না প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। তবে, বৈশালী ডালমিয়ার ডাকে সাড়া দিয়ে নির্বাচনের মুখে বালির লিলুয়া রেলমাঠে যেভাবে বল ও ব্যাট হাতে নিয়ে নেমে পড়লেন 'দাদা', তাতে মাঠ ভর্তি দর্শকদের কারও বুঝতে অসুবিধা হয়নি, মহারাজের সমর্থন বৈশালীর দিকেই।

ভোটের আগে জনসংযোগ বাড়াতে রেলমাঠে একটি ক্রিকেট ম্যাচের আয়োজন করা হয়। বকলমে যার উদ্যোক্তা ছিলেন স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব। সিদ্ধান্ত হয়, সৌরভকে এই ম্যাচে নামানো হবে। তাতে এক ঢিলে দুই পাখি মারা যাবে। সৌরভকে দিয়ে কৌশলে বালি কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থীর হয়ে প্রচার করিয়ে দেওয়া যাবে, পাশাপাশি তাঁকে মাঠে নামানোও যাবে। আর প্রাক্তন ভারত অধিনায়ককে মাঠে নামাতে মুখ্য ভূমিকা নেন বালি কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী বৈশালী ডালমিয়া। যদিও মুখে তিনি বলছেন, সংগঠকের সঙ্গে সৌরভের যোগাযোগ করিয়ে দিয়েছেন মাত্র। আসলে তাঁকে এনে যে ভোট প্রচারই উদ্দেশ্য ছিল, মাঠে বৈশালী ডালমিয়া উপস্থিতিই তা বুঝিয়ে দিয়েছে। শুধু তিনিই নন, সঙ্গে ছিলেন তাঁর ভাই অভিষেক ডালমিয়াও। এমনকী অভিনেত্রী ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত পর্যন্ত। আর মাঠ জুড়ে ছিলেন বিদায়ী মন্ত্রী অরূপ রায় থেকে বালি এলাকার তৃণমূল নেতা। ওই এই ম্যাচকে যতই অরাজনৈতিক বলার চেষ্টা করুক, আসলে তা যে ছিল না তা তৃণমূলের অনেকেই একান্তে স্বীকার করেছেন। যদিও সৌরভ রাজনীতি এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছেন প্রথম থেকেই। ভোট প্রচার নয়, তিনি যে খেলতে এসেছেন, তা বলে বোঝানোর চেষ্টা করেছেন। তবে বালির মানুষের উদ্দেশে তাঁর বার্তা, অনেক দিন পর বালিতে এলাম। খুব ভালো লেগেছে। আপনারা ভালো মানুষ। শান্তিতে থাকুন।

লিলুয়ার এই মাঠে একটি ক্রিকেট ম্যাচ হয়। যাতে অংশ নেন সৌরভ একাদশ বনাম টলিউড একাদশ। দলের হয়ে সৌরভ তিনটি উইকেট নেন। প্রথমে ব্যাট করে টলিউড একাদশ ৮৩ রান তোলে। কিন্তু পরে ব্যাট করতে নেমে বাংলার তরুণ ক্রিকেটার মনোজ তেওয়ারি শেষ ওভারে ম্যাচ জিতিয়ে দেন। আউট হয়ে যাওয়ার পরে সৌরভ আম্পায়ারিংও করেন। অভিনেত্রী ঋতুপর্ণা সেনগুপ্তকেও আম্পায়ারিং করতে দেখা যায়।

সৌজন্যে – বর্তমান

রাজ্যে হামলা চালাতে বাংলাদেশকে ঘাঁটি করে তৈরি হচ্ছে আইএস

শুভ্র চট্টোপাধ্যায়, কলকাতা

এ রাজ্যে গেরিলা কায়দায় হানা দেওয়ার হুমকি দিল ইসলামিক স্টেট অব ইরাক ও সিরিয়া (আইএস)। ভারত জুড়েই তারা হামলার হুমকি দিয়েছে। বাংলাদেশ ও পাকিস্তান থেকে জেহাদিদের দিয়ে এই আক্রমণ চালানো হবে। অবস্থানগত সুবিধার কারণে বাংলাদেশকে বাছা হয়েছে জেহাদি কার্যকলাপের ঘাঁটি হিসাবে। সম্প্রতি আইএসের মুখপত্র 'দাবিক'-কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে এই উপমহাদেশে সংশ্লিষ্ট জঙ্গি সংগঠনের প্রধান তথা আমির শেখ আবু ইব্রাহিম আল হানিফ এই দাবি করেছেন। আইএস হামলার আশঙ্কায় রীতিমতো উদ্বিগ্ন কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থাগুলি। এ রাজ্যসহ ভারতে আইএসের হয়ে কারা কাজ শুরু করেছে, তার বিস্তারিত খোঁজখবর শুরু হয়েছে। পাশাপাশি আইএস জঙ্গি সন্দেহে ধৃতদের ইতিমধ্যেই ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি (এনআইএ) উপমহাদেশে আইএস প্রধানের কার্যকলাপের বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে।

ভারতে যে আইএস কার্যকলাপ বাড়ছে, তা অনেকদিন আগেই বুঝতে পারে এনআইএ। এরপরই এই জঙ্গি সংগঠনের মোকাবিলায় আলাদা করে তদন্ত শুরু করে তারা। নির্দিষ্ট একটি মামলা রুজু করা হয়। এখনও পর্যন্ত প্রায় ১০ জেহাদি ধরা পড়েছে। যার মধ্যে রয়েছে এ রাজ্যের এক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ছাত্রও। তাদের কাছ থেকে এনআইএ আধিকারিকরা জানতে পেরেছেন, ভারত, বাংলাদেশ, পাকিস্তান মিলিয়ে গোটা উপমহাদেশে আইএস সংগঠনকে শক্ত ভিতের উপর দাঁড় করানোর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে আল হানিফকে। কীভাবে ভারত থেকে জেহাদি নিয়োগের কাজ চালাচ্ছে সে, তার তথ্য প্রথম গোয়েন্দাদের কাছে আসে। জানা যায়, এ দেশের যুবকদের আইএসের ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ করে তাদের দিয়ে এ দেশেই নাশকতা চালানোই এই জঙ্গি সংগঠনের লক্ষ্য।

> এখনও পর্যন্ত প্রায় ১০ জেহাদি ধরা পড়েছে। যার মধ্যে রয়েছে এ রাজ্যের এক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ছাত্রও।

আইএসের ম্যাগাজিন 'দাবিক'-এ এই প্রসঙ্গেই আল হানিফ তুলে ধরায় গোয়েন্দাদের চিন্তা আরও বেড়েছে। তাতে উল্লেখ করা হয়েছে, বাংলাদেশকে আইএসের ঘাঁটি হিসাবে গড়ে তোলা হয়েছে। এর কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলা হয়েছে, ভারতে হামলার ক্ষেত্রে অবস্থানগত সুবিধার কারণেই এই দেশকে বাছা হয়েছে। যাতে সহজেই বাংলাদেশ থেকে এ রাজ্যে ঢুকে পড়া যায়। একই সঙ্গে ভারতের অন্য রাজ্যেও হামলা চালাতে সুবিধা হয়। পাশাপাশি কাছে পাকিস্তান থাকায় সেদেশ থেকেও জেহাদি নিয়ে আসা সম্ভব হবে। বাংলাদেশের আইএস জঙ্গিরাই সমন্বয় বজায় রাখবে পাশের দেশগুলির জেহাদিদের সঙ্গে। যাতে বেশি সংখ্যায় জেহাদি এই কাজে অংশ নিতে পারে। এ রাজ্যসহ দেশের অন্য প্রান্তের যুবকদের আইএসের প্রতি সহানুভূতিশীল করে গড়ে তোলার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। যাতে তাদের সাহায্য নিয়ে হামলা চালানো যায় ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে। যৌথভাবে নাশকতা চালিয়ে এ দেশে নিজেদের শাসন প্রতিষ্ঠা করাই আইএসের লক্ষ্য বলে 'দাবিক'-এ তুলে ধরা হয়েছে। পাশাপাশি ভীতির পরিবেশ বজায় রাখা যাবে। এই আতঙ্কের মধ্যে রাখতে পারলে একের পর এক হামলা চালানো যাবে। তাদের কাজ সহজ হয়ে যাবে। বাংলাদেশকে আইএস যে কতটা গুরুত্ব দিচ্ছে, তা বোঝাতে আল হানিফ সিরিয়ায় যুদ্ধ করতে গিয়ে নিহত বাংলাদেশি জেহাদি আবু জিন্দল আল বেঙ্গলির কথা তুলে ধরেছে। সাক্ষাৎকারে বলা হয়েছে, বাংলাদেশে আইএস জেহাদি কার্যকলাপকে শক্ত জমিতে দাঁড় করিয়ে ময়দানে পা রাখতে চায়। বাংলাদেশে যে তারা বিভিন্ন জায়গায় প্রভাব বিস্তার করে ফেলেছে, তা জানাতে ভোলেননি আইএসের উপমহাদেশের আমির। এমনকী বাংলাদেশে জেহাদি কার্যকলাপ রুখতে এবং খোঁজখবর করতে ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা রিসার্চ অ্যান্ড অ্যানালিসিস উইং যে সাহায্য করছে, তা আইএস প্রধানের নজর এড়িয়ে যায়নি। সেই বিষয়টিও এসে পড়েছে এই সাক্ষাৎকারে।

তবে 'দাবিক'-এ আল হানিফের এই সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হওয়ার পর বাংলাদেশে আইএসের বিস্তার নিয়ে উদ্বিগ্ন, গোয়েন্দা সংস্থার কর্তারা। তথ্য জোগাড় শুরু করেছেন এনআইএ থেকে শুরু করে বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থার কর্তারা। আইএস হামলা ঠেকাতে কোমর বেঁধে নেমে পড়েছে তাঁরা।

সৌজন্যে – বর্তমান

গরহাজির মিঠুনকে নিয়ে তপ্ত রাজ্যসভা

প্রথম পাতার পর

রাজ্যসভায় তৃণমূলের পক্ষ থেকে আজ উপস্থিত একমাত্র সাংসদ ছিলেন সুখেন্দুশেখর রায়। তিনি তখন উঠে দাঁড়িয়ে বলেন, "আমাদের দলীয় সাংসদ মিঠুন চক্রবর্তী দীর্ঘদিন ধরেই অসুস্থ। তিনি এ ব্যাপারে মেডিক্যাল রিপোর্টও জমা দিয়েছেন। আমি অনুরোধ করব তাঁর ছুটি মঞ্জুর করা হোক।" কিন্তু সুখেন্দুশেখর রায়ের কথা শুনেও সভায় ক্ষোভ কমেনি। জেডি (ইউ) সাংসদ কে সি ত্যাগী বলেন, "সব দলেরই একটা নিয়ম করা উচিত যে তাঁরা যাঁকে পাঠাচ্ছে, তিনি যেন সংসদে আসেন এবং তাঁর দ্বারা সংসদ যেন লাভবান হয়।" কেউ বারবার অনুপস্থিত থাকলে তাঁর সাংসদ পদ খারিজ করা হোক বলেও দাবি ওঠে।

জবাবে কুরিয়েন বলেন, "যদি কোনও সদস্য জানান যে তিনি অসুস্থ তা হলে তাঁকে অবিশ্বাস করার কারণ নেই। প্রাথমিক ভাবে তাঁর বক্তব্যকেই মেনে নেওয়া হয়। কিন্তু যদি অন্য কিছু প্রমাণিত হয় তা হলে আমরা দেখব করণীয় কী রয়েছে।"

তৃণমূল সূত্র অবশ্য খবর, শুধুমাত্র চলতি অধিবেশন নয়, তাঁর মেয়াদের বাকিটুকুও সংসদে আসার কোনও পরিকল্পনা নেই মিঠুনের। তিনি সেটা জানিয়েও দিয়েছেন তৃণমূলের সংসদীয় নেতৃত্বকে। খোদ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়েরই অনুযোগ যে তাঁর দলের সাংসদ তাঁর সঙ্গেই যোগাযোগ রাখেন না।

সৌজন্যে – আনন্দবাজার পত্রিকা

শুধু ট্যুইট আর বিদেশ সফর করলে দেশ চালানো যায় না

শ্রীকান্ত পড়্যা-স্বাতার,
প্রণব দেবনাথ-মঙ্গলকোট,
প্রলয় মোদক, সোহারাবাজার

প্রধানমন্ত্রী জেনেশুনে কথা বলেন না। তিনি উল্টোপাল্টা ভাষণ দিয়ে চলে যান। শুধু ট্যুইট করলে আর বিদেশ সফর করলে দেশ চালানো যায় না। নরেন্দ্র মোদির সফরের দিনে মঙ্গলকোট ও সোহারাবাজারে নির্বাচনী সভায় তাঁকে এভাবেই আক্রমণ করলেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, ভোট পাখি হয়ে হিন্দু-মুসলমান বিভেদের রাজনীতি করতে চাইছে বিজেপি। আমরা বাংলায় কোনও দাঙ্গা করতে দেব না। আসলে ওদের লক্ষ্য ২০১৬ নয়, ২০১৯ সাল। ওদের স্বপ্ন কোনওদিন পূরণ হবেনা। তাই তৃণমূলকে এমনভাবে জেতান যেন আমরা আরও বেশি শক্তি নিয়ে ২০১৯ সালে দিল্লী দখল করতে পারি। তৃণমূল সোজা কথা বলে তাই সিবিআই, ইডি পিছনে লাগিয়ে দিচ্ছে। তৃণমূলকে জব্দ করতে আপ্রাণ চেষ্টা করছে।

এদিন তৃণমূল নেত্রী মঙ্গলকোটের কৃষকবাজার মাঠ, ভাতারের বাইশবিঘা মাঠ এবং সোহারাবাজারে তিনটি জনসভা করেন। তিনটি সভাতেই সিপিএম, কংগ্রেস জোট এবং বিজেপিকে আক্রমণ করেন। তিনটি সভাতেই ব্যাপক ভিড় হয়। এদিন ভাতারের সভায় বলেন, ১৯মে ভোটের বাক্স খোলার পর সিপিএম হবে নির্মূল। কংগ্রেস চোখে দেখবে সর্ষে ফুল আর বিজেপি-র ভাঙবে ভুল। এদিন তৃণমূল নেত্রী প্রথমে মঙ্গলকোটে কৃষক বাজারের মাঠে দলীয় প্রার্থী সিদ্দিকুল্লা চৌধুরি, কেতুগ্রামের প্রার্থী শেখ শাহনাওয়াজ এবং আউশগ্রামের প্রার্থী অভেদানন্দ থাণ্ডারের সমর্থনে নির্বাচনী সভায় অংশ নেন। এরপর ভাতার এবং শেষে রায়নার সেহারাবাজারে সভায় দলীয় প্রার্থীদের জয়ী করার আহ্বান জানান। ভাতারে দলীয় প্রার্থী সুভাষ মণ্ডলের সমর্থনে সভা হয়। সেহারাবাজারে রায়নার প্রার্থী নেপাল ঘড়ুই, জামালপুরের প্রার্থী উজ্জ্বল প্রামাণিক এবং খণ্ডঘোষের দলীয় প্রার্থী নবীন বাগের সমর্থনে সভা হয়।

তৃণমূল নেত্রী বলেন, ১৯ মে রেজাল্ট বের হবে। আমরা ২০১১ সালে ২০ মে শপথ নিয়েছিলাম। ১৯ মে আমাদের সরকার পাঁচ বছর পূরণ করার পর হ'বছরে পদার্পণ করবে। ভোটের বাক্স খোলার পর দেখবেন শুধু তৃণমূল, তৃণমূল আর তৃণমূল। কুৎসার হবে চক্ষুশূল। ভাতারের সভায় বিদায়ী মন্ত্রী মলয় ঘটক, স্বপন দেবনাথ, সাংসদ সদস্য মমতাজ সংঘমিত্রা, তৃণমূল ছাত্র পরিষদের রাজ্য সভাপতি অশোক রুদ্র, বিদায়ী বিধায়ক বনমালী হাজরা এবং স্থানীয় নেতা মানগোবিন্দ অধিকারি উপস্থিত ছিলেন।

তিনি আরও বলেন, সকাল থেকে উঠে বিজেপি, সিপিএম আর কংগ্রেস আমাকে গালাগাল দিচ্ছে। দুপুরেও গালাগাল দিচ্ছে। সন্ধ্যায় নালিশ করতে যাচ্ছে। নালিশের সিন্ডিকেট তৈরি করেছে। নালিশ করেরাতে বালিশ নিয়েঘুমোতে যাচ্ছে। ভোটের পর ওদের ভালো করে ঘুমনোর জন্য একটা পুতুল বালিশ দেব। তিনি আরও বলেন, ভোটের রেজাল্ট বেরনোর পর বাজতে হাতুড়ি, হাতের সাইনবোর্ডটাই বিক্রি হয়ে যাবে।

মঙ্গলকোটের সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে তৃণমূল নেত্রী বলেন, মানুষ এখানে সিপিএমের সন্ত্রাসের কথা ভুলে যাননি। সিপিএম এখানে অনেক মায়ের কোল খালি করে দিয়েছে। তাই ওদের কোনওজায়গা নেই। কংগ্রেস সিপিএমের কাছে পুরোপুরি বিকিয়ে দিয়েছে। ওদের কোন লজ্জা নেই। সিপিএমের তাড়া খেয়ে মঙ্গলকোটে মানস ভুঁইঞা ধুতি তুলে ছুটেছিল আবার ওদের কাছে গিয়েছে।

কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে সমালোচনার সুর চড়িয়ে তৃণমূল নেত্রী বলেন, ওরা সবাই মিলে আমাদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করছে। মোদির নাম না করে বলেন, অবসরপ্রাপ্তদের সুদের হার কমিয়ে দিয়েছে। কীভাবে যে তাঁদের সংসার চলে, তা কখনও ভেবে দেখেছে? প্রভিডেন্ট ফান্ডের সুদের হার কমানো হল। ওরা আসলে ভোট পাখি। বিজেপি বাংলা গড়বে এটা আপনারা বিশ্বাস করেন?

সিপিএমের বিরুদ্ধে আক্রমণের ঝাঁঝ বাড়িয়ে মমতা বলেন, ৫০ হাজার কর্মীকে সিপিএম খুন করেছে। তৃণমূল তৈরি না হলে সিপিএম হটত না। আর বাংলা থেকে চোর, ডাকাত যেত না। এখন কংগ্রেস মই পেতে দিয়েছে সিপিএমকে আনার জন্য। কিন্তু, জেনে রাখ ওইগুড়ে বালি। তোমাদের সাধ আর পূরণ হবে না।

এদিকে, এদিন কলকাতার চৌরঙ্গি বিধানসভা কেন্দ্রে দলীয় প্রার্থী নয়না বন্দ্যোপাধ্যায় সমর্থনে দলীয় প্রচারে মুখ্যমন্ত্রী কারও নাম না করে নির্বাচন কমিশন এবং বিজেপিকে তীব্র আক্রমণ করে বলেন, ভোটের নামে বাংলার উপর সন্ত্রাস চালাচ্ছে। আমাদের নামে যা অপপ্রচার করছ, বাংলার মানুষ ইঞ্চিতে ইঞ্চিতে

মোদীকে তোপ মমতার

তার জবাব দেবে। নারদ প্রসঙ্গ তুলে সিপিএম এবং কংগ্রেসের পাশাপাশি বিজেপিকেও তীব্রআক্রমণ করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, আমরাও এই ঘটনার তদন্ত করব। কিন্তু, এটাও তদন্ত করে দেখতে হবে, বিদেশ থেকে কীভাবে কত টাকা এল, তারও তদন্ত করে দেখা হবে। কেউ যুক্ত থাকলে তার বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়া হবে। নির্বাচন কমিশনের শোকজের জবাব প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ওই চিঠি কমিশন তো মুখ্যমন্ত্রীকে দিয়েছে। কমিশন প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি ওই চিঠি পাঠিয়েছেন। প্রোটোকল অনুযায়ী তার জবাব মুখ্যসচিব দিয়েছেন। কমিশন যদি তৃণমূলের চেয়ারপার্সন হিসাবে চিঠি পাঠাত, তাহলে তার জবাব আমি দিতাম। মোদীজি এই খবরটুকুও রাখেন না।

সৌজন্যে – বর্তমান

সম্পদ-অপরাধে টক্কর সেই সেয়ানে সেয়ানে

কারও বিরুদ্ধে রয়েছে খুনের অভিযোগ, কেউ আবার ধর্ষণে অভিযুক্ত। কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি বানিয়েছেন, কেউ, আবার না-খেতে পাওয়া মানুষের জন্য কাজ করতে চাইছেন তিনি। দেখা যাচ্ছে, ভোট ময়দানে নেমে সুশাসন আর গরিবের পাশে দাঁড়ানোর প্রতিশ্রুতিবদ্ধ প্রার্থীদের অনেকেই সেই দোষে দুষ্ট, যা থেকে মুক্তির জন্যই মানুষকে ভোট দিতে বলছেন তাঁরা।

রাজ্যে তৃতীয় দফা ভোটের মনোনয়ন দাখিলের পর একটি বেসরকারি সংস্থার সংগৃহীত গবেষণা বলছে, এই পর্বে সব দল মিলিয়ে মোট ৩৮৩ জন প্রার্থীর মধ্যে ৬৮ জনের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা রয়েছে। খুন, ধর্ষণ, খুনের চেষ্টা, চুরি, ডাকাতি, মহিলাদের বিরুদ্ধে অপরাধ, এমনকি অপহরণের অভিযোগও রয়েছে এমন প্রার্থী ৫৯ জন। জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, দুই দিনাজপুর, মালদহ এবং বীরভূমের ভোটে তৃণমূলের মোট ৫৫ জন প্রার্থী এবং বিজেপির ৫৩ জন প্রার্থীর মধ্যে ১৩জন প্রার্থীর বিরুদ্ধে অপরাধে জড়িত থাকার মামলা রয়েছে। যা দু'দলেই যথেষ্ট অস্বস্তিজনক বলে মনে করছেন অনেকে। যদিও কম যায় না সিপিএমও। সিপিএমের ১১জন প্রার্থী এমন তালিকাভুক্ত। শতাংশের হিসেবে বিচার করলে সিপিএমই অবশ্য এ ক্ষেত্রে প্রথম। তাদের, এই পর্বের ভোটে তার মোট প্রার্থী সংখ্যাই ছিল ১৭।

সম্পত্তির হিসেবেও এ বলে আমায় দেখ ও বলে আমায়। হলফনামায় কোটি টাকার উপরে সম্পত্তি করেছেন এমন প্রার্থীর সংখ্যা মোট ৫৬। সমীক্ষা বলছে, এই পর্বের ভোটে প্রথম তিন বড়লোক প্রার্থীর শিরোপা গিয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দলে। শিলিগুড়িতে তৃণমূলের তারকা প্রার্থী ভাইচুং ভুটিয়া ১৭ কোটি টাকার সম্পত্তির খতিয়ান দেখিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন। এরপরই রয়েছে সিউড়ির প্রার্থী অশোক কুমার চট্টোপাধ্যায়। তাঁর সম্পত্তির পরিমাণ ১৩ কোটি। রয়েছেন কুমারগ্রামের তৃণমূল প্রার্থী, জেমস কুজুরও। ৮ কোটির সম্পত্তি বানিয়ে তিনি তালিকায় তৃতীয়। ভোটের নির্ঘণ্ট ঘোষণার দিনেও আলিপুরদুয়ারের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ছিলেন তিনি। ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির বিজেপি প্রার্থী রথীন্দ্র বোস চার কোটির সম্পত্তি এবং সুজাপুরের কংগ্রেস প্রার্থী আবু নাসের খান চৌধুরী পাঁচ কোটির সম্পত্তি বানিয়ে জোর টক্কর দিচ্ছেন। তবে উক্ত সম্পত্তির তালিকায় না-থাকলেও সিপিএমের উত্তর দিনাজপুরের চোপড়ার প্রার্থী আক্রমুল হক ২০১৫-২০১৬ আর্থিক বর্ষে সব চাইতে বেশি আয় করেছেন। এই আর্থিক বর্ষে ৭১ লক্ষ টাকা আয় করেছেন। ইটাহারের সিপিআই প্রার্থী শ্রীকুমার মুখোপাধ্যায়েরও এক কোটি টাকার সম্পত্তি রয়েছে। এমনকি তাঁর হলফনামা বলছে, শ্রীকুমারবাবুর বার্ষিক আয় ৩৪ লক্ষটাকার উপরে।

এরপর রয়েছে দেনার দায়। সেখানে অবশ্য প্রথম তিনটি স্থানে ভাগাভাগি করে রয়েছে যথাক্রমে তৃণমূল, কংগ্রেস এবং বিজেপি। সিউড়ির তৃণমূল প্রার্থী অশোক চট্টোপাধ্যায়ের দেনার দায় সব থেকে বেশি। বাজারে প্রায় চার কোটি টাকার দেনা রয়েছে তাঁর। কংগ্রেস প্রার্থী আবু নাসের খান এবং মালদহের হরিশ্চন্দ্রপুরের বিজেপি প্রার্থী সরবেরলাল জৈনিয়ার এক কোটিরও বেশি টাকার দেনায় ডুবে। ময়ূরেশ্বরের বিজেপি প্রার্থী সন্দীপচট্টোপাধ্যায়ের দেনার পরিমাণ ৩৭ লক্ষেরওউপরে। মজা হল, সব দলের মোট ৩৮৩ জন প্রার্থীর মধ্যে ২১৫ জনই কিন্তু আয়করের কোনও তথ্য নির্বাচন কমিশনে জমা করেনি। ফলে অনেকেরই প্রশ্ন, আয়ের হিসাব দিলেও কেন আয়করের হিসাব দিতে পিছপা হচ্ছেন প্রার্থীরা? তা হলে কি ডাল মে কুছ কালা হ্যায়?

সৌজন্যে – এই সময়

দিদির ভরসা মোদীর ভোট

৪র্থ পাতার পর

বিজেপি নেতারা প্রত্যয়ী। যদিও জোটের নেতারা তা মানতে রাজি নন। তাঁদের মতে, ২০১৪-র মতো পিচ আর নেই। বিজেপি-র ভোট যে তখন দুম করে বেড়ে গিয়েছিল, তার একটা কারণ ছিল দেশ জুড়ে মোদী ঝড়। কিছু মানুষ ভেবেছিলেন মোদী ক্ষমতায় এসেই জাদু দেখাবেন। মধ্যবিত্ত, বিশেষ করে যুব সম্প্রদায়ের একাংশ তাই ওঁর দিকে ঝুঁকেছিলেন। কিন্তু সমাজের এই অংশ অসহিষ্ণুও বটে। প্রত্যাশা পূরণ না হলে মত ঘুরাতে সময় নেয় না। তাই বিপজ্জনক। তা ছাড়া, দিদির বিরুদ্ধে প্রতিবাদী ভোটের একাংশ পেয়েছিলেন মোদী। কারণ, কংগ্রেসের ওপর আস্থা হারিয়েছিলেন কিছু মানুষ। তাঁরা মনে করেছিলেন মোদীই বুঝি পারবেন দিদিকে পর্যুদস্ত করতে। জোটের নেতাদের মতে, এই মানুষগুলো নিশ্চয়ই দেখছেন, 'মোদীভাই-দিদিভাই' আঁতাত রয়েছে। তার হাতে গরম দৃষ্টান্তও রয়েছে। সারদায় সিবিআই তদন্ত থমকে গিয়েছে। নারদ নিয়ে কেন্দ্র নিজে থেকে কোনও তদন্ত শুরু করেনি। বাংলায় শাসক দলের হাজার দুর্নীতি দেখেও চোখ বুজে রয়েছে দিল্লি। বিজেপিকে ভোট দেওয়া তাই দিদিকে ভোট দেওয়ারই নামান্তর। তুলনায় দিদির প্রধান প্রতিপক্ষ হয়ে দাঁড়িয়েছে 'মানুষের জোট'। তাই প্রতিবাদীর ভোট প্রতিবাদীর ঘরেই যাওয়ার কথা।

মোদীর সঙ্গে আঁতাতের তত্ত্বউড়িয়ে দিয়েছে তৃণমূল তো উড়িয়ে দিচ্ছে বিজেপি-ও। আসলে সংসদে বা দলের কেন্দ্রীয় নেতাদের সঙ্গে তৃণমূলের সমঝোতার ব্যাপারটি যে বাংলায় তাঁদের জন্য নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে, তা ভালমতোই টের পাচ্ছিলেন সিদ্ধার্থনাথ সিংহরা। তাঁদের আশঙ্কা ছিল, এই ছবিটা যত পরিষ্কার হবে, তত ভোট কমবে বিজেপির। সিদ্ধার্থদের অনুরোধে শেষমেশ তাই বাংলায় প্রচারে এসে 'দিদির পরিবর্তন' নিয়ে ঝাঁঝালো আক্রমণ করেন প্রধানমন্ত্রী। নারদ কাণ্ড থেকে সিন্ডিকেটের দুর্নীতি নিয়ে দিদির দলের তীব্র সমালোচনা করেন। সারদা-নারদা গুড় বাতাসার অভিযোগ নিয়ে ভোট বাজারে ঝাঁপিয়ে পড়েন রূপা-লকেটরাও। ভোট অবাধ করার জন্যও তাঁরা কমিশনের ওপর চাপ বাড়ান। যাতে ভোট শতাংশে ২০১৪-র মতোই ধরে রাখা যায়।

কিন্তু তাতে লাভ হবে কার?

CULTURAL ASSOCIATION OF BENGAL EXECUTIVE COMMITTEE

President
Milan Awon

President Elect
Dilip Chakrabarti

Vice-Presidents
Debi Prosad Palit
Tapas Sanyal

Treasurer
Ranadeb Sarkar

Secretary
Arunava Sinha

Assistant Secretary
Dhriti Bagchi

Members
Pinaki Das Gupta
Sugata Bagchi
Adris Chakraborty

BOARD OF TRUSTEES

Chairman
Kajal sarkar

Members
Chitta Saha
Pranab Das
Arun Bhattacharya
Asok Motayed
Rahul Roy
Samprakash Majumdar
Purna Bhattacharya
Kumar Sankar Mandal

ভারতীয় হয়েও কাঁটাতারের বেড়ায় ওরা থাকে ওপারে, ভোটপাখিরা তাকায়ও না

রাজু চক্রবর্তী, বনগাঁ

আদপে ওঁরা ভারতীয় নাগরিক। কিন্তু, তারের বেড়ার 'কাঁটায়' ওঁদের ভৌগোলিক অবস্থান বাংলাদেশে। গেটনম্বর ৯৬/৭ – কে ঘিরেই ঘুরপাক খাচ্ছে ওঁদের জীবনের চালচিত্র। কেননা, এই গেট খোলা-বন্ধের উপরেই নির্ভর করছে তাঁদের জীবনের রোজনামচা। ওঁরা উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বনগাঁ (উত্তর) বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী গ্রাম চড়ুইগাছির দক্ষিণপাড়ার পাঁচঘর হতভাগ্য পরিবার। যাঁদের কাছে ভোট, আইপিএল, দুর্গাপুজো আলাদা কোনও মাত্রা রাখে না। কার্যত খাঁচায় বন্দি পাখি হয়ে বিএসএফের দাপাদাপি সহ্য করেই দিন গুজরান করেন রতন মণ্ডল, মণিকা বিশ্বাসরা। সালটা ২০০১। স্থানীয় প্রশাসন হঠাৎই সিদ্ধান্ত নেয় চড়ুইগাছি সীমান্তবর্তী অরক্ষিত এলাকায় কাঁটাতারের বেড়া বসানো হবে। সিদ্ধান্ত কার্যকর করতে গিয়ে দেখা যায়, ২৫টি ভারতীয় পরিবারের ঠাঁই হচ্ছে কাঁটাতারের ওপারে। সেদিন প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন সান্ত্বনা মণ্ডলরা। দক্ষিণপাড়ায় গিয়ে দেখা হয়ে গেল সান্ত্বনাদেবীর সঙ্গে। তিন বছরের বাচ্চা কোলে নিয়ে রীতিমতো অভিযোগের সুরে তিনি বললেন, বিডিও এসডিও সাহেবরা আমাদের সঙ্গে প্রতারণা করেছেন। কেন? প্রশ্ন করতেই এগিয়ে এলেন ৭৬ বছর বয়সি অশক্ত রতন মণ্ডল। বললেন, তারের বেড়া দিয়ে আমাদের বাংলাদেশি বানিয়ে দিল। কিন্তু আমাদের কী দোষ বলতে পারেন? ২০০০ সালের বন্যার পর যখন বেড়া দেওয়ার কাজ শুরু হচ্ছে, আমরা অনেক কাকুতি মিনতি করেছিলাম আমাদের গ্রামটিকে কাঁটাতারের এপারে রাখতে। ওরা কথা শোনেনি। এসডিও সাহেব বলেছিলেন, বেড়া দিলেও কোনও গেট হবে না। কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতেই গেট বসল। বিষয়টি পরিষ্কার করে জানতে যোগাযোগ করলাম স্থানীয় বিএসএফের ক্যাম্প অফিসে। চড়ুইগাছি দক্ষিণপাড়া থেকে যার দূরত্ব দু'কিলোমিটার। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক বিএস-এফ কর্তা বললেন, কী করব বলুন? সরকারি সিদ্ধান্তকে আমরা শুধু কার্যকর করি। সিদ্ধান্তটি কী? তিনি বললেন, বেড়া দেওয়ার পর মোট ২৫টি পরিবার বেড়ার ওপারে ছিল। আস্তে আস্তে অনেকেই এপারে চলে এসেছেন। মাত্র পাঁচঘর পরিবার এখনও থেকে গিয়েছে কাঁটাতারের ওপারে। দিনের নির্দিষ্ট কয়েক ঘণ্টা ওরা ভারতের মাটিতে পা রাখতে পারেন। ভোর ছ'টায় গেট খোলা হয়। ১১টায় বন্ধ। ফের দুপুর তিনটেয় খুলে রাত আটটায় বন্ধ করে দেওয়া হয়। অর্থাৎ, ভারতীয় হলেও দিনে মাত্র ১১ ঘণ্টা মাতৃভূমিতে থাকার অনুমোদন রয়েছে ওঁদের।

কথার শুরুতেই বিরক্তি ঝরে পড়ল গ্রামবাসীদের গলায়। প্রায় সমস্বরে চেঁচিয়ে বললেন, আর কী করবেন আমাদের কথা জেনে? নেতা-মন্ত্রী-পুলিশ কেউই তো আমাদের খবর রাখে না। পাঁচ ঘরের জনা কুড়ি লোক। বেঁচে আছি না মরে গেছি, তাতে কী যায় আসে ওদের? এক পাশে দাঁড়িয়েছিলেন বছর ষোলোর সৌমেন মণ্ডল। এ বছরসবে মাধ্যমিক দিয়েছে। বলল, পরীক্ষা শেষের পর বাড়ি ফিরতে পারতাম না। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাঁটাতারের এপারে বসে অপেক্ষায় থাকতাম, কখন গেট খুলবে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই চেঁচিয়ে উঠে সান্ত্বনা মণ্ডল বলেন, হয় কাঁটাতারের বেড়ায় এদিকে নিয়ে আসা হোক। নয়তো সরকারের তরফে আর্থিক সাহায্য পেলে জমি কিনে এপারে চলে আসতে রাজি আমরা। এলাকাবাসীর কথায়, রাতবিরেতে হঠাৎ কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে, গেটের চাবি আনতেই তো মারা যাবে।

ভোট আসে, ভোট যায়। কিন্তু, বদলায় না ওঁদের নিয়তি। কেননা কোনও রাজনৈতিক দলের নেতারাই ভোটভিক্ষা করতে আসে না এই গ্রামে। আসলে, জনা কুড়ি মানুষের ভোট কোনওদিনই নিয়ন্ত্রক হয়ে উঠতে পারবে না, তা ভালো করেই জানে রাজনীতির কারবারিরা। তাই ওঁদের প্রতিবাদী স্বর আটকে থাকে কাঁটাতারের বেড়ার ওধারেই। সৌজন্যে — বর্তমান

পাক-হিন্দু উদ্বাস্তুদের জমি-বাড়ি ক্রয়, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খোলার ছাড়পত্র দিতে চলেছে কেন্দ্র

পাকিস্তানে বিতাড়িত হয়ে ভারতে চলে আসা হিন্দু উদ্বাস্তুদের জমি-বাড়ি কেনার ছাড়পত্র দিতে চলেছে কেন্দ্র। সেই সঙ্গে তাঁরা যাতে ভারতীয় নাগরিকত্ব গ্রহণ থেকে শুরু করে প্যানকার্ড, আধারকার্ড এবং ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খুলতে পারেন, তারও সুবন্দোবস্ত করছে নরেন্দ্র মোদী সরকার। স্বনির্ভর হওয়ার ক্ষেত্রে ড্রাইভিং লাইসেন্স দেওয়াসহ অন্যান্য প্রশাসনিক সুযোগ-সুবিধাও দিতে চলেছে কেন্দ্র। ইতিমধ্যেই এ বিষয়ে একটি বিজ্ঞপ্তিও জারি করেছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক।

কেন্দ্রে ক্ষমতায় আসার পর থেকেই ভারতে উদ্বাস্তু-সমস্যা মোকাবিলায় বেশ কয়েকটি পদক্ষেপ করেছিল বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকার। পাকিস্তান ছাড়াও আফগানিস্তান, বাংলাদেশ থেকে যাঁরা বিভিন্ন কারণে বাস্তুভিটে ছেড়ে ভারতে চলে এসেছেন, তাঁদের সুষ্ঠু বসবাসের প্রশ্নে এই উদ্যোগ ছিল কেন্দ্রের। ২০১৫ সালে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক মানবিক কারণে তাঁদের ভিসার মেয়াদ বাড়ানোর কর্মসূচি নেয়। অর্থাৎ, দীর্ঘমেয়াদি ভিসা (এলটিভি) নিয়ে প্রতিবেশী ওই তিন রাষ্ট্র থেকে উৎখাত হওয়া মানুষজন ভারতে যাতে স্বাভাবিকভাবে বসবাস করতে পারেন, তার ব্যবস্থা করাই ছিল কেন্দ্রের মূল লক্ষ্য। সেই লক্ষ্যকে এবার আরও কয়েকধাপ এগিয়ে নিয়ে যেতে চাইছেন নরেন্দ্র মোদী।

কী বলছে, এ সংক্রান্ত জারি করা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের বিজ্ঞপ্তি? বলা হয়েছে, দীর্ঘমেয়াদি ভিসা নিয়ে ভারতে যাঁরা উদ্বাস্তু হিসাবে রয়েছেন, তাঁদের জমি, বাড়িসহ অন্যান্য সম্পত্তি ক্রয়ের উপর কেন্দ্রের আর আপত্তি থাকবে না। তাঁরা চাইলে ভারতের যে কোনও অঞ্চলে জমি-বাড়ি কিনতে পারেন। খুলতে পারেন ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টও। এক্ষেত্রে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের আগাম অনুমতি নেওয়ার যে নিয়মনীতি ছিল, তারও সরলীকরণ করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, ওই বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়েছে, ভারতে চলে আসা পাকিস্তানের সংখ্যালঘু হিন্দুরা, যাঁদের দীর্ঘমেয়াদি ভিসা রয়েছে, তাঁরা চাইলে ভারতের নাগরিকত্বও গ্রহণ করতে পারেন। শিথিল করা হচ্ছে নাগরিকত্ব গ্রহণের যাবতীয় প্রক্রিয়াও। কমিয়ে দেওয়া হয়েছে ভারতের নাগরিকত্ব গ্রহণে সরকারকে দেয় রেজিস্ট্রেশন ফি-এর পরিমাণও। এই মুহূর্তে ভারতের নাগরিকত্ব গ্রহণ করতে গেলে রেজিস্ট্রেশন ফি বাবদ ১৫ হাজার টাকা সরকারের ঘরে দেওয়ার নিয়ম রয়েছে। সেটা এবার অনেকটাই কমিয়ে দিচ্ছে কেন্দ্র। সূত্রের খবর, এই ফি কমে হতে পারে মাত্র একশো টাকা। আর সরলীকরণের প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসাবে কেন্দ্র যাবতীয় ক্ষমতা দিতে চলেছে সংশ্লিষ্ট রাজ্যের কালেক্টর, ডেপুটি কমিশনার কিংবা জেলা শাসককে। আপাতত ছত্তিশগড়, গুজরাত, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, দিল্লি, রাজস্থান এবং উত্তরপ্রদেশের জেলা শাসককে পাক-উদ্বাস্তুদের নাগরিকত্ব প্রদানে পূর্ণ ক্ষমতা দেওয়া হতে পারে বলে সরকারি সূত্রে জানা গিয়েছে। ক্ষমতার মেয়াদ থাকবে দু'বছর। কেন্দ্রের ওই বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, দীর্ঘমেয়াদি ভিসাধারী উদ্বাস্তুরা ভারতের নাগরিকত্ব গ্রহণে জেলাশাসকের কাছে আবেদন করতে পারেন। শপথবাক্য পাঠ করানোর ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে জেলা শাসককে। প্রাথমিকভাবে কেন এই সাতটি রাজ্যকে বেছে নিল কেন্দ্র? স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের একটি সূত্র জানাচ্ছে, পাকিস্তান থেকে ভারতে চলে আসা সংখ্যালঘু হিন্দুদের একটা বড় অংশ এই সাতটি রাজ্যে বসবাস করছেন। সরকারের তথ্য বলছে, ৪০০ জনের মধ্যে পাক-হিন্দুরা যোধপুর, জয়পুর, রায়পুর আমেদাবাদ, রাজকোট, ভোপাল, ইন্দোর, মুম্বই, নাগপুর, পুনে, দিল্লি এবং লখনউয়ে বসবাস করছেন। তাঁদের ভারতের নাগরিকত্ব দেওয়ার কাজটি অগ্রাধিকারের সঙ্গে করতে চাইছে কেন্দ্র। তবে, সবমিলিয়ে দীর্ঘমেয়াদি ভিসাধারী উদ্বাস্তুদের সঠিক পরিসংখ্যান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের হাতে নেই। সরকারি আধিকারিকদের একটি হিসাব বলছে, পাকিস্তান, আফগানিস্তান ও বাংলাদেশ থেকে ভারতে চলে আসা উদ্বাস্তু মানুষের সংখ্যা দু'লক্ষের কাছাকাছি। যাঁদের মধ্যে সিংহভাগই শিখ ও হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষ। ধাপে ধাপে এইসব উদ্বাস্তুদের সমস্যা নিরসন ও পদক্ষেপ করবে মোদী সরকার।

সৌজন্য – বর্তমান

স্বাগত ১৪২৩। শুভ নববর্ষ উপলক্ষে সংবাদ বিচিত্রার পক্ষ থেকে সমস্ত পাঠক-পাঠিকা ও বিজ্ঞাপনদাতাদের নববর্ষের শুভেচ্ছা।

কার্তুজভর্তি ব্যাগ ফিরিয়ে কলকাতা পুলিশকে স্বস্তি দিলেন ট্যাক্সিচালক

ট্যাক্সি পরিষ্কার করতে গিয়ে নজরে পড়ে এক কোণে ছোট্ট একটি ব্যাগ। তা খুলতেই চোখ কপালে ওঠে ট্যাক্সিচালক সম্পূর্ণ রায়ের। ব্যাগের মধ্যে থরে থরে সাজানো কার্তুজ। এই ঘটনাই ঘটেছে নিউটাউনের মহিষবাথানে।

নারকেলডাঙা থানায় কার্তুজভর্তি ব্যাগটি জমা দেন সম্পূর্ণ। তিনিই ট্যাক্সিটির মালিক। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ব্যাগে ৮০টি কার্তুজ ছিল। ওই ট্যাক্সিতে ব্যাগটি ফেলে গিয়েছিলেন আরপিএফের এক জওয়ান। সেদিনই আরপিএফের তরফে এ ব্যাপারে নারকেলডাঙা থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল। শহরে ভোটের মুখে কার্তুজভর্তি ব্যাগ উধাও হওয়ার খবর পেয়ে নড়েচড়ে বসেছিল কলকাতা পুলিশ। যে কোনও উপায়ে ব্যাগটি উদ্ধারের নির্দেশ দিয়েছিলেন পুলিশের শীর্ষকর্তারা। পুলিশ কমিশনার সৌমেন মিত্র নিজেও ওই ঘটনার তদন্তের অগ্রগতি সম্পর্কে জানতে চেয়েছিলেন বলে সূত্রের খবর। সম্পূর্ণ নিজের থেকেই ব্যাগটি জমা দেওয়ার পর তাই স্বস্তি ফিরেছে লালবাজারে।

কলকাতা স্টেশন থেকে নারকেলডাঙার আরপিএফ ব্যারাকে যাওয়ার জন্য ওই জওয়ান সম্পূর্ণের ট্যাক্সিতে উঠেছিলেন। কিন্তু ট্যাক্সি থেকে নামার সময় ভুলবশত ইনসাস রাইফেলের ৮০টি কার্তুজের ব্যাগ ফেলে চলে যান তিনি। ব্যাগ উধাও হওয়ার অভিযোগ পেয়ে ট্যাক্সির খোঁজ শুরু করেন কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের কর্মীরা।

সম্পূর্ণ জানান, তাঁর শরীর খারাপ ছিল। তাই ওই যাত্রীকে নারকেলডাঙায় ছাড়ার পর তিনি গাড়ি নিয়ে বাড়ি চলে গিয়েছিলেন। বিকেলেও গাড়ি নিয়ে বেরোননি তিনি। সম্পূর্ণ বলেন, ''সকালে গাড়ি পরিষ্কার করার সময় ব্যাগটি দেখতে পাই। এমন জায়গায় সেটি পড়েছিল কারও নজরে আসার কথা নয়। ব্যাগ খুলেই দেখি তাতে গুলি রয়েছে। গুলিভর্তি ব্যাগ দেখে খানিকটা ভয় পেয়ে যাই। তখনই আমার কয়েকজন বন্ধুকে ফোন করে ঘটনাটি জানাই।'' পুলিশকে তিনি জানিয়েছেন, ব্যাগটি জমা দেওয়ার ব্যাপারে আলোচনার মধ্যেই তিনি জানতে পারেন, সংবাদমাধ্যমে খবরটি প্রকাশিত হয়েছে। তারপরই এক পরিচিতের সঙ্গে যোগাযোগ করে নারকেলডাঙা থানায় কার্তুজের ব্যাগটি জমা দেন তিনি।

পুলিশ সূত্রের খবর, নির্বাচনের ঠিক আগে এতগুলি কার্তুজ কোনও দুষ্কৃতীর হাতে পড়তে পারে, একথা ভেবেই চিন্তিত ছিলেন পুলিশকর্তারা। সম্পূর্ণর সততার পরিচয় দিয়ে ব্যাগটি ফিরিয়ে দেওয়ায় খুশি তাঁরা। ওই ট্যাক্সিচালককে পুরস্কৃত করা হবে বলে লালবাজার সূত্রে জানা গিয়েছে। পুরস্কার পেতে পারেন, তা জেনে সম্পূর্ণের মন্তব্য, ''পেটের দায়ে ট্যাক্সি চালাই। তা বলে অসৎ উপায়ে কিছু পাওয়ার ইচ্ছে কখনও হয়নি। আগেও অনেকের ফেলে যাওয়া জিনিস ফিরিয়ে দিয়েছি। কোনওটাই পুরস্কারের লোভে নয়।''

সৌজন্যে— এবেলা

সেনাপতির ইনকিলাব, জিন্দাবাদ ফেরালো জনতা

সুজন চক্রবর্তী (বাঁদিকে) এবং শতরূপ ঘোষকে পাশে নিয়ে প্রচারে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য

ট্রাফিক আইল্যান্ডের উপরে আড়াআড়ি একটা পোস্টার সাঁটিয়ে দেওয়া হয়েছে। 'নন্দীগ্রাম গণহত্যার নায়ক হে মহান, তোমায় লাল সেলাম'।

রাস্তার ধারে ধারে ইতিউতি সিঙ্গুর, নন্দীগ্রাম, নেতাইয়ের স্মৃতি উস্কে দেওয়ার আরও কিছু চেষ্টাও চোখে পড়ছে। এত দিন পরে প্রায় অবসৃত অক্লিষ্টকর্মা ফিল্ডে নামছেন যখন, স্বাগত জানাতে বিপক্ষ কিছু আউটপোস্ট তো রাখবেই।

বিশাল বপুর মিছিল তাঁকে নিয়ে এগোচ্ছে ঢাকুরিয়া থেকে গড়িয়ার পথে। রাস্তায় বাঁধা কিছু ধারণা তৈরিই ছিল। সুলেখার মোড়ের কাছে পৌঁছতেই তার স্বরে শুরু হল 'হাসছে জঙ্গলমহল' দিয়ে তৃণমূল জমানায় পাঁচ বছরের সেই গুণকীর্তন। যা এ বারের ভোটে শাসক দলের থিম সঙ্গীত। প্রায় তখন থমকে গিয়েছে গোটা এলাকা। রাস্তার ধারে উৎসুক জনতা উপচে পড়ছে।

অক্লিষ্টকর্মাকে কিছু বলতে হল না। হঠাৎ বিদ্যুতের চমকের মতো নিজে নিজেই তৈরি হয়ে গেল জবাবটা। গোটা মিছিল থেকে একসুরে শুরু হল 'চোর চোর' চিৎকার। মিছিলের মাথা, মাঝখানে প্রচারের গাড়ি ঘিরে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী, বহু পিছনে মিছিলের ব্যান্ড— সব বিন্দু থেকে তখন একটাই আওয়াজ। 'চোর, চোর'! নির্মল আনন্দে উৎসাহ দিচ্ছে রাস্তার দু'ধারের গ্যালারি। সমবেত চিৎকারের চোটে দ্রুত বন্ধ হয়ে গেল মাইকের গুণ-গান।

এইরকম মেজাজে সিপিএম মিছিল বহুকাল দেখেনি কলকাতা। এক অনিচ্ছুক সেনাপতি আর পরম ইচ্ছুক সেনাবাহিনীর সংযোগে যা দেখা গেল যাদবপুরের ভোট বাজারে।

আলিমুদ্দিনের মেরাটোপের বাইরে বেরোতে এ বার সেনাপতির প্রবল আপত্তি ছিল। দলের মধ্যে একাংশের জোরাজুরিতে শেষমেশ রাজি হয়েছিলেন। তার পর? তার পরটা একদম গল্পের মতো।

ঢাকুরিয়া সেতু পেরিয়ে গাড়ি থেকে অবতরণ ইস্তক সেনাপতি বন্দি হয়ে গেলেন তাঁরই সেনাবাহিনীর হাতে। সামনে, পিছনে, ডাইনে, বাঁয়ে হামলে পড়ছে সমর্থকদের আব্দার। কোনও ক্রমে ব্যারিকেড করে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী তাঁকে তুলে দিল হুডখোলা জিপটার উপরে। যেখানে তাঁর সঙ্গী সুজন চক্রবর্তী, মধুজা সেন রায় ও শতরূপ ঘোষ। যাদবপুর, টালিগঞ্জ ও কসবা বিধানসভা কেন্দ্রে তিন সিপিএম প্রার্থী। সেনাপতির প্রচার-গাড়ি যখন ঢাকুরিয়া হুড়ুম হুড়ুম করছে, ততক্ষণে যাদবপুরের ৮বি বাসস্ট্যান্ড দখল করে নিয়েছে লাল পতাকা। উৎসুক জনতার ভিড়ে রাস্তার দু'টো চ্যানেলই তখন বন্ধ করে দিতে হয়েছে পুলিশকে।

লাল টি-শার্টে তরুণ-তরুণীদের মহাউৎসাহী এক স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী থাকছে জিপের ঠিক আগে আগে। আরও অনেকটা আগে রয়েছে মহিলাদের আলাদা মিছিল। বুদ্ধবাবুর গাড়ির পিছনে অন্য একটি ম্যাটাডোরে বামফ্রন্টের অন্য নেতারা। তারও পিছনে বাম কর্মী ও সমর্থকদের পদাতিক বাহিনী। বেশির ভাগের কাঁধে লাল ঝান্ডা, কিছু হাতে আবার ফেস্টোও।

এই যদি চেহারার বর্ণনা হয়, এই মিছিলের বাঁধুনিও অন্য রকম। শিল্প নেই, নারীদের নিরাপত্তা নেই, শিক্ষার আঙিনায় বিশৃঙ্খলা, সিন্ডিকেট আর দুষ্কৃতী রাজের দাপট – এ সব চেনা কথা মিছিলের আগে মাইকে আছে ঠিকই। কিন্তু মিছিলের মনে এ সব নেই। তাদের নিশানা শুধু মানুষের চোখে আঙুল। তৃণমূল মানে চোরেদের দল। বিকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত প্রায় আড়াই ঘণ্টার যাত্রাপথে শুধু চুরির তিরে তৃণমূলকে বিঁধেই পথ পেরিয়ে গেল দীর্ঘ একটা মিছিল।

যাদবপুর-গড়িয়া পেরোনোর সময়ে পাঁচ বছর আগের স্মৃতি ফিরে আসছিল মিছিলে। সে বার সেনাপতিই যাদবপুরের প্রার্থী। নিজে মুখ্যমন্ত্রীও। রোড-শো'য় সে দিন ভেঙে পড়েছিল ভিড়। আর তারপরে ভোটে গিয়ে মণীশ গুপ্তের কাছে হার স্বীকার করতে হয়েছিল মুখ্যমন্ত্রীকে। কিন্তু এ বারের ভিড় কোথাও যেন আলাদা। 'ও জেঠু, একটু সই করে দিন না' আব্দার নিয়ে রাস্তা থেকে খাতা এগিয়ে দিচ্ছে পড়ুয়াদের কেউ কেউ। জিপের উপরে উঠে পড়ে হাত মিলিয়ে আসছে অগুনতি অচেনা হাত। সেলফি তোলার ধুম তো লেগেই আছে! কসবার সিপিএম প্রার্থী শতরূপের কথায়, "তখনও সরকার ছিল বলেই হয়তো সে বারের মিছিল অনেক সংগঠিত ছিল। এ বার কঠিন পরিস্থিতিতে স্বেচ্ছায় অনেক বেশি মানুষ এগিয়ে এসেছেন।"

তার প্রভাব স্পষ্ট করে বোঝা গেল গড়িয়া মোড়ে। মিছিল শেষে যখন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মাইকে স্লোগান তুললেন, 'ইনকিলাব' জনতা থেকে আসা 'জিন্দাবাদ' ডুবে গেল তাঁর গলা।

একটা মিছিল অনিচ্ছুক সেনাপতির তকমা ছুঁড়ে দিয়ে স্লোগানবদ্ধ সৈনিক বানিয়ে দিল বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে।

সৌজন্যে – আনন্দবাজার পত্রিকা

ঘেন্না লাগছে, ভাঙন 'আমরা' শিবিরে

আমরা ওরা ভাগটা হয়ে গিয়েছিল সেই সিঙ্গুর নন্দীগ্রামের সময় থেকেই। ভাগ হয়ে গিয়েছিল বিশিষ্ট মহল। কিন্তু নারদ-কাণ্ডের পর দেখা যাচ্ছে, সেই তৃণমূলপন্থী 'আমরা'তেও যেন ভাঙনের আঁচ। এক দল বলছেন, যাই হোক, দিদির সঙ্গে আছেন। আর এক দল বীতশ্রদ্ধ। বলছেন, ঘেন্না লাগছে।"

লুকোছাপার ব্যাপারটা আর নেই। দেওয়ান-ই-আম এ দাঁড়িয়েই দিদি স্বীকারোক্তি করেছেন, আগে জানলে নিশ্চয়ই ভাবতাম। পার্টি এও বুঝিয়ে দিয়েছেন, টিকিটই দিতাম না। তবু বলতে হল, দিদির পারিষদেরা অনেকেই ব্যাপারটা এখনও গিলছেন না। দিদির প্রতি তাঁদের আনুগত্য বুঝি দিদির থেকেও বেশি। সমস্বরে তাঁরা বলেছিলেন, নারদের কি তদন্ত হয়েছে? দেশে আইন আদালত বলে কিছু নেই? সুবোধ সরকার গৌতম ঘোষরা আলাদা আলাদা করে তার থেকেও জোরালো গলায় বুঝিয়ে দিলেন, সারদা-নারদ-গুচ্ছের বাতাসা যাই হোক, লং লিভ দ্য কিং!

এঁদের থেকে প্রত্যাশা এর বিপরীত ছিল না। তাই বিস্মিতও হননি অনেকে। কিন্তু প্রশ্ন উঠেছিল, নবজাগরণের বাঁতুজ্জ্বল ব্যতিক্রম কি তবে রইল না? দেখা গেল, তাও রয়েছে। যেমন সাহিত্যিক নবনীতা দেবসেন পরিষ্কার জানিয়ে দিলেন, "আগে জানলে তৃণমূলকে ভোট দিতাম না।" আবার দীপঙ্কর দে বললেন, "ভোট কাকে দেব তা বলব না। তবে নারদের ফুটেজে লোকগুলোকে ওভাবে টাকা নিতে দেখে ঘেন্না লেগেছে।"

প্রসঙ্গত, দিদি ক্ষমতায় আসার আগে থেকেই এক শ্রেণীর বুদ্ধিজীবী পরিবর্তনের লড়াইতে তাঁর সঙ্গ নিয়েছিলেন। তবে পরিবর্তন ঘটানোর পরেও তাঁরা নিজ নিজ স্থানে ফিরে যাননি। দিদির সঙ্গে লেগে থাকেন। তার ফলে কেউ কেউ সরকারি বিভিন্ন কমিশনের শীর্ষ পদে বসেন, কেউ বা দিদির দৌলতে রেল মন্ত্রকের উপদেষ্টা হয়েছিলেন। আবার যাঁরা সরকারি পদ পাননি, তাঁদের অনেকে বঙ্গভূষণ-বিভূষণ উপাধি পদক মেডেল মর্যাদা পেয়েছেন।

এঁদের মধ্যেই মুষ্টিমেয় কিছু পারিষদ কলকাতার প্রেস ক্লাবে সাংবাদিক বৈঠক করেছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দলের সমর্থনে ভোট চাওয়া। তাঁর মধ্যে অন্যতম ছিলেন, অরিন্দম শীল, অভিরূপ সরকার, দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়, রাজ চক্রবর্তী, নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী, প্রসূন মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। এমন একটা সময়ে তাঁরা সম্মেলন ডাকেন, যখ ন তার আগের রাতেই নারদ কাণ্ড স্বীকার করে নিয়েছিলেন দিদি। তারপরেও নারদ প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হলে, তাঁরা প্রায় সমস্বরে জানিয়ে দেন, ব্যাপারটি তদন্ত সাপেক্ষ। এমনকী নারদ নিয়ে প্রশ্ন করা হলে প্রযোজক-পরিচালক অরিন্দম শীল বুঝিয়ে দেন, মমতার মুখ তিনি দেখেছেন, ওই নারদের মুখ দেখতে চান না আর। তাঁর কথায়, "মমতার মুখটাই গুড এনাফ"।

তবে সাংবাদিক সম্মেলনে পারিষদের নিজেদের মধ্যে মাইক টানাটানিতে তাঁদের প্রত্যেককে ধরে ধরে আসল প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায়নি। ওই আনন্দবাজারের তরফ থেকে পৃথক পৃথক ভাবে তাঁদের যেন প্রশ্ন করা হয়, - নারদ ফুটেজে যে নেতাদের টাকা নিতে দেখা গিয়েছে, আপনারা কি তাঁদের হয়েও ভোট চাইছেন? বিশেষ করে দিদি যখন জানিয়ে দিয়েছেন, আগে জানলে টিকিটই দিতাম না! এবং এ দিন মুকুল রায়ও নেতাদের টাকা নেওয়ার কথাটি মেনে নিয়েছেন।

জবাবে সুবোধ সরকার বলেন, "আনন্দবাজারেই লেখা হয়েছে, এই ভিডিও ফুটেজের সত্যতা আনন্দবাজার যাচাই করেনি। সেই সূত্র ধরেই বলছি, যতক্ষণ দোষী প্রমাণিত না হচ্ছে, ততক্ষণ কাউকে দোষ বলা যায় না।" পাশাপাশি দ্বিজেন বাবুর বক্তব্য, "যা বলার প্রেস ক্লাবের সাংবাদিক সম্মেলনে বলেছি। আর কোনও কথা বলব না। প্লিজ, এ ব্যাপারে আমাকে আর কিছু জিজ্ঞাসা করবেন না।" আবার বিষয়টিকে ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে সাম্প্রতিকে এনে ফেলে নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী বলেছেন, "নেলসন বলে এক ভদ্রলোক ছিলেন। তিনি ইংল্যান্ড সম্পর্কে বলেছিলেন, "আইল্যান্ড দ্যি ইংল্যান্ডউইথ অল দাই ফল্টস।' আমি এই কথাটিই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে বলছি। তা ছাড়া যাঁদের নিয়ে সমস্যা, তাঁরা সত্যিই ওই ঘটনায় জড়িত কি না, প্রমাণিত হয়নি।" প্রশ্নেরজবাব দিয়েছেন, পরিচালক গৌতম ঘোষ এবং অভিনেত্রী রূপ্রীণা সেনগুপ্তও। নারদ নিয়ে বক্তেরা তদন্তের কথা বলে, গৌতমবাবু দিদিতেই আস্থা রেখেছেন। জানিয়েছেন, "এই পাঁচ বছরে ইন্ডাস্ট্রি উপকার হয়েছে। তার ভিত্তিতেই দলটাকে সমর্থন করছি।" আর রূপ্রীণার কথায়, "অভিযুক্তরা দোষী প্রমাণিত হোক, তার পরে কাউকে খারাপ বলা বা দলটাকে ঠিক বা ভুল বলার প্রশ্ন।"

সাংবাদিক বৈঠক করেই অভিরূপ সরকাররা থেমে থাকেননি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দলকে জেতানোর আবেদন জানিয়ে একটি খোলা চিঠিও প্রকাশ করেছিলেন। সেই আবেদন পত্রে অনেকের নাম ছিল, যাঁরা সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিতই ছিলেন না। যেমন, ইন্দ্রানী সেন, শ্রাবণী সেন, ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত, দীপঙ্কর দে প্রমুখ। এঁরা চারজনই জানিয়ে দেন, তাঁদের মত না নিয়েই ওই পত্রে নাম রাখা হয়েছে তাঁদের। ঋতুপর্ণা বলেন, "আমি তো এ রকম কোনও আবেদনে নিজের নাম দিইনি। এ ব্যাপারে খোঁজ নিয়ে জেনে বলব।" সেই সঙ্গে দীপঙ্কর দে-ও জানিয়ে দেন, "এতে তো ব্যাপারটা জানতামই না। তা ছাড়া কোন দলকে সমর্থন করব সে ব্যাপারে আমার ভাবনাচিন্তা এখন কানে কেন? ভোট যখনই তার জবাব দেব।"

ওই আবেদন পত্রে নবনীতা দেবসেনের নাম ছিল না। কিন্তু নারদ প্রসঙ্গে প্রশ্নটা তাঁকেও করা হয়েছিল। জবাবে তিনি বলেন, এই সরকার কাজও করেছে। অকাজও করেছে। তবে যে ভুল বা ক্ষতিগুলো করেছে, তা সংশোধনের উপায় নেই। ওই আবেদনে বলা হয়েছে, এত কাজ হয়েছে। কিন্তু যেগুলো বলা হয়নি, সেই অন্ধকার দিকটার কথা তো মানুষ ভুলে যাবেন না। সেগুলো কোনও ভাবে সমর্থনযোগ্য নয়।"

প্রসঙ্গত, ওই আবেদন পত্রে ৭২ জন বুদ্ধিজীবি শিল্পী সাহিত্যিকের নাম ছিল। কিন্তু ঘটনা হল, তাঁদের মধ্যে সাংবাদিক বৈঠকে দেখা গিয়েছে হাতে গোনা মাত্র কয়েকজনকেই।

সৌজন্যে – আনন্দবাজার পত্রিকা

প্রচারে এসে মোদীর তোপে বাম-তৃণমূল

বসিরহাটের জনসভায় প্রধানমন্ত্রী

রাজ্যে চতুর্থ দফায় ভোট প্রচারে এসে প্রত্যাশিত ভাবেই তৃণমূল সরকার ও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কড়া আক্রমণ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বসিরহাট ও হাওড়ায় দু'টি জনসভা করেন মোদী। দু'টি সভাতেই সারদা ও নারদ নিয়ে তৃণমূলকে নিশানা করেন মোদী। তাঁর আক্রমণ থেকে বাদ যায়নি বাম-কংগ্রেস জোটও।

বসিরহাটের মেরুদণ্ডীর সুইস গেটে অস্থায়ী হেলিপ্যাডে নামে মোদীর হেলিকপ্টার। সেখান থেকে প্রায় ৪ কিলোমিটার পথ গাড়িতে চড়ে মোদী পৌঁছন ভ্যাবলার মাঠে। রাস্তার দু'ধারে জনতার ভিড় থাকলেও পুলিশের ব্যারিকেড ছিল চোখে পড়ার মতো। বসিরহাট দক্ষিণের প্রার্থী শমীক ভট্টাচার্য গত বিধানসভায় বিজেপির একমাত্র বিধায়ক। তাঁর সমর্থনেই মূল সভাটি করা হলেও জেলার অন্য প্রার্থীদের হাজির করা হয় এ দিনের সভায়। মোদীর মূল মঞ্চে ছিলেন শমীকবাবু ও সিদ্ধার্থনাথ সিং। পাশের ছোট মঞ্চে জেলার অন্য প্রার্থীরা। বসিরহাটের বিখ্যাত গামছা মোদীর গলায় পরিয়ে দেন শমীক। ভর দুপুরে ঠাঁ ঠাঁ রোদে অপেক্ষা করেও মাঠে ভিড় হয়েছিল যথেষ্ট। বাম ও তৃণমূলকে একসঙ্গে বিঁধে মোদী বলেন, 'রাজ্যে বামেদের সূর্য অস্তে ডুবে গিয়েছে। কিন্তু তারপর এসেছে অমাবস্যার কালো রাত। পাঁচ বছর এই কালো রাত সহ্য করেছেন আপনারা। পশ্চিমবঙ্গে উন্নতির সূর্য আনতে হলে পদ্ম ফোটানো ছাড়া কোনও উপায় নেই।'

সীমান্তসংলগ্ন বসিরহাটে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশের বিষয়টিও তোলেন মোদী। বলেন, 'বাংলার জাল নোট অনুপ্রবেশকারীতে ছেয়ে গিয়েছে। অনুপ্রবেশকারীদের রাজ্যের মুখবন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে অথচ স্থানীয় যুবকরা কাজ পাচ্ছেন না।' শমীকের প্রশংসা করে তিনি বলেন, 'পশ্চিমবঙ্গের ভাগ্য বদল হয়েছে বসিরহাট থেকে। মাত্র ১৭ মাস আগে বসিরহাটের মানুষ বিজেপির প্রার্থী শমীক ভট্টাচার্যকে জিতিয়েছেন। আর শমীক দিল্লি গিয়ে বসিরহাটের জন্য মিঠা জলের প্রকল্প পাশ করিয়ে এনেছেন।

হাওড়ার গোলমোহর ময়দানের জনসভাতেও প্রায় একই সুরে কথা বলেন মোদী। বলেন, 'বিবেকানন্দ সেতু ভেঙে পড়া দুর্নীতির জলজ্যান্ত উদাহরণ। একজন মানুষের প্রাণ চলে গেলে আদালত সারা জীবনের জন্য অপরাধীকে শাস্তি দেয়। যাদের দোষে এতগুলো মানুষের প্রাণ গেল তারাও সমান দোষী।' সারদা কেলেঙ্কারিতে তৃণমূলের পাশাপাশি অন্য রাজনৈতিক দলের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন মোদী। ক্ষমতায় আসার পর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যে 'পরিবর্তন' এসেছে বলেও খোঁচা দেন মোদী। তাঁর কথায়, 'যখন গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী ছিলাম, তখন দুর্নীতির বিরুদ্ধে দিদির লড়াই দেখে ভাবতাম একজন লড়াকু মহিলা আছেন। কিন্তু এটা কী হল? আপনার দলের লোকেরা ভোলেভালা মুখ করে এমন ভাবে টাকা নিচ্ছে যেন রোজকার অভ্যেস।'

রাজ্যে নির্বাচনী হিংসা নিয়েও মুখ খুলেছেন মোদী। বলেন, 'যখন ভোট শেষ হয় তখন খবর আসে শান্তিপূর্ণ ভাবে সব শেষ হয়েছে। আর এ রাজ্যে তিন পর্যায়ের পর খবর আসছে কত মারামারি হয়েছে, কত বুথ লুঠ হয়েছে। এ সব কী? এই সবটাই প্রমাণ করে দেয় দিদি পরাজয় স্বীকার করে নিয়েছেন।' মমতাকে তীব্র কটাক্ষ করে মোদী বলেন, 'মমতা কেয়া না করতা। কিন্তু দিদি বাংলার মানুষ আপনাকে চিনে নিয়েছে। যে পরিবর্তনের জন্য বাংলার মানুষ আপনার উপর ভরসা করেছিল তারা আপনার উপর রেগে গিয়েছে। অন্যথায় ওই রাগই আপনাকে সাফ করে দেবে।'

জোটকে কটাক্ষ করে 'কেরালার কুস্তি আর বাংলার দোস্তি'র খোঁচাও দেন মোদী। নারদ প্রসঙ্গ তুলে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'এমন ভাবে তৃণমূলের বড় বড় নেতারা ক্যামেরার সামনে টাকা নিচ্ছেন আর সেই ভিডিও পর্দায় সমস্ত ঘরে দেখা যাচ্ছে যেন কোনও ব্যাপারই নয়। বড় বড় কথা বলা লোকেরা বলছে নিয়ে এস কত টাকা নিয়ে এসেছ।'

সৌজন্যে – এই সময়

প্রার্থীদের আড়ালে দলীয় দায়িত্বেও যুব মুখ সিপিএমে

সুকান্ত সরকার

প্রার্থী ঘোষণা থেকেই রাজ্য সিপিএম নেতৃত্ব বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, তাঁরা এ বার যুবসম্প্রদায়কে অতিরিক্ত গুরুত্ব দিচ্ছেন। দলের যুব নেতা-নেত্রীদের প্রার্থী করার পাশাপাশি বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিধানসভা কেন্দ্রে নির্বাচন পরিচালনার প্রধান দায়িত্বও দেওয়া হয়েছে যুব সংগঠনের শীর্ষ নেতাদের। মেঘের আড়ালে থেকে দলের হয়ে লড়াইয়ে বড় ভূমিকা থাকছে আসলে এঁদেরই।

প্রার্থী কোন দিন কখন কোন এলাকায় থাকবে, এলাকা বিশেষে তাঁর বক্তব্য কী হবে, সঙ্গে কারা থাকবে, কোথায় সভা-মিছিল হবে– কারা বক্তব্য রাখবে এ সবই ঠিক করছেন মেঘের আড়ালের এই 'ইন্দ্রজিত'রা। এ ছাড়াও, প্রশাসনের সঙ্গে প্রয়োজনীয় যোগাযোগ রক্ষা করার দায়িত্বও তাঁদের উপরেই। নির্বাচনের ফল যা-ই হোক, এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই সিপিএম তুলে আনতে চাইছে ভবিষ্যৎ নেতৃত্বকে।

বামপন্থী দলে বরাবরই ভোটে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে সংগঠনের। প্রার্থীকে নির্ভর করতে হয় সংগঠনের উপরে। সেই সংগঠন পরিচালনার দায়িত্ব যাঁর উপরে থাকে, তাঁরই দায় থাকে সবচেয়ে বেশি। ফলের নিরিখে প্রশংসা বা সমালোচনা জোটে সেই নেতার, যিনি দলের তরফে ওই কেন্দ্রের আহ্বায়ক বা নির্বাচনী এজেন্ট হন। এই ধরনের গুরু-দায়িত্বে সচরাচর রাখা হয় দলীয় সংগঠনের পোড় খাওয়া নেতাকে। ভোটের ময়দানে ছাত্র, যুব, মহিলা-সহ দলের সমস্ত গণসংগঠনকেও নামানো হয়। কিন্তু দলীয় প্রার্থীকে নির্বাচনী বৈতরণী পার করানোর গুরু দায়িত্ব এর আগে এ ভাবে এক ঝাঁক যুব নেতার কাঁধে তুলে দিতে দেখা যায়নি সিপিএমে।

যেমন, সায়নদীপ মিত্র। সিপিএমের যুব সংগঠন ডিওয়াইএফআইয়ের রাজ্য সভাপতি। কলকাতা-লাগোয়া উত্তর ২৪ পরগনার কামারহাটির মতো গুরুত্বপূর্ণ বিধানসভা কেন্দ্রের দায়িত্ব এ বার সায়নদীপের উপরে দিয়েছে দল। বামপন্থীদের শক্ত ঘাঁটি হিসেবেই কামারহাটির পরিচিতি ছিল এক কালে। ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চলের এই কেন্দ্র থেকে সিপিএমের শ্রমিক নেতা শান্তি ঘটক দীর্ঘদিন নির্বাচিত হয়েছিলেন। বাম সরকারের শ্রমমন্ত্রী ছিলেন শান্তিবাবু। তাঁর মৃত্যুর পরে ওই কেন্দ্র থেকে পরপর দু'বার জিতেছিলেন সিপিএমের জেলা নেতা মানস মুখোপাধ্যায়। পরিবর্তনের ভোটে ২০১১ সালে মানসবাবুকে হারিয়ে তৃণমূলের মদন মিত্র ওই কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত হয়েছিলেন। এ বারেও ওই দুই প্রার্থীর মধ্যেই লড়াই। সারদা কাণ্ডে জড়িয়ে মদনবাবু এখন জেলে। তাঁর অনুগামীরা 'দাদা'কে জেতানোর দায়িত্ব নিয়েছেন। আর সিপিএম এক কালের 'দুর্গ' কামারহাটি পুনরুদ্ধার করতে কোমর বেঁধে নেমেছে। এই লড়াইয়ে সিপিএম সেনাপতি করেছে সায়নদীপকে।

কলকাতার টালিগঞ্জের মতো উল্লেখযোগ্য কেন্দ্রের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে যুব নেতা ধ্রুবজ্যোতি চক্রবর্তীকে। যুব সংগঠনের কলকাতা জেলার সম্পাদক ধ্রুবজ্যোতি। মানিকতলা কেন্দ্রে সিপিএমের প্রার্থী হয়েছেন আর এক যুব নেতা রাজীব মজুমদার। আবার বেলেঘাটা বামপন্থীদের পুরানো ঘাঁটি। গত বিধানসভা নির্বাচনে সিপিএমের হাতছাড়া হয়েছিল এই কেন্দ্র। এ বারে বেলেঘাটায় সিপিএম প্রার্থী করেছে যুব নেতা রাজীব বিশ্বাসকে। ওই কেন্দ্রে নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্বও দেওয়া হয়েছে আর এক যুব নেতা ইন্দ্রজিৎ ঘোষকে। তিনি ডিওয়াইএফআইয়ের কলকাতা জেলা কমিটির সভাপতি। দক্ষিণ ২৪ পরগনার ফ–ল্তায় প্রার্থী করা হয়েছে যুব নেতা বিধান পাড়ুইকে। ওই কেন্দ্রের দায়িত্বও দেওয়া হয়েছে এক যুব নেতা প্রভাত চৌধুরীকে। মুর্শিদাবাদের নবগ্রাম ধরে রাখার ব্যাপারে আশাবাদী সিপিএম ওই কেন্দ্রে সাংগঠনিক ভাবে নির্বাচন পরিচালনার গুরু দায়িত্ব বর্তেছে ডিওয়াইএফআইয়ের রাজ্য সম্পাদক জামির মোল্লার উপরে।

এই যুব নেতাদের বয়স তিরিশের আশেপাশে। কয়েক বছর আগেও এঁরা ছাত্র ছিলেন। বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র পুনরুদ্ধারে নিতান্তই কমবয়সী এই নেতাদের উপরে দায়িত্ব দেওয়া কি এক ধরনের ঝুঁকি নেওয়া নয়? সিপিএমের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর এক সদস্যের জবাব, ''মোটেই না! আমরা বামপন্থীরা শুধুই সামাজিক পরিচিতির জেরে কাউকে নেতা বানিয়ে বসিয়ে দিই না। একটা রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নেতৃত্ব তৈরি হয়। নির্বাচনও একটি রাজনৈতিক লড়াই। এই লড়াইয়ের প্রক্রিয়াও ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব তৈরিতে কাজে লাগাতে চাই।'' সেই লক্ষ্যেই বাছাই করা কিছু যুব নেতার উপরে ভোটের দায়িত্ব দেওয়ার সিদ্ধান্ত এ বার নিয়েছে সিপিএম।

সৌজন্যে – আনন্দবাজার পত্রিকা

সনিয়ার উপর চাপ বাড়াতে আসরে অমিতও

প্রথম পাতার পর

আক্রমণের কৌশল নেওয়া হয়েছে। অন্য দিকে আসরে নেমেছেন বিজেপি সভাপতি অমিত শাহ। সেই সঙ্গে সুপ্রিম কোর্টেও সনিয়ার বিরুদ্ধে একটি জনস্বার্থ মামলা করা হয়েছে। প্রতিরক্ষা মন্ত্রী মনোহর পর্রীকর এর মধ্যেই জানান, ইতালির আদালতের রায়ের কপি তাঁদের হাতে এসেছে। এখন তা হিন্দি ও ইংরেজিতে অনুবাদ করা হচ্ছে।

রাজ্যসভায় সুব্রহ্মণ্যম স্বামী যেই এ নিয়ে বলতে শুরু করতেই গোটা কংগ্রেস শিবির হল্লা করে তাঁকে থামিয়ে দেয়। স্বামী পরে বলেন, ''সনিয়া গাঁধী ঘুষের টাকা পেয়েছেন। সেটি জেনিভার সারাসিন ব্যাঙ্ক ও জিনুর্বর্গ পিকটেট ব্যাঙ্কে রাখা হয়েছে। এই ব্যাঙ্কের থেকে তথ্য নিলেই এনফোর্সমেন্ট ডাইরেক্টরেট (ইডি) যাবতীয় হদিশ পাবে।'' আক্রমণ করতে ছাড়ছেন না দলীয় সভাপতি অমিত শাহও। তিনি বলেন, ''ঘুষ দেওয়ার কথা ইতালির আদালতে প্রমাণ হয়ে গিয়েছে। ঘুষ কে নিয়েছেন, তার জবাব দিন সনিয়া গাঁধী। তিনি বলছেন, কাউকেই ভয় পান না। কিন্তু আমরা সংবিধান ও লোক-লাজে ভয় পাই। সনিয়া গাঁধী কাউকে ভয় পান না বলেই একের পর এক দুর্নীতি হয়েছে।''

এরই মধ্যে আবার সুপ্রিম কোর্টে করা জনস্বার্থ মামলায় সনিয়া গাঁধী, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহ ও সনিয়ার রাজনৈতিক সচিব আহমেদ পটেলের বিরুদ্ধে পুলিশি ব্যবস্থার দাবি করা হয়েছে। পটেল অবশ্য দাবি করেছেন, অগুস্তা কাণ্ডের সঙ্গে জড়িত কোনও ব্যক্তির সঙ্গে তাঁর কোনও দিনই বৈঠক হয়নি। তাঁদের তিনি চেনেনই না। 'এপি' নিয়ে কথা হচ্ছে, তা তিনি নন। কংগ্রেস নেতা আনন্দ শর্মার অবশ্য বক্তব্য, ইউপিএ জমানাতেই এই কর্পোর সংস্থাকে কালো তালিকাভুক্ত করা হয়েছিল। সিবিআই এবং ইডির তদন্তও শুরু করা হয়েছিল।

কিন্তু শর্মার বক্তব্য উড়িয়ে দিয়েছেন অরুণ জেটলি। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর বক্তব্য, আনন্দ শর্মা সত্যি বলছেন না। জেটলির ব্যাখ্যা, ''অগুস্তাওয়েস্টল্যান্ডকে কালো তালিকাভুক্ত করা হয়েছে এনডিএ সরকার আসার পর। আর সিবিআই তদন্তের নির্দেশও ইউপিএ সরকার দিয়েছে একেবারে শেষ বেলায়। তাঁদের সরকার চলে যাওয়ার সময়। কারণ, তারা বুঝে গিয়েছিল, এনডিএ এ বার ক্ষমতায় আসছে। ফলে কংগ্রেসের বক্তব্য ঠিক নয়।'' কংগ্রেসের পাল্টা অভিযোগ, ইউপিএ সরকার কালো তালিকা ভুক্ত করার পরেও এই সংস্থাকে মোদী সরকার মেক-ইন-ইন্ডিয়াতে আমন্ত্রণ জানিয়েছে। বিজেপি সরকার অবশ্য বলছে, নতুন কোনও বরাত তাদের দেওয়া হয়নি। পুরনো কাজগুলিই শুধু মাত্র বহাল রয়েছে।

বিজেপি নেতাদের একাংশের মতে, গত দু'বছর সংসদে গুরুত্বপূর্ণ বিলগুলি পাশ করানোর জন্য একাধিক বার কংগ্রেস সভানেত্রীর দ্বারস্থ হয়েছে সরকার পক্ষ। খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সনিয়া-মনমোহনকে রেসকোর্সে আমন্ত্রণই জানিয়েছেন। কিন্তু পণ্য পরিষেবা কর-সহ সংস্কারের বিলগুলিতে সম্মতি দেয়নি গাঁধী পরিবার। জমি বিলও আটকে দিয়েছেন তাঁরা। সংসদের বিল পাশের সম্ভাবনা ক্ষীণ। এই পরিস্থিতিতে সরাসরি টক্কর নেওয়ার কৌশলই বাঞ্ছনীয় বলে ভাবছে বিজেপি। আর একবার সনিয়া গাঁধীকে চাপে রাখতে পারলে উত্তরাখণ্ড নিয়েও বেশি খোঁচ করতে পারবে না কংগ্রেস।

সৌজন্যে – আনন্দবাজার পত্রিকা

কাশীপুর-বেলগাছিয়ায় ফলস ভোট পড়ছে জেনেও চুপ বিরোধীরা, নজরবন্দি থেকেও তৎপর স্বপন

কলকাতা ।। কাশীপুর রোড সংলগ্ন গোপালচন্দ্র চ্যাটার্জি স্ট্রিটে উত্তরায়ণ কমিউনিটি সেন্টারের বুথে ঢুকতেই এগিয়ে এলেন এক ব্যক্তি। কাশীপুর-বেলগাছিয়া কেন্দ্রের নির্দল প্রার্থী স্বপন ঘোষের এজেন্টের পরিচয়পত্র গলায় ঝুলছে। সাংবাদিক জেনেই তাঁর মন্তব্য, একদম শান্তিপূর্ণ ভোট হচ্ছে। সিপিএমের সময় এখানে ভোটের নামে প্রহসন হত। আর এখন দেখুন। মানুষ অবাধে ভোট দিচ্ছে। সিপিএমের এজেন্টরা বুথে এসে আছেন। একটা বুথের মধ্যে ঢুকে তিনি বেঞ্চিতে বসে থাকা সিপিএম এজেন্টকে বললেন, কী, ঠিকঠাক ভোট হচ্ছে তো? কোনও অভিযোগ আছে। কোনওক্রমে ঘাড় নাড়লেন সিপিএমের এজেন্ট। আর কোনও বিরোধী প্রার্থীর এজেন্ট আছেন কি না জানতে চাইলে বললেন, বিজেপির তো একজন আছেন। একটি বুথ থেকে নিজেই ডেকে আনলেন বিজেপি প্রার্থীর এক মহিলা এজেন্টকে। ভোট শান্তিপূর্ণ হচ্ছে বলে সায় দিলেন ওই এজেন্ট। নির্দল প্রার্থীর এজেন্টের বক্তব্য, বিরোধীদের এজেন্টদের খাওয়াদাওয়া, দেখভাল আমরা করছি। তবে বিরোধী এজেন্টদের এত আড়ষ্ট লাগছে কেন? একগাল হেসে স্বপন ঘোষের এজেন্ট বললেন, ওরা তো এখন বিরোধী। একটু গুটিয়ে থাকবেই। আমাদেরও তো একসময় একরমই অবস্থা ছিল।

কাশীপুর-বেলগাছিয়া কেন্দ্রে বেশ কিছু বুথে তৃণমূল বুথ দখল করে ফলস ভোট ফেলেছে বলে সকাল থেকে অভিযোগ করছিলেন সিপিএম প্রার্থী কনীনিকা ঘোষ। সংস্কৃতি পাড়া ও সংলগ্ন এলাকার এই বুথও কিন্তু তার মধ্যে ছিল। দাপুটে তৃণমূল নেতা স্বপন চক্রবর্তীর শক্ত ঘাঁটি বলে এই এলাকা পরিচিত। স্বপনবাবুর ভোটও উত্তরায়ণ কমিউনিটি সেন্টারে। কমিশনের নির্দেশে কাশীনাথ দত্ত রোডের দোতলায় ফ্ল্যাটে পুলিশের নজরবন্দি থাকলেও অনুগামীদের সঙ্গে তিনি যে যোগাযোগ রেখে গিয়েছেন, তা এদিন সাংবাদিকদের কাছে স্বীকার করে নিয়েছেন স্বপনবাবু। সিপিএম অবশ্য বিরোধীদের হুমকি দেওয়ার অভিযোগ তুললেও তৃণমূল নেতা তা মানতে নারাজ। তাঁর কথায়, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উন্নয়নের যে জোয়ার বইয়ে দিয়েছেন, তাতে মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভোট দিচ্ছেন। শুধু এক নম্বর ওয়ার্ড থেকে তৃণমূল প্রার্থী মালা সাহা ১৫ থেকে ২০ হাজার ভোটে লিড পাবেন বলে জোরের সঙ্গে দাবি করলেন তৃণমূল নেতা।

তবে তৃণমূল নেতা স্বতঃস্ফূর্ত ভোটের দাবি করলেও গোপালচন্দ্র স্ট্রিটের গোপাল বিদ্যাভবনের ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে ঢুকতেই সিপিএম প্রার্থীর দুই এজেন্ট কার্যত কানে কানে বলে গেলেন, প্রচুর ফলস ভোট হচ্ছে। তা হলে আপনারা প্রতিবাদ করছেন না কেন? জবাবে দুই এজেন্টের জবাব, প্রাণটা তো রাখতে হবে। কী করব? তাই চুপচাপ সব সহ্য করছি। কলকাতা পুরসভার চার নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্গত দমদম রোডে সিআইটি আবাসনে গার্লস স্কুলের বুথও নিতে ব্যাপক অনিয়মের অভিযোগ তুলেছিলেন সিপিএম প্রার্থী। সেখানে গিয়েও দেখা গেল শান্তিপূর্ণ ভোট হচ্ছে। অন্য সব জায়গার মতো কোনও বুথে লাইন আছে। আবার কোথাও নেই। সিপিএম প্রার্থীর এজেন্টরা আছেন। এক ভোটকর্মীর মুখে শোনা গেল অন্য কথা। তিনি বললেন, আগের দিন রাতে আমাদের বলা হয়, দুপুরের পর একটু কম্প্রোমাইজ করতে হবে। এদিনও একই কথা বলা হয়েছে। কিন্তু আমরা বলে দিয়েছি, যা ইচ্ছে করুন। কিন্তু আমরা নিয়ম ভাঙতে পারব না। ভাঙচুর করতে পারেন। আমরা বেরিয়ে আসব। সব ছবি রেকর্ড সার্কিট টিভির ক্যামেরায় উঠে যাবে। দুপুরের পর এই ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে কিছুটা ঢিলেঢালা অবস্থা দেখা যায়। জল, চা দেওয়ার নামে কিছু লোক ইচ্ছামতো ঢুকছিলেন বুথে। সিআইটি আবাসনের আশপাশে ছিল মানুষের জটলা। বুথের বাইরে সক্রিয়ভাবে ঘোরাফেরা করছিলেন স্থানীয় তৃণমূল কাউন্সিলার গৌতম হালদার। তবে সংবাদমাধ্যমের চাপে পড়ে পুলিশ কিছুটা সক্রিয় হয়। পুলিশের বিশাল বাহিনী আসে। একজনকে আটক করা হয়।

তৃণমূল কংগ্রেসের দাপট থাকলেও কাশীপুর-বেলগাছিয়ার অধিকাংশ বুথে সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে কেন্দ্রীয় বাহিনী। যেখানে ওড়িশা পুলিশের বাহিনী ছিল, সেখানে কিছুটা ঢিলেমি চোখে পড়েছে। বেশিরভাগ বুথেই দেখা গিয়েছে, পরিচয়পত্র খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে তবেই ভোটারদের ঢুকতে দেওয়া হয়েছে। কুমার আশুতোষ স্কুলের বুথে এক বৃদ্ধকে আটকে দেওয়া হল পরিচয়পত্র দেখাতে না চাওয়ার জন্য। কলকাতা পুলিশের ভূমিকা সীমাবদ্ধ ছিল বুথের বাইরে। রাস্তায় ঘুরেছে কেন্দ্রীয় বাহিনী টহলদারি গাড়ি। মানুষ যাতে বুঝতে পারেন এটাতে কেন্দ্রীয় বাহিনী আছে তার জন্য বিশেষ ফেস্টুন লাগানো ছিল গাড়িতে। এই কেন্দ্রের রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সবকটি বুথে ভোটকর্মীরা ছিলেন মহিলা। এখানে ভোট নির্বিঘ্নেই চলছে। প্রিসাইডিং অফিসার ব্যাঙ্ককর্মী গৌরী চক্রবর্তী জানালেন, রাতে থাকাসহ নানান অসুবিধা হলেও এটা একটা অন্যরকম অভিজ্ঞতা। তবে ভোটযন্ত্র জমা দিয়ে বেশি রাতে কীভাবে বাড়ি ফিরবেন, তা নিয়ে বেশ চিন্তিত দেখা গেল মহিলা ভোটকর্মীদের। ভোটপর্বের শেষদিকে বিকালে সিঁথির মোড়ে প্রাক্তন সিপিএম কাউন্সিলার শান্তা পালসহ কয়েকজন দলীয় সমর্থকের উপর তৃণমূল আশ্রিত বাইক আরোহী সশস্ত্র দুষ্কৃতীরা হামলা চালানোর চেষ্টা করে বলে পার্টির পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে।

সৌজন্যে – বর্তমান

মদ্যপ হামলাবাজদের পিছু ধাওয়া বাবুলের

ভোট দিতে গিয়ে তৃণমূল কর্মীদের সঙ্গে বচসায় জড়িয়ে পড়লেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয়। বিকেল চারটে নাগাদ বাবা-মাকে সঙ্গে নিয়ে জোড়াসাঁকো বিধানসভা কেন্দ্রের আর্যকন্যা স্কুলে ভোট দিতে গিয়েছিলেন বাবুল। অভিযোগ, বুথে ঢোকার আগেই বাবুলের পথ আটকে কয়েকজন তৃণমূল কর্মী চিৎকার করতে থাকেন, 'আপনি এই কেন্দ্রে কেন ভোট দিতে এসেছেন। আপনি ভুয়ো ভোটার।' এরপর কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী ভোট দিয়ে বেরিয়ে এসে আঙুলের দাগ দেখিয়ে ওই তৃণমূল কর্মীদের উদ্দেশে বলেন, 'আমি ভুয়ো ভোটার হলে আঙুলে কালির দাগ কী ভাবে এল? তাতে পরিস্থিতি যেন উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। 'গো ব্যাক' স্লোগান দিতে শুরু করে স্থানীয় তৃণমূল কর্মীরা। বাবুলকে দেখে স্থানীয় তৃণমূলকর্মীরা প্রশ্ন ছুড়ে দেন, 'আপনাকে ঘিরে এত লোক কেন দাঁড়িয়ে? জবাবে বাবুল বলেন, 'আমাকে দেখতে দাঁড়িয়ে।' কথোপকথনের পারদ চড়তে থাকে ক্রমশ। বাবুলের দাবি, তাঁকে লক্ষ করে অকথ্য গালিগালাজ দিতে থাকে তৃণমূল কর্মীরা। এবং পুলিশ সব দেখেও হাত গুটিয়ে বসেছিল।

আচমকাই নাটকীয় ভাবে পরিস্থিতির পটপরিবর্তন হয়। যে তৃণমূলকর্মী বিক্ষোভের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন, তাঁকে লক্ষ করে বাবুল বলেন, 'আপনি মদ্যপ অবস্থায় বুথের ২০০ মিটারের মধ্যে ঢুকলেন কী ভাবে?' এতেই বিপাকে পড়ে ওই যুবক পিছু হটতে শুরু করে। সঙ্গেসঙ্গে বাবুলও তাঁর নিরাপত্তারক্ষী এবং কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের উদ্দেশে বলেন, 'ওকে ধরুন ধরুন।' কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের সঙ্গে বাবুলও দৌড়তে শুরু করেন ওই তৃণমূল কর্মীর পিছনে। উত্তর কলকাতার অলি-গলি পেরিয়ে অবশেষে ওই তৃণমূল কর্মীকে হাতের নাগালে পান বাবুল। তাকে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী।

এদিকে, তৃণমূল ভবন সূত্রে জানা গিয়েছে, তৃণমূল কর্মীকে বাবুলের ধাওয়া করার খবর সংবাদমাধ্যমে দেখানো শুরু হতেই তৃণমূল ভবনে বসে মুকুল রায় সিপি সৌমেন মিত্রকে ফোন করেন। প্রশ্ন তোলেন, 'একজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী দলবল নিয়ে বুথের কাছে দাঁড়িয়ে আছেন কী ভাবে। এর পর আমাদের কর্মীরা ওখানে জড়ো হতে শুরু করলে পরিস্থিতি জটিল হতে শুরু করবে।' যেখানে বাবুল বলেন, 'সব ঝামেলা যখন মিটে গিয়েছে, তখন পুলিশ এসে আমাকে বলছে, কী হয়েছে একটু বলুন তো। অবাক কাণ্ড। পুলিশের চোখের সামনেই সব কিছু ঘটল। অথচ পুলিশ আমার কাছেই জানতে চাইছে, কী হয়েছে। এর থেকে হাস্যকর আর কী হতে পারে।'

যদিও জোড়াসাঁকোর তৃণমূল কর্মীদের অভিযোগ, বাবুল ভোট দিতে এসে তৃণমূলকর্মীদের মারধোর করেছেন। রাতে রাজনাথ সিং ফোন করে খবর নিয়েছেন বাবুলের কাছ থেকে।

সৌজন্যে – এই সময়

Please send all articles and enquiries about Sangbad Bichitra to :
Dilip Chakrabarti,
200 Winston Drive#2920
Cliffside Park,
NJ-07010
dcha42@aol.com

Any questions for Membership or Advertisement dues, Please Contact :
Ranadeb Sarkar
346 Yale Road
Garden City, NY - 11530.
e-mail :
ranusarkar@hotmail.com

আপনার চাঁদা বাকি আছে কিনা জানতে চাইছেন? আপনার নাম ঠিকানা লেখা লেবেলে (প্রথম পাতায়) একবার চোখ বুলিয়ে নিন।

The Sangbad Bichitra, Periodical (USPS#020-877) is published semi-monthly by Cultural Association of Bengal from 200 Winston Drive#2920, Cliffside Park, NJ-07010 and additional mailing offices.
POSTMASTER :
Send address changes to Sangbad Bichitra, 4 Entrance Way, Purdys NY 10578

১৪৪ ধারাকে ভয় করবেন না, ভোটের আগেই মন্তব্য মমতার

পার্থসারথি সেনগুপ্ত

বিজয় মিছিলের মেজাজে নির্বাচনী প্রচারে পাড়ি জমালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রথম দফায় সুকান্ত সেতু থেকে বালিগঞ্জ ফাঁড়ি পর্যন্ত ছিল মমতার পদযাত্রা। বেলতলা গার্লস স্কুল থেকে হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিটের মুখ পর্যন্ত। তাতেই মানুষ দেখল এক অন্য মমতাকে। যাঁর মধ্যে টেনশনের লেশ মাত্র নেই। রয়েছে হাসিমুখে টান টান আত্মবিশ্বাসের ছাপ। দেখে কে বলবে, শাসকদলের মাথার উপর ঝুলছে জোটের খাঁড়া? বা, কেন্দ্রীয় বাহিনীর রক্তচক্ষু শাসনের দফায় দফায় নির্বাচনে হোঁচট খাচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেসের ভোটের মেশিনারি। বরং, এই পদযাত্রা যেন বিজয় উৎসবের অকাল বোধন। ধবধবে সাদা চটি পায়ে মমতা পদযাত্রার শুরুতেই ঘোষণা করলেন, 'আমরাই সরকার গড়ব। ১৪৪ ধারাকে ভয় করবেন না। আর তাঁর ভোকাল টনিকে উদ্দীপ্ত জনতার জেরে পদযাত্রা উৎসবের রূপ নিল। যার নিট ফল মানুষের উৎসবের মুখে একটানা স্লোগান, 'তৃণমূলই জিতছে, তৃণমূলই জিতবে।'

সুকান্ত সেতুর মোড় থেকে পদযাত্রা শুরু হওয়ার কথা ছিল দুপুর বেলায়। শুরু হল তিনটের খানিক পরে। খাঁ খাঁ রোদ উপেক্ষা করে হাজারে হাজারে মানুষের ভিড়ে অবরুদ্ধ সুকান্ত সেতু। মমতার ছবিতে সাজানো ট্যাবলো, সারা শরীর তেরঙা রঙে পেন্ট করে দাঁড়িয়ে অতি উৎসাহী কোনও কোনও সমর্থকের নেচে গেয়ে নজর কাড়া, ভিড়ের মাঝে মায়ের কোলে অবোধ শিশুর আধো আধো মুখে কলকাকলি, মিছিলের মাঝে মাঝে গানের আসর, রাস্তার দু'ধারে শাসক দলের কর্মী-সমর্থক ছাড়াও অজস্র উৎসুক মানুষের

ভিড় (যার মধ্যে মহিলাদের সংখ্যাটিও চোখে পড়ার মতোই), মোবাইলের ফ্রেমে মমতাকে বন্দি করার বাঁধভাঙা উৎসাহ, বাড়ির ছাদ থেকে বাসিন্দাদের হাত নাড়া, মিছিলের পায়ে পায়ে কাফ ঠান্ডা সরবত বিলি, মিছিলের কানে দেবা আলোর শাঁখের আওয়াজ আর অঝোরে পুষ্পবৃষ্টি— সব মিলিয়ে অভিনন্দনের মৌতাত। আর এত সবের মধ্যে উপরি পাওনা এক টুকরো মেঘে সূর্যের মুখ ঢেকে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দু'চার ফোঁটা ইলশেগুঁড়ি বৃষ্টিতে খানিক স্বস্তি।

এদিন মুখ্যমন্ত্রীর রাজনৈতিক উবাচও ছিল রীতিমতো কড়া দাগের। তিনি বলেন, 'কেন্দ্রীয় বাহিনী থাকলেও নির্ভয়ে ভোট দিন। খানপুর, সোনারপুর বাইরে থেকে লোক আনা হচ্ছে। ভোটের সময় রাজনৈতিক প্রচার হবে, মানুষ ভোট দেবে, নিরাপত্তার ব্যবস্থা থাকবে। কিন্তু এরা তো জিততে পারবে না, তাই একেবারে কার্ফু জারি করে দিচ্ছে। ১৪৪ ধারা তো ভোটের সময় থাকে। কিন্তু পুরো জেলায় ১৪৪ ধারা জারি করে দিচ্ছে। তবে আমরাই সরকার গড়ব। বাংলায় উন্নয়নের ধারা বজায় রাখব।' ঢাকুরিয়ার মোড়ে খানিক থেমে তিনি বলেন, 'এখানে বাবুবাগান বা আরও অনেক পুজোতে আমি প্রত্যেক বছর আসি। আপনাদের সঙ্গে দেখাও হয়। আপনারা ভালো থাকুন।' ঢাকুরিয়া ব্রিজের উপর তখন মানুষের ঢল। বাচ্চাবাচ্চারাও তৃণমূলের পতাকা হাতে দাঁড়িয়ে। শাসক দলের এমনই এক 'বাল সেনা'কে পরিচয় শুধোলে সে অম্লানবদনে বলল, 'আমি ক্লাস এইটে পড়ি।'

সওয়া চারটে নাগাদ পদযাত্রা শেষ হল বালিগঞ্জ ট্রাম ডিপোর পাশ ঘেঁষে। মমতা গাড়িতে উঠলেন। সটান রওনা হলেন বেহালার দিকে। সুকান্ত সেতুতে মমতার জন্য তৈরি ছিল সাজানো গোছানো অত্যাধুনিক কালো রঙের ঝকঝকে জিপ। তাতে অবশ্য ওঠেননি তিনি। পুরো রাস্তাটাই পায়ে হাঁটেন। আর পরের দফাতেও সেই একই ছবি। বরং, তাঁর বাড়তি পাওনা চক্রবেড়িয়া এলাকার অবাঙালী বাসিন্দাদের মুক্ত হাতে তাঁকে অভ্যর্থনার ভিড়টি।

গত লোকসভা নির্বাচনে এই অংশের ভোটারদের দাক্ষিণ্যে ভালোই ভরেছিল বিজেপির ঝুলি। ৭২ নম্বর ও সংলগ্ন ওয়ার্ডগুলি হয়ে মিছিল বাড়ির এলাকা ৭৩ নম্বরে। পথের দু'ধারে তাঁকে ঘিরে একই উচ্ছ্বাসের উচ্ছ্বাস। হাত জোড় করে তাঁর বার বার বলা, 'সবাই সুস্থ থাকুন, আনন্দে থাকুন। সময় কম, তাই বেশি কথা বলতে পারছি না। সাড়ে পাঁচটার মধ্যে শেষ করতে হবে যে।'

শেষ পর্যন্ত কালীঘাট ব্রিজের তলায় এসে পদযাত্রা শেষ করলেন মমতা। হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিটের গলির মুখ থেকে বাড়ি পর্যন্ত রাস্তাটি গেলেন গাড়িতে চড়েই। তাঁর হাতের ঘড়িতে কাঁটায় কাঁটায় তখন পাঁচটা আটত্রিশ। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে তিনি বললেন, সাড়ে পাঁচটা টার্গেট ছিল, দেখেছ দু'মিনিট আগেই শেষ করলাম।

সৌজন্যে — এই সময়

কলকাতার পার্টিটা কোথায়, খুঁজছে সিপিএম

সন্দীপন চক্রবর্তী

প্রথম বামফ্রন্ট সরকার যে বার রাজ্যে প্রতিষ্ঠা হল, কাশীপুর আসন থেকে জিতেছিলেন যুব নেতা বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। পাঁচ বছর পরে কাশীপুরে হেরে গিয়ে পরবর্তী কালে তিনি সরে গিয়েছিলেন যাদবপুরে। কিন্তু কাশীপুর থেকে লাল রং মুছে যায়নি। এ বার ভোটের দিন অভ্যাসবশত খবর নিতে গিয়ে সেই কাশীপুর সম্পর্কেই দলের অন্দরমহলে এলাকার প্রাক্তন বিধায়ককে আক্ষেপ করতে হল, পার্টিটা গেল কোথায়।

কাশীপুর-বেলগাছিয়া যে সন্ত্রাস কবলিত এলাকা, সিপিএমের বিলক্ষণ জানা ছিল। তার জন্য ভোটের আগে নির্বাচন কমিশনে নিয়মমাফিক দরবারও করা হয়েছিল। কিন্তু ভোটের দিন কী দেখল কাশীপুর? যেখানেই তৃণমূল গণ্ডগোল পাকাচ্ছে বলে অভিযোগ আসছে, দৌড়ে যাচ্ছেন ওই কেন্দ্রের সিপিএম প্রার্থী কনীনিকা বসু ঘোষ। বন্যার মতো অভিযোগ আসছে আর তার রাশ টানার আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছেন প্রার্থী নিজে। ভোট শুরুর আগে সোশ্যাল মিডিয়ার দলের সহযোদ্ধাদের কাছে তাঁর আবেদন ছিল, গোলমাল হলেও বুথ কামড়ে পড়ে থাকতে হবে। এক সময় তাঁর কন্যা পর্যন্ত সোশ্যাল মিডিয়ায় জানাতে বাধ্য হলেন, যেখানেই অভিযোগ আসছে, তাঁর মা সেখানেই যাচ্ছেন। সকলের সহযোগিতা কাম্য।

কিন্তু কোথায় সহযোগিতা। স্বপন চক্রবর্তী, আনোয়ার খানদের নিয়ে ব্যতিব্যস্ত থাকল কমিশন এবং পুলিশ। কিন্তু জমি আঁকড়ে লড়াই করার জন্য সিপিএমের কর্মী বাহিনী উধাও। প্রবীণ নেতা রাজদেও গোয়ালা তবু অশক্ত শরীরে যতটুকু পেরেছেন, ছোটাছুটি করেছেন। সিপিএমের অন্দরের খবর এলাকার দলের একাংশ নাকি কাশীপুর-বেলগাছিয়ায় প্রার্থী পছন্দ ছিল না। কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টিতে তার জন্য ভোটের দিন ঘরে খিল দিয়ে ক্যাডার বাহিনী বসে থাকবে, ভাবতে পারেনি আলিমুদ্দিন!

শুধু কাশীপুরেই বা কেন? এন্টালি কেন্দ্রের কিছু বুথে এজেন্টই বসাতে পারেনি সিপিএম। প্রকাশ্যেই ওই কেন্দ্রের প্রার্থী দেবেশ দাসকে অসহায় ভাবে বলতে হয়েছে, সন্ত্রাসের জন্য কোথাও কোনও কিছু ঘটলেই সারাক্ষণ মিডিয়ার নজর রয়েছে। এত কিছুর পরেও রাজধানী শহরে সব বুথে এজেন্ট যাবে না! মেরে বার করে দিলে দেবে!" শ্যামপুকুর বা মানিকতলায় তৃণমূল যেখানে নিজেদের গোলমালে অন্তর্জর্জরিত, সেখানেও সিপিএম কর্মীদের সে ভাবে পথে বেরোতে না দেখে ক্ষোভ আরও বেড়েছে আলিমুদ্দিনের।

বস্তুত, কলকাতা জেলা সিপিএমের জন্য চার্জশিট আছে আরও। জেলায় জেলায় বামফ্রন্ট বা বাম-কংগ্রেসের যৌথ প্রচার নিয়ে যেখানে তুমুল উৎসাহ, কলকাতা শহর সেখানে প্রচারে অনেক পিছিয়ে বলে দলেরই একাংশের অভিমত। দলের দুই কেন্দ্রীয় নেতা এর মধ্যে কলকাতায় এসে কোথায় কখন প্রচারে যাবেন, সংবাদমাধ্যমের লোকজন তাঁদের কাছেই জানতে চেয়েছিলেন। কলকাতায় সভা সমাবেশের প্রচার যে অন্য জেলার মতো হচ্ছে না, দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের কাছে তখনই ধরা পড়েছিল। প্রথম পর্বে ভোটের দিনের ছবি তাঁদের চিন্তা বাড়িয়ে দিয়েছে। তার মধ্যে কয়েকটিতে কংগ্রেসের প্রার্থী আছে। দলের মধ্যেই প্রশ্ন উঠে গিয়েছে, বাম প্রার্থীদের যেখানে ভোটের দিন নিজেদের দায়িত্বে দৌড়তে হয়, জোট সঙ্গীদের জন্য তা হলে কী হবে। রাজ্য সিপিএমের কাছেই রিপোর্ট এসেছে, টালিগঞ্জে অরূপ বিশ্বাসকে হারানো যাবে না ধরে নিয়ে এলাকায় দলের একাংশ গা-ই ঘামাচ্ছে না! অথচ মধুজা সেন রায়ের জন্য সীমিত শক্তি নিয়ে কংগ্রেস ঝাঁপিয়েছে!

প্রকাশ্যে নেতারা রাজধানীর নেতা কর্মীদের পাশেই দাঁড়াচ্ছেন। দলের পলিটব্যুরো সদস্য মহম্মদ সেলিম যেমন বলেছেন, "আমরা বুথের বাইরে ক্যাম্প অফিস করার উপরে জোর দিইনি। ওতে বিশেষ কাজ হয় না। তাই হয়তো সে ভাবে চোখে পড়েনি। কিন্তু পাড়ায় পাড়ায় প্রতিরোধের জন্য কর্মীরা ছিলেন।" বাস্তব যদিও সে কথা বলছে না। কিছু ক্ষেত্রে তাঁদের ঘাটতি ছিল মেনে নিয়েও সিপিএমের কলকাতা জেলা সম্পাদক নিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় বলছেন, "আমরা কি রাস্তায় পাল্টা মারামারি করতাম? যেখানে যেখানে সম্ভব এই অরাজকতার মধ্যেও ভোটারদের বুথে নিয়ে আসার চেষ্টা আমরা করেছি। বুথ থেকে বেরোনোর সময়ে এজেন্টদের আটকানো হয়েছে, মারধর করেছে। আমরা পালাইনি। সেই জন্যই তৃণমূল লোকসভা বা পুরসভার মতো ভোট এ বার করতে পারেনি।"

আলিমুদ্দিনের সংশয় অবশ্য যাচ্ছে না।

সৌজন্যে — আনন্দবাজার পত্রিকা

মানুষ মদনের পাহারাদার, সুস্থ বাঘের চেয়ে জখম বাঘ বেশি হিংস্র : মমতা

সারদাকাণ্ডে মদন মিত্রকে বন্দি করে রাখার পিছনে দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে সরাসরি দায়ী করলেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কামারহাটির জনসভায় প্রাক্তনমন্ত্রীকে ক্লিনচিট দিয়ে মমতা বলেন, মোদীর ইচ্ছায় মদনকে জেলে রাখা হয়েছে। তিনি এও জানিয়েছেন, মানুষ মদনের পাহারাদার। সুস্থ বাঘের চেয়ে জখম বাঘ বেশি হিংস্র। তাই জেলে থাকার জন্য মদন মিত্র এবার আরও বেশি ভোটে জয়ী হবে। মমতা এদিন জোর গলায় দাবি করেছেন, তৃণমূল কংগ্রেসের নারদ-সারদার টাকার প্রয়োজন হয় না।

এদিন কামারহাটির বৈভব গাঙ্গুলি কলেজ ময়দানে কামারহাটির তৃণমূল প্রার্থী মদন মিত্র এবং বরানগরের প্রার্থী তাপস রায়ের সমর্থনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভা ছিল। মঞ্চে মদন মিত্রের স্ত্রী অর্পিতাদেবী এবং পুত্রবধূ স্বাতী উপস্থিত ছিলেন। মমতা মঞ্চে আসা মাত্রই তাঁরা দু'জনেই প্রণাম করেন। সভার শুরুতেই মমতা বলেন, কামারহাটির প্রার্থী মদন এখানে নেই। কিন্তু, আমি নিজে উপস্থিত আছি। ২৯৪টি কেন্দ্রেই আমি প্রার্থী। মদন হয়ত জেলে আছে দিল্লির সন্ত্রাসে। কিন্তু, তাতে কিছু যায় আসে না। তিনি সিপিএম প্রার্থী মানস মুখোপাধ্যায়ের নাম করে বলেন, মানসেরা ভাবছে মদন জেলে তো ওই জিতে যাবে। স্বপ্ন আশা। মানুষ মদনের পাহারাদার। ওরাই মদনকে জেতাবে।

তিনি আরও বলেন, মদনকে এতদিন জেলে আটকে রাখা হয়েছে। এভাবে রাখা যায় না। ৩৪ বছরেও অনেক চুরি হয়েছে। কই কোনওটারই তদন্ত হয়নি তো। আমরা চোর? আর সিপিএম সাধু? সারদা ২০০০ সালে সিপিএমের আমলে হয়েছে। তাহলে ২০১১ সাল থেকে তদন্ত কেন? ২০০০ সাল থেকে তদন্ত করতে হবে! নির্বাচনের পর ইঞ্চিতে ইঞ্চিতে জবাব দেব। বিমান, বুদ্ধ, সুজন, আব্দুল মান্নান সব একে একে ঢুকবে। নারদ প্রসঙ্গে তিনি বিরোধীদের আক্রমণ করে বলেন, নির্বাচনে আননোন সোর্স কোথা থেকে এল? আমাদের কয়েকজনের শুধু দেখানো হচ্ছে ডোনেশন নিচ্ছে। ওদেরও তো তদন্ত হচ্ছে। কিন্তু, তোমরা যে টাকা নিচ্ছ তাতে দোষ নেই?

সিপিএমকে আক্রমণ করে বলেন, নির্বাচনের পর জামিনপণ বাজেয়াপ্ত। ২০ বছর ঘুমোবে। নির্লজ্জ কোথাকার। বাচ্চাদের ওদের সামনে পাঠাবে না। খারাপ ছাড়া কিছু শিখবে না। তিনি বলেন, ওরা বলছে বাংলার নারীদের সম্মান নেই। আমি বলছি, বাংলার মা বোনেরা যে সম্মান নিয়ে চলেন পৃথিবীর কোথাও তা নেই।

কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশনকে তোপ দেগে মমতা বলেন, আমি প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী অসীম দাশগুপ্তের এলাকায় একটা উপ নির্বাচনে গিয়েছিলাম। দেখেছি, ওরা আগে কাউকে ভোট দিতে দিত না। রিগিং করত, সন্ত্রাস করত। তখন দিল্লি কোথায় ছিল? ঘুমোচ্ছিল? চোখে ছানি পড়েছিল, নাকি ন্যাবা হয়েছিল?

এদিন সভা শেষ হওয়ার সময় মদন মিত্রের স্ত্রী ও পুত্রবধূকে সামনে নিয়ে তিনি বলেন, আমি এদের বলেছি, মন খারাপ করবে না। এই লড়াইয়ে মদনই জিতবে। কলকাতার ফ্লাইওভার ভেঙে পড়া নিয়ে তিনি বলেন, সিপিএম টাকা খেয়ে ওই ব্রিজ তৈরি করেছিল। বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যরা সব জানত, সব তদন্ত হবে।

সৌজন্যে — বর্তমান

কলকাতার কড়চা

সাত দশকের শিল্পজীবন ফিরে দেখা

সময় বদলেছে, পাল্টে গিয়েছে চার পাশের কত কিছু। ছবির রেখায় পটের এসেছে পরিবর্তন। কিন্তু একই ভালবাসা নিয়ে আজও সমান গতিতে এগিয়ে চলেছে এক শিল্পীর রেখা আর তুলির টান। রণেন আয়ন দত্তের কাজের সঙ্গে আম বাঙালির যেন একেবারে নাড়ির যোগ। সে কালের তেলের বিজ্ঞাপন থেকে বাণিজ্যের নানা পণ্য— সকল বিষয়েই তাঁর উৎকর্ষ পৌঁছে গিয়েছে শীর্ষবিন্দুতে।

অঙ্কন ভূমি রণেন আয়নকে নিয়ে আসেন বাণিজ্যিক শিল্পের জগতে। বিখ্যাত বিজ্ঞাপন সংস্থা জে ওয়াল্টার টমসন-এ দুই দশক চিফ আর্ট ডিরেক্টর ছিলেন রণেন আয়ন। টি বোর্ড, টাটা স্টিল, জবাকুসুম, উইলস-এর জন্য করা তাঁর প্রচার পরিকল্পনা আজও অনেকেরই স্মৃতিতে অম্লান। ছবির সঙ্গে তাঁর পাণ্ডিত্যিক, মুরাল ও ভাস্কর্য মর্যাদা পেয়েছে।

স্টেট ব্যাঙ্কের জন্য অর্থনৈতিক মিউজিয়াম তৈরি করা, কিংবা রাজা রামমোহন রায়ের স্মারক সংগ্রহশালা গড়ে তোলা, আবার দেশের প্রথম ভাসমান সামুদ্রিক সংগ্রহশালা রণেন আয়নের বহুমুখী প্রতিভার স্বাক্ষর বহন করছে। এই সবের মধ্যে মিলেমিশে গিয়েছে বাণিজ্যিক ও সৃজনশীল কাজ, চারু ও কারু কলা। তৈরি হয়েছে এমন এক ঘরানা, যা আমাদের পথনির্দেশ করতে পারে।

সাত দশকের এই পথ চলা আজও অবিরাম, অক্লান্ত তিনি। এই পথ চলাকে মনে রেখেই আয়োজিত হয়েছে একটি প্রদর্শনী। গ্যালারি ৮৮-এ এই প্রদর্শনীর উদ্বোধনে হাজির ছিলেন শিল্পী নিজে। এখানে পুরনো কাজের সঙ্গেই প্রদর্শিত হয়েছে শিল্পীর সাম্প্রতিক কাজও। 'আ সেরিন্ডিপিটি জার্নি থ্রু সেভেন ডিকেডস' শীর্ষক এই প্রদর্শনীটি চলবে। সঙ্গে শিল্পীর দুটি সাম্প্রতিক রঙিন ছবির সঙ্গে পুরনো সাদাকালো ছবিটি প্রদর্শনী থেকে।

দারোগার কাহিনি

১৮৫০ থেকে ১৮৬০ গিরিশচন্দ্র বসু নবদ্বীপ-শান্তিপুর-কৃষ্ণনগর অঞ্চলে দারোগা ছিলেন। প্রবীণ বয়সে লেখা তাঁর কর্মজীবনের স্মৃতিকথায় সে আমলের 'দস্যুদিগের কীর্তিকলাপ' ও 'পুলিশের কার্যপ্রণালী'র যে বর্ণনা পাওয়া যায়, আধুনিক গবেষকদের কাছে তা আকস্মিক্রমে গুরুত্ব পেয়েছে। শুধু গোয়েন্দাগল্প নয়, এ রীতিমতো সমাজচিত্র। গিরিশচন্দ্র সেকালের দারোগাদের মধ্যে বিশেষ শিক্ষিত ছিলেন, পনেরো বছর তিনি হিন্দু কলেজে পড়েছেন। নীলবিদ্রোহের সময় তিনি চাষিদের পক্ষ নেন, নীল কমিশনে সাক্ষ্যও দেন। স্মৃতিকথায় অবশ্য নীলকরসাহেবদের গুণের কথাও বলেছেন। তবে তাঁর লেখায় সব থেকে ভাল ফুটেছে প্রত্যক্ষ দেখা নানা চরিত্র, সাহেব ম্যাজিস্ট্রেট, জমিদার কি নীলকুঠির নায়েব-গোমস্তা। সেকালের দারোগার কাহিনী প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৮৮-তে। অশোক রায় ও অশোক উপাধ্যায় সম্পাদিত পরিবর্তিত সংস্করণ (অক্ষর প্রকাশনী) প্রকাশ পেল সদ্য, দীর্ঘ ভূমিকা, টীকা ছাড়াও আছে গিরিশচন্দ্রের আরও দুটি দুর্লভ রচনা।

চিত্তচর্চা

আমাদের মনন আর সৃজন কী ভাবে সমৃদ্ধতর ক্রমবিকাশে ও সম্পূর্ণ হয়ে উঠছে উত্তরোত্তর, তা নিয়েই বলবেন স্বামী শাস্ত্রজ্ঞানন্দ, রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির, বেলুড় মঠের অধ্যক্ষ। দীনেশচন্দ্র সেন জন্ম-সার্ধশতবর্ষ। স্মারক বক্তৃতা 'আমাদের চিত্তচর্চা'। ২৩ এপ্রিল সন্ধে সাড়ে ৬টায় সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের উপাসনা মন্দিরে (২১১ বিধান সরণি)। পৌরোহিত্য করবেন অশোক রায়, প্রারম্ভিক কথনে স্বামী শিবপ্রদানন্দ, বড়িশা রামকৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষ। প্রকাশিত হবে সূত্রধর-এর মননবৈদগ্ধী পুস্তিকামালা দীনেশচন্দ্র সেনের বাঙালার কিছুপ্ত সম্পদ কর্মকর্তা, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মাতৃভাষা ও সাহিত্য, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, প্রফুল্লচন্দ্র সরকারের যাদুবিদ্যা ও বাঙালী, শ্রীজীব ন্যায়তীর্থের বাংলার সংস্কৃত পণ্ডিত সমাজ, ভবতোষ দত্তের বাংলায় অর্থনীতি চিন্তার ও চর্চার ইতিহাস, এবং রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের যদু ভট্ট। আয়োজনে সূত্রধর।

বিচিত্র গল্প

তেলাপিয়া মাছের যুড় ভ্যাবু রুই কাতলার চেয়ে ঢের বেশি। এই মাছের ঝোল-ভাত খেয়ে একবার হাইওয়াপিয়ার খাবেবে বিকিলা আলিম্পিকে ম্যারাথন রেস দুঘণ্টা তেরো মিনিটে শেষ করে স্বর্ণপদক পান। তখনই জানা যায় ওই দেশে প্রচুর পুকুর এবং পুকুরভর্তি তেলাপিয়া। শস্তায় প্রচুর প্রোটিন পায় বলেই সাহেবদের সঙ্গে সমানে টক্কর দিতে পারে। কিংবা, বাইশ বছরের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিয়েতে ব্যয় হয়েছিল ৮৯০২ টাকা ৩ পাই (হিসেব অসম্পূর্ণ)। বা নিউ আলিপুরে উত্তমকুমারের বাড়ি তৈরি হচ্ছে। রোজ সকালে তিনি কাজ দেখতে যান। তার বহু আগে থেকেই মেয়ে-বউরা ভিড় করে দাঁড়িয়ে থাকে। অগত্যা উত্তমের কাছে স্বামীদের আর্জি— দোহাই আপনি অন্য সময় আসুন, আপনার জন্য দেরিতে রান্না হচ্ছে, তাই অফিসও লেট, আমাদের বাঁচান। সম্প্রতি প্রকাশিত বিজয়কুমার ঘোষের 'বাজার সরকারের ডায়েরি'-র দ্বিতীয় খণ্ড বহু বিচিত্র (লালমাটি) বইটি এ রকমই নানান স্বাদের ঘটনায় ঠাসা। লেখক বাইশ বছর ধরে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় 'বাজার সরকার' নামে ও স্বনামে নিয়মিত কলাম লিখছেন। এটি তা থেকেই সংকলন।

টিভির সেরা

কখনও ১৯৮৯, সোভিয়েত রাশিয়া শাসিত পূর্ব ইউরোপে নিষেধাজ্ঞার দেওয়াল ভেঙে পড়ছে, আবার কখনও ১৯৫৫, নাৎসি অত্যাচারের দেওয়াল নড়বড়ে ইতিহাসের এই সমস্ত সন্ধিক্ষণ নানবিধ ঘটনা আর অনুষঙ্গে জড়িয়ে হাজির এ বার এ শহরে। নানা দেশের সেরা টিভি অনুষ্ঠান থেকে অভিজিৎ দাশগুপ্তের বাছাই করা কয়েকটি দেখাচ্ছে ইনপুট সোসাইটি 'মিনি ইনপুট...বেস্ট অব ওয়ার্ল্ড টিভি'। সঙ্গে গ্যেটে ইনস্টিটিউট ও ফোরাম ফর ফিল্ম স্টাডিজ অ্যান্ড অ্যালায়েড আর্টস। ম্যাক্সমুলার ভবনে। অন্য দিকে নন্দনে দেখানো হচ্ছে স্বস্তিভূষণের ছবি 'ম্যাগস অব টাইম'। নিরীক্ষাময় পনেরো মিনিটের এ-ছবিটির কথাবস্তু চেনাতে পরিচালক ব্যবহার করেছেন একটি বাক্য। 'আমার তুমি যখন অসীম, তোমার আমি নৈঃশব্দ্যে রচিত হই।' আর ভবানীপুর ফিল্ম সোসাইটির উদ্যোগে নন্দনে নজরুলের গল্প থেকে বাংলাদেশের পরিচালক গীতালি হাসানের ছবি 'প্রিয়া তুমি সুখী হও'।

দ্বিভাষিক

যা আসতে পারেননি, তাই মনখারাপ হয়ে গিয়েছে তাঁর, বলছিলেন নন্দনা সেন, 'অনেক সৌভাগ্য যে জয় গোস্বামী এসেছেন বইটি প্রকাশ করতে।' বাংলা মূল সহ নন্দনার অনুবাদে বেরল নবনীতা দেবসেনের মেক আপ ইয়োর মাইন্ড। টোয়েন্টি মাইন্ড গোয়েমস অ্যাবাউট চয়েস (আইইউনিভার্স)। অক্সফোর্ড বুকস্টোরে প্রকাশের সময় এ-বইয়ের কবিতাগুলির বৈশিষ্ট্য চেনাচ্ছিলেন জয়, 'শব্দের অদ্ভুত দরকার। নৈঃশব্দ্যের এমন আশ্চর্য ব্যবহার নবনীতাদির এই কবিতাগুলোয়, যেই শেষ হয়ে যাচ্ছে কাগজের পাতায়, শুরু হয়ে যাচ্ছে আমার মনে।' নিজের অনুবাদের কথা বলার সময় নন্দনাও স্বীকার করলেন, কত কম শব্দে কত বেশি কথা বলা যায়, তার প্রমাণ এই কবিতাগুলি। বইপ্রকাশ ও তজ্জনিত কথাবার্তার পরে জয় পড়লেন নবনীতার মূল রচনা, নন্দনা নিজের ইংরেজি অনুবাদগুলি। অভিনেত্রী নন্দনা ছোটদের জন্যও লেখেন, অক্সফোর্ড বুকস্টোরে তাঁর লেখা মাঙ্কি অ্যান্ড দ্য ফরেস্ট ফায়ার (পাফিন ইন্ডিয়া) প্রকাশিত হবে। থাকবেন অনুপম রায়, আছে ছোটদের নিয়ে অনুষ্ঠানও।

নতুন গান

রবীন্দ্রসঙ্গীতের রেকর্ড দিয়েই আত্মপ্রকাশ। আধুনিক ও শ্যামাসঙ্গীতের রেকর্ড বের হয় পরে। শিল্পী অমিত বন্দ্যোপাধ্যায়ের বেড়ে ওঠা সাংগীতিক পরিবারে। যেখানে অন্যতম চর্চার বিষয় ছিল সলিল চৌধুরীর গান। সম্প্রতি, শিল্পীর ষোলোটি গানে সমৃদ্ধ অ্যালবাম 'ও আলোর পথযাত্রী' প্রকাশিত হল সারেগামা থেকে। এই অ্যালবামে সলিল চৌধুরীর মূল সঙ্গীত আয়োজনকে অবিকৃত রাখা হয়েছে। অ্যালবামে শোনা যাবে, ও আলোর পথযাত্রী, ধরণীর পথে পথে, ঠিকানা, ধন্য আমি জন্মেছি মা, উথালি পাথালি আমার বুক, ঢেউ উঠেছে কারা টুটেছে হেই সামালো, গহন রাতি ঘনায়, গাঁয়ের বধূ, শোন কোন একদিন, কে যাবি আয়, সেই মেয়ে-র মতো গান।

সমকালীন

খবর শীঘ্র বা নির্বাচনের উত্তাপ এতটুকু দমাতে পারেনি কলকাতাকে। নতুন নতুন ভাবনা ও ভঙ্গির থিয়েটার আগাগোড়া মনস্ক করে তুলছে বাঙালিকে। যেমন কসবা-এর নতুন প্রযোজনা 'কৃষ্ণপক্ষ' প্রায় একটি সমকালীন রাজনৈতিক ধারাভাষ্য। মৌলবাদ, অসহিষ্ণুতা, আধিপত্যবাদ বা রেজিমেন্টেশন-এর বিরুদ্ধ স্বর দেবতোষ দাশ রচিত নাটকে। বহুস্বরকে এক ছাঁচে ঢালার চেষ্টা চলছে সর্বত্র, সেই অস্থির সময়টার দিকে সরাসরি আঙুল তোলা হয়েছে এ নাটকে। 'তথাগত' -খ্যাত এই নাট্যগোষ্ঠীর কর্ণধার তপনজ্যোতি এটিরও নির্দেশনা ও মুখ্য অভিনয়ে। প্রথম অভিনয় তপন থিয়েটারে, সঙ্গে মহড়ার ছবি। অন্য দিকে দেশকালকে সমসময়ের প্রেক্ষিতে উপস্থাপনার জন্যে হাবিব তনভিরের 'চরণদাস চোর' অবলম্বনে কলকাতা ইউরোপিয়ান-এর 'চরণদাস'— রাঢ় বাংলার কথা ভাষায়। নামচরিত্রে সতীশ সাউ। বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্যের পরিচালনায় অ্যাকাডেমিতে। নাট্যগোষ্ঠীটির দশ বছর পূর্তি উপলক্ষে চন্দন সেনকে সম্মাননায় দেবেশ চট্টোপাধ্যায়। আবার মৃত্যুবোধের লড়াই হাওড়ার শিল্পীসংঘের 'যুধিষ্ঠিরবাবু' নাটকে। প্রচেতগুপ্তের গল্প নিয়ে তীর্থঙ্কর চন্দ রচিত নাটকের নির্দেশক সীমা মুখোপাধ্যায়।

সুস্থ থাকতে

'বয়েস হলে তিরিশ করুন, ব্লাডসুগার টেস্ট প্রতি বছর'— এই স্লোগানই 'ডায়াবেটিস অ্যাওয়ারনেস অ্যান্ড ইউ' নামক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাটির মূলমন্ত্র। ওরা ২০০৩ সাল থেকে সাধারণ মানুষ, ছাত্রছাত্রী এমনকী কর্পোরেট স্তরেও ডায়াবেটিসের প্রতিকার ও সচেতনতা বাড়ানোর লক্ষ্যে নানান কর্মসূচিতে ব্যস্ত। অ্যাম্বুল্যান্স, বিনামূল্যে ইনসুলিন, প্রয়োজনীয় ওষুধ এবং চিকিৎসা পরিষেবাও এদের কর্মকাণ্ডের মধ্যে পড়ে। সদ্য পালিত বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবসে এ বার ওদেরই ড. দেবাশিস বসু ও কিংশুক দে-র তত্ত্বাবধানে নির্মিত শর্ট ফিল্ম 'ডে'-তে গল্পের মোড়কে দেখাল ডায়াবেটিসের প্রতিকার এবং সুস্থ থাকার উপায়। অভিনয়ে পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়, পায়েল সরকার, ডলি বসু এবং দেবজ্যোতি মিশ্র প্রমুখ।

নবীন শিল্পী

ছেলেবেলা থেকেই অভিনবত্বের প্রতি তাঁর প্রবল আকর্ষণ। জন্মদিনে জামাপ্যান্টের পিস উপহার পেয়েই সঙ্গে সঙ্গে 'নতুন' ডিজাইনের পোশাক বানানোর তাগিদে পাড়ার দর্জির শরণাপন্ন হতেন। ইচ্ছে ছিল বড় হয়ে ফ্যাশন ডিজাইনিং নিয়ে পড়ার, কিন্তু পড়লেন আইন নিয়ে। অভিনয়ে, লোকগানে যথেষ্ট পারদর্শী, ছবি আঁকাতে সিদ্ধহস্ত তেইশ বছরের ফ্যাশন ডিজাইনার প্রকা। চিন্তাভাবনায় ও শিল্পসুষমায় তিনি অন্যদের চেয়ে স্বতন্ত্র। তাঁর হাতে যখন থাকে রং-তুলি-পেনসিল, তখন পোশাক পরিচ্ছদ হয়ে ওঠে ক্যানভাস। নিজের সংস্থার 'খ্যাপাবাবা' নামকরণের কারণ? এক, 'খ্যাপা মানে মা, আর 'বাবা' মানে বাবা— বাবা-মা র কাছে উৎসাহ না পেলে কাজটা করতে পারতাম না অন্যদিকে, 'খ্যাপা' মানে সৃষ্টি, যা আমার অস্তিত্বের উৎস, আর 'বাবা' মানে এখানে নতুন রূপ।' তিনি প্রায়-বিস্মৃত শিল্পকলা পুনরুদ্ধারে সচেষ্ট। তাই তাঁর বানানো জামাকাপড়ের নকশায় ফুটে ওঠে মধুবনী, গোন্দ, মায়াপন্থি, তোলাম, বিহারের প্রাচীন চিত্রকলা বা আদিবাসী শিল্পনিদর্শন। ওড়িশা, ত্রিপুরা, অন্ধ্রপ্রদেশ, অসম, মুর্শিদাবাদ— বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন রকম গামছার ওপর বানিয়েছেন নিজের ব্যক্তিগত প্যালেট। জামাকাপড়ে ব্যবহৃত তাঁর সমস্ত রংই ভেষজ বা জৈব। তাঁর কালেকশনে এখন গামছার শার্ট, পাঞ্জাবি, ফতুয়া, টি-শার্ট, জেকেট, স্কার্ট, শাড়ি, ম্যাক্সিড্রেস ইত্যাদি ইত্যাদি। তাঁর কথায়, 'শুধুমাত্র র‍্যাম্প-পোশাক নয়, সকলের সাধ্যের মধ্যে ঐতিহ্যবাহী পোশাক তৈরিই আমার লক্ষ্য।' সল্ট লেক সিটি সেন্টার ওয়ান-এ সম্প্রতি শেষ হল শিল্পীর একক প্রদর্শনী।

বিপ্লবী

তাঁর ভারতের পথ বইটি পড়ে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, 'বইখানি বহুমূল্য তথ্যে পরিপূর্ণ। লেখক বহু অনুসন্ধানে ইহাকে সম্পূর্ণতা দিয়াছেন। সেজন্য তিনি পাঠকমাত্রেরই নিকট কৃতজ্ঞতার ভাজন।' আবার, ম্যাসিনস ইন বেঙ্গল, ১৭৭০-১৯৫৩ বইটির মুখবন্ধে অমর্ত্য সেন লিখলেন, 'দ্য বুক পুটস টুগেদার আ গুড ডিল অব পার্টিন্যান্ট ইনফর্মেশন অ্যাবাউট দ্য ফ্যামিন, অ্যালং উইথ অ্যানালিসিস, কমেন্টারি অ্যান্ড অ্যাসেসমেন্ট।' সুখের কথা, সম্প্রতি বইটি আবার প্রকাশিত হয়েছে বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা পরিষৎ থেকে। পণ্ডিত, লেখক, বিপ্লবী কালীচরণ ঘোষের জন্ম ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দের ২৩ জুন, মাতামহের আলয়ে। বাবা শ্যামাচরণ ঘোষ ছিলেন সরকারি অফিসার। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার সোনারপুর গ্রামে বড় হওয়া কালীচরণ হরিনাভি অ্যাংলো-স্যানসক্রিট স্কুল, রিপন কলেজ (সুরেন্দ্রনাথ কলেজ) ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি সাহিত্য নিয়ে পড়াশোনা করেন। তবে রাজনৈতিক কারণে আত্মগোপনের জন্য তিনি শেষ পর্যন্ত এম এ পরীক্ষা দিতে পারেননি। তিনি বিভিন্ন সময়ে নানা পত্রপত্রিকা সম্পাদনার সঙ্গে যুক্ত থেকেছেন। বেশ কয়েক বছর কলকাতা কর্পোরেশনের 'কমার্শিয়াল মিউজিয়াম'-এর তত্ত্বাবধায়ক ও পরে প্রচার-আধিকারিক হিসেবে কাজ করেন। বিপ্লবী আন্দোলন সম্বন্ধে কালীচরণের উল্লেখযোগ্য বইগুলি হল দ্য রোল অব অনার, দ্য ফুটপ্রিন্টস অন দ্য রোড টু ইন্ডিয়ান ইনডিপেনডেন্স, জাগরণ ও বিস্ফোরণ (দুই খণ্ড) ইত্যাদি।

সৌজন্যে— আনন্দবাজার পত্রিকা

FLAT FOR SALE IN SANTOSHPUR, MODERN PARK

2 BHK Apartment ₹ 50.0 Lacs

BUILT-UP AREA ABOUT 1000 SQ. FT ON FIRST FLOOR

NORTH EAST OPEN, 2 BEDROOMS, 2 BATHROOMS INCLUDING COVERED SHOWER (ONE ATTACHED WITH ONE BEDROOM), BALCONY, CERAMIC TILE FLOORS AND MORE

PLEASE VISIT: WWW.HOUSING.COM/IN/BUY/PAGE/138708 :
CONTACT: KOLKATA – P.K.SENGUPTA, 94 7724 0336 & 70 5993 4717
USA: JOYSRI SARKAR, 504-246-4017 & 504-701-5724

We are consolidators for Singapore, Qatar, China, Air Canada, PAL, Jet Airways, Air India, Singapore, Korean, Royal Jordanian, Asiana. Our New partner Gulf Airlines Preferred rates on Emirates, Northwest, Lufthansa.
Come see our new office
12375 Bissonnet St Suite # B Houston, TX 77099-1273 ;
Tel: 888-811-5377; 281- 530-3000
Fax: 281-530-3798 ; Email: camdentravel@aol.com

বঙ্গ সংস্কৃতি সংঘের সভ্য হউন

CULTURAL ASSOCIATION OF BENGAL

Tax-exempt, Non-profit Educational and Cultural Organization
Certification of Incorporation : 14309, NYS Department of Education.
IRSEmp.No.51-0180481

Membership Fee:

[ ] US$ 25.00 (USA _ Annual)
[ ] US$ 250.00 (USA – Life)
[ ] US$ 35.00 (Canada – Annual)
[ ] US$350.00(Canada – Life)

MEMBERSHIP FORM

Name: ____________________
Spouse's Name: ____________________
Address: ____________________
City: ____________ State: ____ ZIP ______
Phone #: ____________ E-mail: ____________

Enclosed a Check / Money order (Payable to CAB): $ ____

Signature : ____________________ Date: ________

PLEASE CHEK ONE:
NEW MEMBER: [ ]
RENEWAL: [ ]

MAIL TO: RANADEB SARKAR
346 YALE ROAD
GARDEN CITY, NY 11530

36th North American Bengali Conference 2016

in the Theater at Madison Square Garden, New York
1, 2 & 3 July, 2016
Organized by **Cultural Association of Bengal**
along with Partner Organizations
www.nabc2016.com

REGISTRATION FORM - STANDARD

Personal Information (* fields are required) PLEASE PRINT IN CAPITAL

Title*	First Name*	Middle Name	Last Name*
Address Line 1*			
Address Line 2			
City*	State*	Zip*	Country
Phone*	Email*		
Did you attend NABC before? ☐ Yes ☐ No	Organization that requested you to register		

A. Event Registration: Category and Rate (select one only)

With Sunday Superstar Program @ MSG ☐			Without Sunday Superstar Program @ MSG ☐		
☐ Student $130,	☐ Individual $160,	☐ Couple $300,	☐ Student $100,	☐ Individual $135,	☐ Couple $250,
☐ Family with 1 child $320,	☐ Family with 2 child $340,	☐ Family with 3 child $360	☐ Family with 1 child $260,	☐ Family with 2 child $270,	☐ Family with 3 child $280

B. Family Information

Title	Spouse First Name	Spouse Middle Name	Spouse Last Name
First Child Name	Age	Second Child Name	Age
Third Child Name	Age		

C. Extended Family Information (Add individual rate for each) Number of additonal adult

First Individual Name	Age	Second Individual Name	Age
Third Individual Name	Age	Fourth Individual Name	Age

Payment Method (Select one payment method) (sum of boxes A + C) Total Amount $

☐ Check ☐ Visa ☐ MasterCard

Mail the Registration to:
Chitta Saha
4 Entrance Way
Purdys, NY 10578
914-519-8171
chittasaha1943@gmail.com

Checks payable to : Cultural Association of Bengal
Payable in US dollars only
$35 charge for returned checks

Credit Card Info:

Account Number:________________ ccv:______ Exp. Date:____/____

Account Holder Name:____________________

☐ I agree to pay the above charges. I authorize CAB to charge this amount to my credit card

Authorized Signature: Date:

Terms and Conditions *

1) All children over 4 years must register with parents. 2) Children registering with parents should be 21 years of age or under. 3) Individuals who have registered as students, must show their student badges when checking in at the conference. 4) There will be a $35 charge for Returned Check. 5) Cancellation Policy - Refund (less USD30 admin charge) for cancellation received in writing till April 30, 2016, refunds cannot be processed after 1st May, 2016. 6) Higher rates for "walk-in" Registration. 7) For all registration questions please email to: nabc.reg.indiv@gmail.com

☐ **I, the registrant, do hereby agree to the terms and conditions stated above** *

Signature: Date:

Official Use Only -	**Confirmation Number:**	**Processed By:**	**Date:**

NABC Film Awards and Festival 2016

Gala Film Award Ceremony is planned during NABC 2016 in a large way to felicitate the outstanding Actors, Actresses, Directors, Producers and Singers. A prestigious Jury shall decide the awardees. The award ceremony shall form the part of inaugural function in the Theater at Madison Square Garden. In addition, there will be another 45 minutes live program "Face to Face with Tollygunge". The entire team is confirmed which will also secure the support of some Tollygunge Industry Colleagues. You can meet and greet the Tollywood artists over dinner on the evening on Thursday, the 30th June, 2016.

To know more details, please contact Ms. Sarbari Chowdhury, e-mail : iasarbari@gmail.com, Ms. Poushali Mukherjee e-mail : poushali.nj@gmail.com and Ms. Babli Chakraborty, Phone : 714-342-7524, e-mail : chak_babli@yahoo.com.

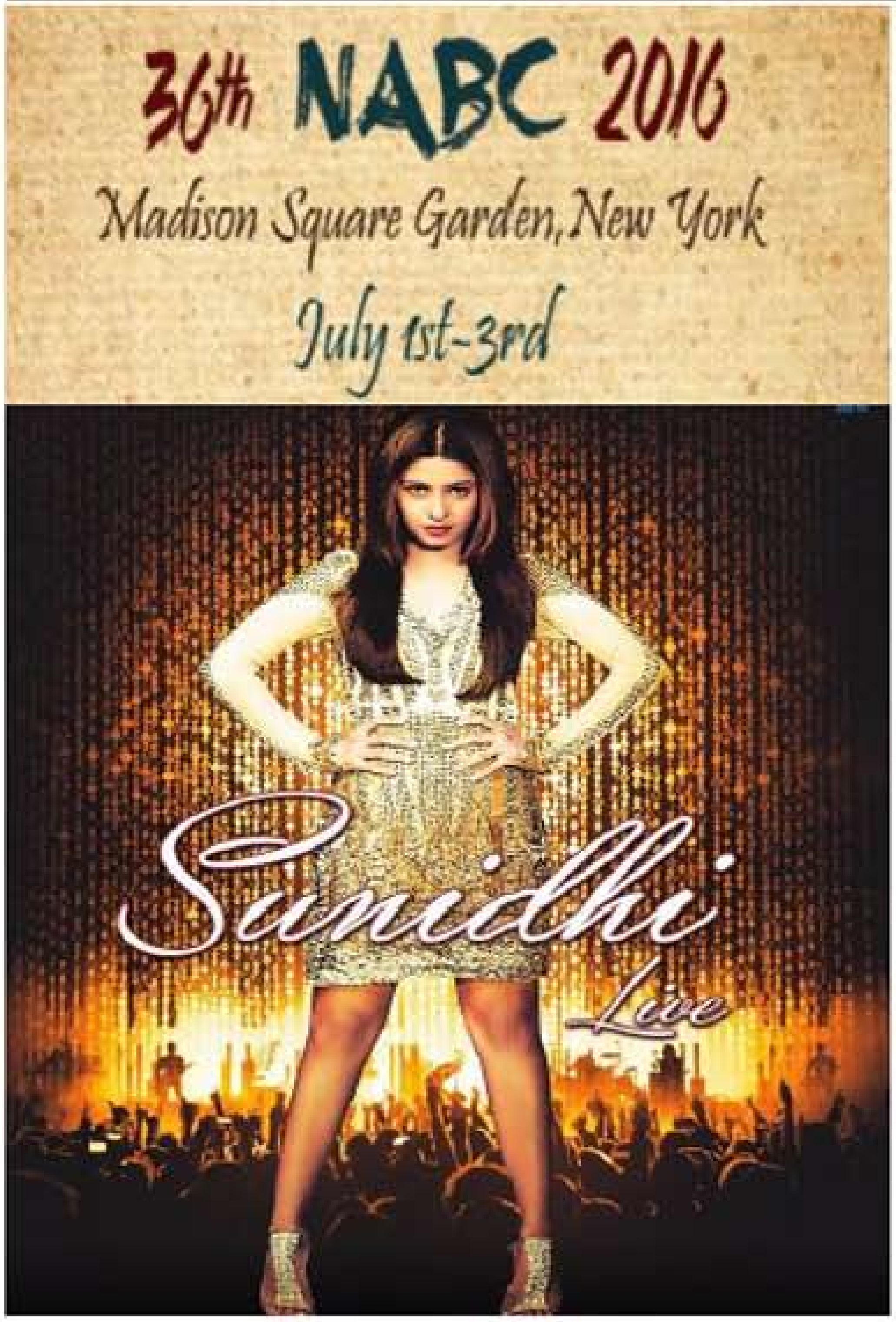

Exciting development from the desk of NABC 2016

HOW CAN YOU MISS THIS GRAND SPECTACLE ????
NABC 2016 announced a blockbuster lineup of eminent and emerging artists: Sunidhi Chauhan, Kavita Krishnamurthy, Pt. Birju Maharaj, Pt. Ulhas Kahsalkar, Dr. L. Subramaniam, Ambi Subramaniam, Emie Watts, Alokananda Roy, Kaushiki, Raghab, Somlata, Supratik, Shreya Guhathakurta, Kartik Das Baul, Deborshee, Sujay Prosad, Purbayan, Sutapa, Dohar Bangla Band, Raya, Ferdous Ara, Laisa Ahmed Lisa, Sukalyan, Indrani Halder, Shuvodeep, SA RE GA MA PA Group, and many more.....

In addition there is a super lineup of Tollywood artists: Abir, Ritupama, Jishu, Shubhoshree, Parambrata, Kaushik Sen, Srabanti, Paoli Dam, Jaya Ehsan, Anindya, Churni, Indrani Halder, Anupam, Somlata, Srijeet Mukherjee, Srijata, Shibaprasad Mukherjee, Kaushik Ganguly, Nandita Roy, Mainak Bhaumik, Suman Ghosh, Srikant Mohta, Rana Sarkar, Firdasul Hasan, Shayam Sunder Dey, Raya Bhattacharya, Gautam Bhattacharya and many more ......
The presence of Binayak Bandyopadhayay, Tilottoma Majumdar, Srijata Bandyopadhayay will grace the literary seminar
To enjoy the fascinating NABC 2016 extravaganza register at: www.nabc2016.com

Kavita Krishnamurthy

Pandit Birju Maharaj

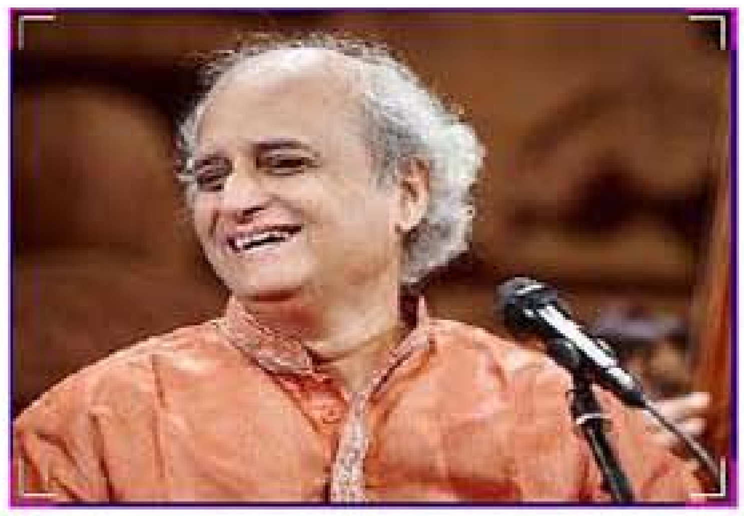
Pandit Ulhas Kahsalkar

Dr. L Subramaniam

Kaushiki Chakraborty

Brajeswar Mukherjee

Laisa Ahmed Lisa

Arnab Bose

Kartik Das Baul

Gayatri GaMarsh Memorial Awards
For Literary Excellence

The Gayatri Memorial Awards were established in 2010 by Jerry GaMarsh to honor his late wife, Gayatri GaMarsh. The program is administered through the Awards & Recognition Committee of Ananda Mandir, Somerset, NJ.

Two cash awards are usually given each year to recognize outstanding works published in North America-based literary magazines. One award is given to an author of Bengali works, and another is given to an author in English. Each award consists of $500 in cash and a commendation plaque. Under certain situations, co-winners may be selected for an award category.

An author may nominate himself/herself -- or may be nominated by third parties (using the Nomination Form shown below). Each nomination should be submitted in duplicate and supported by photocopies of one of the following:

Two (and only two) works of prose (essays, short stories or plays) published in North America-based Bengali or English print or digital magazines within the last five years. The submitted articles should not be more than ten pages long. Longer articles may be disqualified.
In case of poetry, submission may consist of up to four poems, each of reasonable length (2 pages or shorter).
A combination of prose and poetry may be submitted as well. However, please submit no more than one short story, essay or play and two poems.

Please note that unpublished works of literature will not be accepted. Full publication references must be given for the articles submitted with each nomination. Articles published in magazines or websites outside of North America will not be considered.

Nominated authors must be 18 years or older.

Each nominations should include short biography of the author. Judging, however, will be based primarily on the supporting publications. Judges' decisions will be final.

Members of the Awards & Recognition Subcommittee and the judges cannot submit nominations for themselves nor can they be nominated by third parties.

Deadline for nominations (with supporting documents) for the 2016 awards is July 31, 2016. Awards will be announced and presented in the Fall of 2016.

Please send nominations (with supporting documents) to
Debajyoti Chatterji
79 Mackenzie Lane South
Denville, NJ 07834

In case of questions, please email Debajyoti Chatterji (debsmee572@gmail.com) or Guru Chakravarty (guruchakravarty@yahoo.com).

NOMINATION FORM FOR
GAYATRI GAMARSH MEMORIAL AWARDS

Full Name of Author Being Nominated: ______________________________

2. Is the Nominated Author 18 Years of Age or Older? (If no, please do not submit the nomination)
____

Full Address of the Nominated Author: ________________________________

____

____

Phone Number of the Nominated Author: ______________________________

Email Address of the Nominated Author: _______________________________

If the nomination is being submitted by a third party, please provide the full name and contact details of the third party. Also, please confirm that you have the author's approval to submit the nomination on his behalf. _________________

____

____

Please attach a short (one page maximum) biography of the author, highlighting the author's literary interests and accomplishments.

Please attach PHOTOCOPIES of the REQUIRED NUMBER of the author's works of literature. For each work, PROVIDE FULL PUBLICATION DETAILS (name of magazine, publisher's name/address, and date/year of publication). DO NOT ATTACH MORE ARTICLES THAN REQUIRED!

Nominating Person's Statement: "I have read the terms and conditions of the Gayatri Award and agree to abide by them."

Signature of the Author/Nominating Party: ____________________________

বড় জোর মেরে ফেলবে! তা বলে জায়গা ছাড়ব না

প্রবাল গঙ্গোপাধ্যায়, জামালপুর

বছর তিরিশের মেয়েটা বুঝতে শিখেছিল, 'ডাণ্ডার কাছে আপদ ঠান্ডা'! আর সেই বোধটুকু সম্বল করেই 'ভোট-লুঠেরা'দের দিকে তেড়ে গিয়েছেন লাঠি হাতে। সঙ্গে হুঙ্কার, ''মারবি? মার দেখি!'' বর্ধমানের জামালপুরের বধূর পিছনে তখন অন্য পঞ্চাশ মহিলার দল। হাতে লাঠি, বাঁশ। পিছু হটে হামলাকারিরা।

মদ খেয়ে ঘরের বউকে মারধর করা স্বামী বা পা-জোয়ারি করে গণতন্ত্র ছিনতাই করতে আসা রাজনীতির কারবারি— গোলাপি শাড়ির দল 'গুলাব গ্যাং'-এর প্রতিরোধের মুখে এরা পিছু হটেছিল সিনেমার পর্দায়। সবুজ-লাল ছাপা সুতির শাড়ির মালার প্রতিবাদও 'আমার নয়, আমরা'র জন্য।

২০১৩-র পঞ্চায়েত, ২০১৪-র লোকসভা ভোটে গণতন্ত্র চুরি হতে দেখেছেন হুগলি লাগোয়া জামালপুরের দাসপুর গ্রামের বাসিন্দাদের একটা বড় অংশ। তাঁদের অভিযোগ, মেরেধরে ভোটার কার্ড কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। ঘর থেকে বেরোতেই দেওয়া হয়নি। এ বার ভোট আসতেই শুরু হয়েছিল আলোচনা, ''পারব তো ভোট দিতে!''

লোকসভায় সময় জামালপুরে ৪৫ শতাংশ ভোট পেয়েছিল তৃণমূল। বাম এবং কংগ্রেসের ভোট জুড়লেও রয়েছে প্রায় চার শতাংশের ব্যবধান। মূলত দিনমজুর, খেতমজুরদের এই গ্রামের হাপোষা মানুষগুলো প্রাই মুখোমুখি হতে সাহস পাচ্ছিলেন না।

এখানেই খেতমজুর পরিবারের বধূ মালার উল্টো সুর। মূলত বাম সমর্থকদের এলাকা বলে তৃণমূল আমলে অবহেলা উন্নয়ন। প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনায় যে রাস্তা হওয়ার কথা ছিল, সেটি আধ-খেঁচড়া অবস্থায় পড়ে। ১৫০ দিনের প্রকল্পের জব-কার্ড, বিপিএল কার্ড, রেশন কার্ডে নাম তোলার মতো প্রসঙ্গে জানতে চাইলে এলাকার তৃণমূল নেতাদের কাছ থেকে চড়থাপ্পড়ও জুটেছে। সঙ্গে যোগ হয়েছে ভোটের দিন ঘরে আটকে রাখার অভিজ্ঞতা। মালার দাওয়াই ছিল, 'অনেক সয়েছি। পাল্টা দিচ্ছি না, দেখি কী করে!'

প্রথমে অবিশ্বাস ছিল। কিন্তু মালার হাওয়ালাতী জয়া বিশ্বাস, টুম্পা বিশ্বাস, চম্পা সিংহেরা জানাচ্ছেন, আস্তে আস্তে গ্রামের মহিলারা বিশ্বাস করেন 'জোটেই শক্তি'র তত্ত্বে। হপ্তা তিনেক আগে থেকে শুরু হয় মহিলা মহল্লার তোড়জোড়— আত্মরক্ষার অস্ত্র জোগাড়, এক সঙ্গে টহল।

খবর যায় শাসক শিবিরেও। মালার অভিযোগ, স্বামী এবং তাঁর পাশাপাশি তাঁদের দুই শিশুপুত্রকেও ছুরি মেরে খুনের হুমকি দেওয়া হয়েছিল। অভিযোগ নিতে গড়িমসি করে পুলিশ। কিন্তু যে হুমকি দিয়েছিল তাকে চিহ্নিত করে মালা পুলিশকে বাধ্য করেন অভিযোগ নিতে। বলেন, ''আখেরে লাভ হয়েছিল ঘটনাটায়। খেপে উঠে একজোট হয় গ্রামের লোকজন।''

দাসপুরের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ২২৫, ২২৬ নম্বর বুথের ধারে কাছে থেকেই মারধর, গালিগালাজ, হুমকি দেওয়ার অভিযোগ ওঠে শাসক দলের বিরুদ্ধে। ভোট না দিয়েই ফেরেন অনেকে। বেগতিক বুঝে মাঠে নামে মালার 'গ্যাং'। পায়ে পায়ে বুথে পৌঁছন প্রায় জনা পঞ্চাশ মহিলা। দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে গুন্ডারা তেড়ে এসে এক দফা মারধর করতেই রুখে দাঁড়ান মালা ও তাঁর সঙ্গীরা। 'মারবি? মার দেখি' চিৎকার করে ধাওয়া করেন তাঁরা। মুহূর্তে হাওয়া হয়ে যায় আক্রমণকারীরা। নির্বিঘ্নেই ভোট দেওয়া শুরু হয়।

যদিও স্থানীয় তৃণমূল কর্মী এবং জামালপুরের তৃণমূল প্রার্থী উজ্জ্বল প্রামাণিকের দাবি, ''সব অভিযোগ মিথ্যা। আমাদের ছেলেদের বিনা কারণে মেরেছে ওরা।'' ঘটনাটা বুকে বল জোগাচ্ছে বাম নেতাদের। জামালপুরের সিপিএম জোনাল কমিটির সম্পাদক সমর ঘোষ যেমন বলেন, ''মনে হচ্ছে, এলাকাটা এ বার বের করে নেব। মালা যে ভাবে লড়েছে।'' মালা জুড়ছেন, ''আর কত মার খাব সহ্য? বড় জোর মেরে ফেলবে তো! বলে জায়গা ছাড়ব না।''

সৌজন্যে — আনন্দবাজার পত্রিকা

মেরে যখন হাত ভেঙেছে, ভোট দেবই

সুপ্রকাশ মণ্ডল, কল্যাণী

রাতের হুমকিটা যে সত্যিই এমন করে ফলে যাবে, তা স্বপ্নেও ভাবেননি কল্যাণী বিবেকানন্দ পল্লির শিবু দাস। তবে যে নজির তিনি রাখলেন, তাও এই হুমকি ভোটের বাজারে দৃষ্টান্ত হয়ে রইল।

দৃষ্টান্ত হয়ে রইল তাঁর স্ত্রী টুলটুল দাসের ভয় জয় করা জেদও।

তৃণমূলের হুমকি উপেক্ষা করে ভোট দিতে গিয়েছিলেন কাজলা পলিটেকনিক কলেজের শিক্ষক শিবুবাবু। পরিণাম? মেরে তাঁর দুটি হাতই ভেঙে দেয় তৃণমূলের ভৈরব বাহিনী। কিন্তু দমানো যায়নি শিবুকে। ভাঙা হাত নিয়েই ভোট দিয়ে এলেন তিনি।

মাস্তানেরা যখন স্বামীর উপরে চড়াও হয়েছে, বাঁচাতে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন শিবুর স্ত্রী টুলটুলও। মহিলা বলে রেয়াত না করে শাসক দলের বীরপুরুষেরা এলোপাথাড়ি চড়-থাপ্পড় মারে তাঁকে। ভোট দিয়ে এলেন তিনিও। গত কয়েক দিন ধরেই ভৈরব বাহিনী দাপিয়ে বেড়াচ্ছিল নদিয়ার বিস্তীর্ণ এলাকায়। যেখানেই জোটের ভরসায় মানুষ মাথা তোলার চেষ্টা করেছে, সেখানেই ভয় দেখানোর কারবার চালিয়েছে তারা। কখনও হরিণঘাটা, কখনও চাকদহ, কখনও গয়েশপুর— চক্কর দিয়ে বেড়িয়েছে মোটরবাইক বাহিনী। ধরে ধরে শাসিয়েছে, বোমা মেরে বিরোধী প্রার্থীর বাড়িতে ভেঙে দিয়েছে জোটপ্রার্থীর গাড়ির কাচ।

এরা যে ভোটের দিন দাঁত-নখ বার করবে, তা প্রায় প্রত্যাশিতই ছিল। ভোটের আগের রাত থেকেই কল্যাণী, চাকদহ, গয়েশপুরে বাড়ি-বাড়ি হুমকি দেওয়া হয়েছিল— কেউ যেন বুথমুখো না হয়। গেলে সুস্থ দেহে বাড়ি ফেরার দায়িত্ব কেউ যে নিতে পারবে না, তা-ও জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল স্পষ্ট করে হুঁশিয়ারি পেয়েছিলেন কল্যাণী বিবেকানন্দ পল্লির শিবু দাসেরাও কিন্তু তাঁদের মতো অনেকেই মরিয়া ছিলেন, ভোট দিতে যাবেন। তাতে যা হয়, হবে। এমনিই তো ভয়ে মরে আছেন, নতুন করে কী আর হবে— বলছিলেন দাস দম্পতি।

রাতে ওই চোখরাঙানির কথা তুলে শিবু বলেন— ''সোজা বাড়িতে এসে চড়াও হয়েছিল ওদের (তৃণমূলের) গুন্ডাবাহিনী। আমায় অকথ্য গালিগালাজ করে ওরা। যাওয়ার সময়ে ওরা হুমকি দিয়ে যায়, কোনও ভাবেই যেন আমি বা আমার বাড়ির কেউ ভোট দিতে বুথে না যাই। ভেবেছিলাম, ওরা ভয় দেখাতে পারে বুথের রাস্তায় ফের গালিগালাজ করতে পারে। রাস্তা থেকে ফিরিয়ে দেওয়ারও চেষ্টা করতে পারে। কিন্তু এত দূর যাবে, তা ভাবতে পারিনি।''

কত দূর গেল গুন্ডারা? বেলা সাড়ে ১০টা নাগাদ স্ত্রী টুলটুলকে সঙ্গে নিয়ে ভোট দিতে বেরোন শিবু। কেউ যে তাঁদের নজর রাখছে, প্রথমে বুঝতে পারেননি। শিবু জানান, খানিক দূর এগোতেই তৃণমূলের কয়েক জন লোক তাঁদের পথ আটকায়। প্রথমে নিচু স্বরেই তারা তাঁদের বাড়ি ফিরে যেতে বলে। কিন্তু শিবু ভোট না দিয়ে ফিরতে রাজি হননি।

এর পরেই বীরপুরুষেরা গলা চড়ায়। এক ভদ্রমহিলা যে সামনে রয়েছেন, তার পরোয়া করেনি তারা। বরং বাপ-মা তুলে, শ-কার ব-কার দিয়ে গালিগালাজ করতে থাকে। তাতেও শিবু অনড়। ফিরতে রাজি হননি তাঁর স্ত্রীও। ফলে, তাঁদের আরও জেদ চড়ে যায়। ভোট দেবই।

ফল হয় ভয়াবহ। তাড়াই সাজিয়ে রাখা বাঁশ তুলে শিবুকে বেধড়ক মারতে শুরু করে গুন্ডারা। হাত তুলে মাথা বাঁচাতে গেলে তাঁর ডান হাত ভেঙে যায়। মরিয়া হয়ে বাঁ হাত দিয়ে বাঁশ ঠেকানোর চেষ্টা করেন তিনি। ভাঙে বাঁ হাতও। বাঁশের বাড়ি পড়তেই থাকে। শিবু মাটিতে পড়ে যান টুলটুল তাঁকে আড়াল করতে গেলে তাঁকেও চড়-থাপ্পড় মারে শাসক দলের বীরপুরুষেরা। গোলমাল পাকিয়ে উঠছে দেখে শেষে পুলিশ গিয়ে তাঁদের উদ্ধার করে। কিন্তু তার পরেও বাড়ি ফিরতে রাজি হননি দাস দম্পতি। কল্যাণী জেএনএম হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে শিবুর দু'হাতে প্লাস্টার করানো হয় তাঁর। পরিচিতেরা বাড়ি ফেরার ব্যবস্থাই করছিলেন। কিন্তু বেঁকে বসেন টুলটুল।

সৌজন্যে — আনন্দবাজার পত্রিকা

ফের মিস ইন্ডিয়া এক বঙ্গতনয়া

অসমের বাঙালি কন্যে প্রিয়দর্শিনী চট্টোপাধ্যায় জিতে নিয়েছেন মিস ইন্ডিয়ার খেতাব। তাঁর সম্পর্কে জানালেন স্বস্তিনাথ শাস্ত্রী।

অসমের গুয়াহাটিতে প্রবীর চট্টোপাধ্যায় ও পাপিয়া চট্টোপাধ্যায়ের মতো গর্বিত বাবা-মা বোধহয় এই মুহূর্তে দুটি খুঁজে পাওয়া যাবে না। কারণ তাঁদের ছোট মেয়েটি দেশের শ্রেষ্ঠ সুন্দরীর খেতাব জিতে নিয়েছে। গত ৯ এপ্রিল মুম্বইয়ে আয়োজিত মিস ইন্ডিয়া প্রতিযোগিতায় গোটা দেশ থেকে বেছে নেওয়া ১৫ জন চূড়ান্ত প্রতিযোগীর মধ্যে থেকে বিচারকরা প্রিয়দর্শিনী চট্টোপাধ্যায়কে বেছে নিয়েছেন সেরা সুন্দরী হিসাবে। আর সেই সুযোগে প্রিয়দর্শিনী তাঁর পছন্দের হিরো শাহরুখের সঙ্গে স্টেজ শেয়ারও করে নিয়েছেন। প্রসঙ্গত, শাহরুখই এবছরের মিস ইন্ডিয়ার নাম ঘোষণা করেন। প্রিয়দর্শিনীর নাম ঘোষণা করে শাহরুখ তাঁকে স্বাগত জানান বলিউডে। অর্থাৎ এরপর সম্ভবত প্রিয়দর্শিনীর সামনে খুলে যাবে বলিউডের দরজা। তবে এই মুহূর্তে তাঁর সামনে একমাত্র লক্ষ্য বিশ্বের সেরা সুন্দরী প্রতিযোগিতায় নিজের দেশকে শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা এনে দেওয়া। প্রতি বছরই মিস ইন্ডিয়ার খেতাবজয়ীকে পাঠানো হয় মিস ওয়ার্ল্ড প্রতিযোগিতায় দেশের প্রতিনিধি হিসাবে।

আদতে গুয়াহাটির বাসিন্দা হলেও বর্তমানে প্রিয়দর্শিনীর বসবাস দিল্লিতে। সেখানে তিনি হিন্দু কলেজে সমাজতত্ত্ব নিয়ে গ্র্যাজুয়েশন করছেন। স্কুলের পড়াশুনো অবশ্য শেষ করেছেন গুয়াহাটিতেই। মারিয়া'জ পাবলিক স্কুলে।

প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত পর্বে প্রিয়দর্শিনীকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, 'মিস ইন্ডিয়া'-র কী কী গুণ থাকা উচিত। জবাবে তিনি বলেছিলেন, নিজের কাছে সৎ, থাকাটাই প্রধান গুণ হিসাবে বিবেচিত হওয়া উচিত। আর সেটা যেন মিস ইন্ডিয়ার চেহারায় প্রতিফলিত হয়। এই জবাবটাই প্রিয়দর্শিনীকে অন্যদের থেকে এগিয়ে দেয়। আর বিচারকের আসনে ছিলেন, সঞ্জয় দত্ত, ইমতিয়াজ... গৌতম, অর্জুন কাপুর, কবির খান, অ্যামি জ্যাকসন, সানিয়া মির্জা, একতা কাপুর, মণীশ মালহোত্রা, শেন পিকক, ২০১৫ সালের মিস ওয়ার্ল্ড মিরেইয়া লালাগুনা রয়ো। মুম্বইয়ের যশরাজ স্টুডিওতে অনুষ্ঠিত গোটা শো-টির সঞ্চালনা করেন বলিউডের পরিচালক করণ জোহর। শাহিদ কাপুর, বরুণ ধবন, টাইগার শ্রফ, সুনিধি চৌহানরা পরিবেশন করেন নাচ ও গান।

প্রবীরবাবু ও পাপিয়া দেবীর দুটি মেয়ে। প্রিয়দর্শিনী ছোট। বড় মেয়েটি কর্মরত। প্রিয়দর্শিনীর ঠাকুমা ও জ্যাঠা, কাকারা থাকেন অসমের ধুবড়িতে।

ছোট থেকেই প্রিয়দর্শিনীতে মডেলিংয়ের শখ। গুয়াহাটি ছেড়ে দিল্লিতে চলে এসে কলেজে পড়ার পাশাপাশি নিয়মিত মডেলিংও চালিয়ে গিয়েছেন। গত বছরই অংশ নিয়েছিলেন ল্যাকমে ফ্যাশন উইকে। তবে পড়াশুনার অবহেলা করেনি কখনই। কারণ তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস পড়াশুনাই তাঁর সামনে এইসব সুযোগ এনে দিয়েছে। প্রিয়দর্শিনীর ঘুরে বেড়াতে আর নানা ধরনের মানুষের সঙ্গে মিশতে ভালো লাগে। কেমন পুরুষ তাঁর পছন্দ? এই প্রশ্নের জবাবে প্রিয়দর্শিনী জানিয়েছেন, সৎ, বিশ্বাসী এবং সমাজ ও মহিলাদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল পুরুষই তাঁর পছন্দ। আজকের যুবসমাজের প্রতি নতুন মিস ইন্ডিয়ার পরামর্শ, ইতিবাচক হও, যাই হোক তা নিয়ে অনুযোগ করো না আর সমাজকে বসবাসযোগ্য করে তোলার চেষ্টা করো।

পড়াশুনো আর মডেলিংয়ের বাইরে প্রিয়দর্শিনীর প্রিয় বিষয় হল থিয়েটার, নাচ এবং ট্রেকিং। এছাড়া দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়াতে এবং নতুন নতুন মানুষজনের সঙ্গে আলাপ জমানোও তাঁর নেশা।

ইতিমধ্যেই প্রিয়দর্শিনীর ফেসবুক পেজ ছেয়ে গিয়েছে প্রতিযোগিতার বিভিন্ন পর্বের ছবিতে। কোথাও দেখা যাচ্ছে তিনি শাহরুখ খানের কোমর জড়িয়ে ধরে নাচছেন, আবার কোথাও তিনি পোজ দিয়েছেন সহ প্রতিযোগীদের সঙ্গে। লাইকে লাইকে ভর্তি হয়ে গিয়েছে সেসব পেজ। সুস্মিতা সেন ও তনুশ্রী দত্তের পর প্রিয়দর্শিনীই তৃতীয় বাঙালি তনয়া যিনি মিস ইন্ডিয়ার মতো প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা পেলেন।

সৌজন্যে — বর্তমান

"RIVA GANGULY DAS" INDIA'S NEW CONSUL GENERAL IN NEW YORK

Pabitra Chaudhuri

Riva Ganguly Das has taken over charge of New York consulate,which caters service to 1.8 million people.in Northeast USA.

The Consulate organized an interaction with media, TV and Press on March 30 ,at the consulate.

Consul General Ms Riva Ganguly Das informed that Hindi language Day will be observed in a fitting way..Second International Yoga Day will be observed in June ,where Consulate will take a large role . She invited the community to participate in effective way. Apart from speedy improvement in consular services she will explore ways for effective Help Line mechanism ,Thrust will be on ways to strengthen India-US relations. Another area of attention will be to attract more young people and engage them. Consulate will try to build -up relationship with Universities in this region.

Ashok Vyas suggested introduction of DAYS (DIVAS), to signify the formation of all States. , as Rajasthan DIVAS on March 30., day of its formation and showcase it with its specialties.

Answering Sukumar Roy , the Consul General advised that Community Outreach Days started by last Consul General MrD Mulay will continue. and the difficulties in services of Visa and

Passport will be eased out.The Deputy Consul General Manoj Kumar Mohapatra told that already they started a scrutiny every friday of each pending. case. Consulate started Emergency Tatkal services and it is done that way - Tatkal.

Joseph Philips thanked as the interaction is a Need.

Nala Sangam referred it as a good way to communicate with people and share ideas and acts. ..

NEGATIVE PRESS – BY MAINSTREAM AND EVEN ETHNIC INDO-AMERICAN MEDIA

Pabitra Chaudhuri pointed out that the Media always try to paint India in a negative way. In early 80's New York visit by Indira Gandhi got a front page cover in Daily News and then it took over three decades and in 2014 PM Narendra Modi's visit got frontal coverage .in media Again , a small particular incident affecting very few people in India gets world-wide coverage but News on Kashmir' Bangladesh minorities and such others are censored. The recent violent large armed attack in January in Kaliachak of West Bengal goes mostly censored. This bias is present not only in Mainstream but also in ethnic Indian American media.The truthful efforts by non-commercial small media and individual researchers do not have much impact .Pabitra proposed if the Consulate can guide / form some Research groups with participation from the community to address the situation.

Consul General thanked Pabitra that he has raised the issue as it is very close to her heart and to of so many people .She said it is in her DNA. She is aware of the situation and has a mind to work toward that goal.

It Is a very good start by the new Consul General Riva Ganguly Das.in New York The audience was very much appreciative of her ideas

& projections and the ease in assembly.

Of course ,later told her that after 2005, the large Banga Sammelan is taking place in New York this year , it will be superb if she spends some good time with Bengalees participating from all over USA at the Sammelan for all these three days.

আগের ভূমিকায় ফিরতে চেয়ে প্রশংসা কুড়োল পুলিশ

হঠাৎ যেন খোলস ছেড়ে বেরিয়ে এল পুলিশ।

এই সে দিনও হামলার মুখে টেবিলের তলায় ঢুকে মুখে ফাইল চাপা দিয়ে লুকিয়ে পড়েছিল আলিপুর থানার পুলিশ। শাসক দলের নেতারা তো বটেই, আইনভঙ্গকারী দুষ্কৃতীরা পর্যন্ত খুশিমতো পুলিশ পিটিয়ে চলেছিল। পুলিশকে যেন ভয় পেতেই ভুলে গিয়েছিলেন মানুষ। ১৭ এপ্রিল বীরভূমের ভোট থেকেই 'আসল চেহারা'-য় ফিরতে চেষ্টা করছিল পুলিশ। তৃতীয় দফায় নির্বাচনে সেই চেষ্টাটি আরও ব্যাপক হল। বিরোধীরা কম-বেশি সবাই পুলিশের ভূমিকায় প্রশংসা করেছেন। পাশাপাশি পুলিশের অতি সক্রিয়তার নালিশ গিয়েছে তৃণমূল ভবনে।

এদিন কেমন সক্রিয় ছিল পুলিশ?

জোড়া ফুলে ছাপ না-দিলে ফল ভাল হবে না বলে বেলেঘাটার শক্তি সঙ্ঘ বিদ্যায়তন স্কুলে ভোটারদের হুমকি দিচ্ছিল কিছু ছেলে। কেউ এক জন ফোন করে খবরটি পৌঁছে দিলেন পুলিশের কানে। মিনিট দশেকের মধ্যেই বিরাট পুলিশ বাহিনী পৌঁছে লাঠি উঁচিয়ে তাড়া করতেই পড়িমড়ি ছুট লাগাল ছেলেগুলি। তার মাঝখান থেকেই এক জনের কলার চেপে ধরলেন কলকাতা পুলিশের ডিসি (ইএসডি) ধ্রুবজ্যোতি দে।

মানিকতলা কেন্দ্রে হোলি চাইল্ড স্কুলের কাছে এক সিপিএম কর্মীকে ধরে মারা হচ্ছে। কেন্দ্রীয় বাহিনী নিয়ে মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই পৌঁছে গেল পুলিশের বড় একটা দল। গাড়ি থেকে নেমেই লাঠি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল হামলাকারীদের উপরে। পুলিশ যে তাদের এমন ভাবে আক্রমণ করবে, তা যেন ভাবতেই পারেনি হামলাকারীরা।

জেলাতেও একই ছবি। বীরভূম থেকে গোরু এনে বর্ধমানের কেতুগ্রাম, মঙ্গলকোট, আউশগ্রামে ভোট করানোর হুকুম ছিল অনুব্রত মণ্ডলের। বর্ধমান জেলা পুলিশ যে তাঁকে নিরাশ করবে না, সে ব্যাপারে নিশ্চিত ছিলেন অনুব্রত। কারণ, ভোট করাতে বর্ধমানে হাজির হয়েছিলেন ওই জেলার এক সময় কাজ করে যাওয়া কিছু পুলিশকর্তা। কিন্তু অনুব্রত মণ্ডলের আশ পূরণ হয়নি। জেলা পুলিশের বর্তমান কর্তারা এতটাই কড়া ছিলেন যে গোরু ঢোকানোর ঝুঁকি নিতে চাননি বীরভূমের দোর্দণ্ডপ্রতাপ তৃণমূল নেতা। পুলিশের এই ভূমিকার কথা অনুব্রত পৌঁছে দিয়েছেন তৃণমূল ভবনেও।

কীসের জাদুতে হঠাৎ করে এমন বদলে গেল পুলিশ? শাসক দলের দলদাসের ভূমিকা ছেড়ে বিরোধীদের প্রশংসাই বা কুড়িয়ে নিল কী ভাবে?

ভোটের আগে রাজীব কুমারকে কলকাতার পুলিশ কমিশনার পদ থেকে সরিয়ে এবং রাজ্যের ডিজিপি কে কড়া দাওয়াই দিয়ে নির্বাচন কমিশন যে বার্তা দিতে চেয়েছিল, এটা তারই প্রভাব বলে মনে করছেন লালবাজার ও ভবানী ভবনের কর্তাদের একটা অংশ। লালবাজারের অন্দরের খবর, ভোটের দিন নিরপেক্ষ ভাবমূর্তি রাখতে যা যা করা দরকার, সবই করার অনুমতি দিয়েছিলেন নতুন পুলিশ কমিশনার সৌমেন মিত্র। ডিজি-র কাছ থেকেও বার্তা গিয়েছিল নিচুতলার অফিসারদের কাছে। বলা হয়েছিল রাজনৈতিক রং না-দেখেই কাজ করতে। এই প্রসঙ্গে কলকাতা পুলিশের এক অফিসার জানান, বীরভূমের নির্বাচনের আগের দিন জেলা সব আইসি-দের ডেকে এক আইজি বলে দিয়েছিলেন, বছরের একটি দিন (নির্বাচন) তাঁরা যেন প্রশাসনের জন্য কাজ না করেন। নির্দেশ ভঙ্গকারীদের যে তিনি সাজা দেবেন, সে কথাও জানিয়ে দিয়েছিলেন ওই আইজি। সেই নির্দেশটাই পৌঁছে গিয়েছে কলকাতা ও রাজ্য পুলিশের নিচু স্তরে।

পুরভোটে উত্তপ্ত থাকা কলকাতার কাশীপুরের সকাল থেকেই ঘাঁটি গেড়েছিলেন ডিসি (নর্থ) শুভঙ্কর সিংহ সরকার সহ তিন জন ডেপুটি কমিশনার। সঙ্গে বিরাট কেন্দ্রীয় বাহিনী। দফায় দফায় টহল হয়েছে। অলিগলিতেও আনাগোনা ছিল পুলিশের। এলাকার দুই 'দাদা' স্বপন চক্রবর্তী ও আলোয়ার খানকে বোতলবন্দি করে মানুষের মধ্যে আস্থা ফিরিয়ে এনেছিল বাহিনী। তবে এ সবের মধ্যেই কমিশনকে গালিগালাজ করেন আলোয়ার খান। কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হতে পারে আঁচ করে পুলিশের নজরদারি গলে উধাও হয়ে গিয়েছিলেন তৃণমূল নেতা আলোয়ার খান। কমিশন যখন আলোয়ারকে গ্রেফতার করার নির্দেশ দিল তখন দেখা গেল পাখি পালিয়েছে। পুলিশের কৃতিত্বের দাগ বলতে এটুকুই। চার ঘণ্টার মধ্যেই অবশ্য পাকড়াও করা হয় আলোয়ারকে।

তবে এ সবের মাঝে কিছু কিছু 'অতিসক্রিয়তা'র অভিযোগও উঠেছে। যেমন ভোট এলাকায় দোকানপাট বন্ধ রাখতে নির্দেশ দিয়েছিল পুলিশ। কিন্তু উত্তর কলকাতার একটি নামী মিষ্টির দোকানে সে নির্দেশ না-মানায় সেখানে পুলিশ মারধর করেছে বলে অভিযোগ। কেন্দ্রীয় বাহিনীর লাঠির আঘাতে মানিকতলা কেন্দ্রের অরবিন্দ সরণিতে সোনি সাউ নামে এক যুবক আহত হয়েছেন। পুলিশের দাবি, সোনির কাছে কোনও বৈধ পরিচয়পত্র না থাকায় জওয়ানেরা তাঁকে বেরিয়ে যেতে বলেছিলেন। সোনি পাল্টা জওয়ানদের উপরে চড়াও হলে তাঁকে লাঠিপেটা করা হয়। মন্ত্রী সাধন পাণ্ডের মেয়ে শ্রেয়া পাণ্ডের অভিযোগ, ''পুলিশ মহিলাদের ওপরেও লাঠি চালিয়েছে।''

লালবাজার সূত্রের খবর, এ দিন ছ'শোর মতো অভিযোগ জমা পড়েছে। ১০০ নম্বরে ফোন করে ও ই-মেলেও অনেকে অভিযোগ জানিয়েছেন। অভিযোগ এসেছে নির্বাচন কমিশনের কাছ থেকেও। দিনের শেষে অনেকটা তৃপ্ত যুগ্ম কমিশনার (সদর) সুপ্রতিম সরকার বলেন, ''অভিযোগ পেলেই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। শহরে কোনও বড় গোলমাল ঘটেনি।'' ৬৩ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। শুধু বেলেঘাটা থেকেই ধরা হয়েছে ৫২ জনকে।

তবে পুলিশের এ দিনের ভূমিকায় বিরোধীরা খুশি। চৌরঙ্গির কংগ্রেস প্রার্থী সোমেন মিত্র বলেন, ''আমরা চেয়েছিলাম মানুষ নির্বিঘ্নে ভোট দিক। সেই ব্যবস্থা পুলিশ করে দিয়েছে।'' কংগ্রেস নেতা প্রকাশ উপাধ্যায়ের মন্তব্য, 'আমি পুলিশ কমিশনারকে ধন্যবাদ দিচ্ছি। মানুষ নির্বিঘ্নে ভোট দিতে পেরেছেন।' সিপিএম সাংসদ মহম্মদ সেলিমের মতে, কয়েকটি ব্যতিক্রম ছাড়া পুলিশের ভূমিকা ভাল। মানিকতলা, কাশীপুর-বেলগাছিয়া, বেলেঘাটার কিছু এলাকায় তৃণমূল হামলা চালানোর চেষ্টা করলেও পুলিশের জন্য সফল হয়নি। পুলিশের প্রশংসা করেছেন জোড়াসাঁকোর বিজেপি প্রার্থী রাহুল সিংহ। তিনি বলেন, ''নির্বাচন কমিশন পুলিশকে ঠিক ভাবে কাজে লাগাতে পেরেছে। রাজীব কুমার অপসারিত হওয়ায় কলকাতা পুলিশ নিরপেক্ষ ভাবে কাজ করতে পেরেছে।'

কী বলছে শাসক দল? তৃণমূল ভবন কোনও প্রতিক্রিয়া জানায়নি। তবে উত্তর কলকাতার তৃণমূল সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য, ''পুলিশ শাসক দলের হয়ে কাজ করেনি।'

সৌজন্যে – আনন্দবাজার পত্রিকা

পরমদা - এঞ্জিনীয়ার, কাম লাঠিয়াল, কাম হাস্য-কৌতুক লেখক

রাহুল রায়

পরমদা, অর্থাৎ পরম বোনার্জী (ব্যানার্জী নয়, উনিই ভুল ধরিয়ে দিয়েছিলেন)-র সাথে প্রথম আলাপ বস্টনে উনিশশো একানব্বই সালের বঙ্গ সম্মেলনে। আমি ও আমার স্ত্রী স্বপ্না তখন উদ্যোক্তা হিসাবে ব্যাক-স্টেজে শিল্পী-কন্ট্রোল, অর্থাৎ কার পরে কে আসবেন, কি কি লাগবে, সাউন্ড ও লাইট—কন্ট্রোল কি ভাবে হবে ইত্যাদি নিয়ে ব্যস্ত তখন এক দীর্ঘ-দেহ, গৌরবর্ণ, অত্যন্ত সুপুরুষ এক ভদ্রলোক নিজে এসে পরিচয় দিলেন 'আমার নাম পরম বন্দ্যোপাধ্যায়। আমি লাঠি-খেলা দেখাবো।' লাঠি-খেলা! দেখে যা বুঝলাম, ভদ্রলোক বয়সে আমার থেকে বেশ খানিকটা বড়। উনি দেখাবেন লাঠি-খেলা! কিন্তু ভদ্রলোক তখন খালি গায়ে, মাথায় ফেট্টি আর মালকোঁচা দিয়ে ধুতি পরে একেবারে রেডী।

লাঠি-খেলার কথায় আমার অনেক ছোটবেলায় শোনা ব্রতচারী-ব্যায়াম ও তার প্রতিষ্ঠাতা গুরুসদয় দত্তের কথা মনে পড়ে গেল। রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সঙ্ঘ বা 'আর-এস-এস'-এর সদস্য-সদস্যাদের লাঠি-হাতে অস্ত্রী ব্যায়ামের সুখ্যাতি বা কুখ্যাতি এখন প্রায়ই শোনা যাচ্ছে। কিন্তু স্বাধীনতা-পূর্ব ভারতে ব্রতচারী-ব্যায়াম, লাঠি-খেলা, ছুরি-খেলা-এসব ছিল শারীরিক স্বাস্থ্য ও মানসিক স্বাস্থ্য-গঠন ও পরাধীন দেশকে অধীনতার গ্লানি থেকে রক্ষা করার একটা অস্ত্র হিসাবে দেখা হোত। এখনো মনে পড়ে ব্রতচারী ব্যায়ামের ব্যান্ড-ছড়াই-এর কথা—'চলো কোদাল চালাই/ভুলে মানের বালাই/খাবো ক্ষীর আর মালাই'—ইত্যাদি।

কিন্তু ব্রতচারী প্রতিষ্ঠাতা গুরুসদয় দত্তের নামে কলকাতায় একটা রাস্তার নাম ছাড়া ব্রতচারী, লাঠি-খেলা এসব আর এখন কে আর মনে রেখেছে! আমরা স্বাধীন হয়েছি—সুতরাং এসবের আর কি দরকার—এইরকম ব্যাপার আর কি। কিন্তু পরমদার দিকে তাকিয়ে ও তাঁর সাথে কথা বলে মনে হল সবাই না হলেও পরমদার মত কিছু লোক তা মনে রেখেছে। পরমদার বয়স তখন হবে অনুমানিক সত্তরের ঘরে। কিন্তু সেই সত্তর বছরের যুবক পরমদা অত্যন্ত সাবলীল ভাবে ও উপস্থিত সবাইকে হতবাক করে দিয়ে লাঠিখেলা দেখালেন। মনে হল উনি যেন বলতে চাইছেন—দেখলি এখনো বুড়ো হাড়ে শক্তি কতো!

এর পরে পরমদার সাথে একটু ভালো করে আলাপ হওয়ার পর জানা গেল যে উনি আমাদের ঘনিষ্ঠ বন্ধু গোপা কুমারের মেসোমশাই। পেশায় এঞ্জিনীয়ার। বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত। আরো জানা গেল যে ওঁর পুরো নাম শ্রীপরমানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় যা সাহেবদের মুখে 'পেরোম বোনার্জী'। পরমানন্দ-ই বটে। পরমদার স্বভাবটি এমন যে তিনি সদা আনন্দে থাকেন, সবাইকে আনন্দ দেন—সে লাঠি খেলাই হোক, বা কৌতুক রসেই হোক।

সেতো গেল বঙ্গ সম্মেলনের ব্যস্ততার মধ্যে অল্প চেনা। পরমদার অন্য এক পরিচয় আগেই পেয়েছিলাম নিউ ইয়র্ক থেকে প্রকাশিত, বঙ্গ সংস্কৃতি সঙ্ঘের মুখপত্র 'সংবাদ বিচিত্রা'-র পাতায় পাতায়। আমি তখন সবে ছোট-খাটো কিছু লিখে 'সংবাদ বিচিত্রা'-র পাতায় হাত-মকশো করা শুরু করেছি, লেখক হিসাবে পরিচয় দূর অস্ত। পরমদার হাতে কৌতুক রস ছিল একেবারে ন্যাচারাল। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের টেনিদার ভাষায় 'হুই স্লাং, যাকে বলে মেফিস্টোফিলিস ইয়াক ইয়াক'। কতো কবিতা/ছড়া, কতো কৌতুক গল্প। সেই সৃষ্টি এই সেদিন অর্থাৎ গত বছর পর্যন্ত অব্যাহত ছিল—পরমদার নব্বই-উর্দ্ধ বয়সে! পরমদার লেখায় সবচেয়ে আকর্ষণীয় ছন্দের সাবলীলতা ও শব্দের প্রয়োগ, ও সর্বোপরি কৌতুক-রস। এ ব্যাপারে পরমদাকে সুকুমার রায়ের ভাব-শিষ্য বলা যায়, যদিও সুকুমার রায়ের মত ননসেন্স বা আজগুবি জগতে পরমদা বিচরণ করতেন না। লেখার ভাষা ছিল আশ্চর্যরকমভাবে ব্যবহারিক। যেমন পরমদার লেখায় আপাতদৃষ্টিতে অদ্ভুত—'ব্যাটা', 'শালা', 'মুরুব্বির পো' ইত্যাদি শব্দ এসেছে একেবারে স্বাভাবিকভাবে। আশি-নব্বই বছরের লেখকের হাতে পুরোনো পন্থার কোন চিহ্নই নেই!

এর আগে টুক-টাক কথা হয়েছে ফোনে। একদিন টেলিফোন মেসেজে শুনতে পেলাম পরমদার ভারী গলায়—'রাহুল, যতো তাড়াতাড়ি পারো ফোন করো—কথা আছে।' কি কথা? 'আমি একটা বাংলা অভিধান লিখছি—অন্ত্যমিল অভিধান—এরকম বাংলায় নেই।' সত্যি-মিথ্যে জানি না, কিন্তু একজন বেশ বয়স্ক লোকের এইউৎসাহ দেখে আমি হতবাক। আমার কি দরকার? 'যথারীতি পাবলিশার সময় নিচ্ছে তো নিচ্ছেই। তুমি কি শিগগির দেশে যাচ্ছো? তাহলে ম্যানুস্ক্রিপ্ট হাতে-হাতে পাঠিয়ে দেবো।'

অনেক টাল-বাহানার পর সেই অভিধান প্রকাশিত হল। পরমদা কি খুশি—'রাহুল, শেষ পর্যন্ত আমার জয় হোল। যাইহোক, আমি তোমায় কয়েকটা কপি পাঠাচ্ছি। যতগুলো পারবে বিক্রী করো। আরো কয়েকজনকে দিয়েছি। বিক্রীর যা টাকা উঠবে সেটা আমি আমার আলমা মাস্টার—স্কটিশ চার্চ কলেজে দান করবো।'

বিস্ময়কর ব্যাপার নানা জনের প্রচেষ্টায় পরমদার এই বই বেশ কিছু বিক্রী হয়েছে ও পরমদা বেশ একটি বড় অঙ্কের টাকা স্কটিশচার্চ কলেজে দিতে পেরেছেন। এটা কিছু গৌণ ব্যাপার মনে করার কোন কারণ নেই! 'দেব সাহিত্য কুটির' থেকে প্রকাশিত পরমদার 'অন্ত্যমিল অভিধান' বাংলা ভাষা ও সাহিত্য জগতে পরমদাকে অমর করে রাখবে। এই অভিধানের প্রথম দিকে অন্নদাশঙ্কর রায়, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, শঙ্খ ঘোষ, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, নবনীতা দেবসেন, জয় গোস্বামী ও দেবাশীষ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ গুণীজনের স্তুতি-বাক্যে এর প্রমাণ রয়েছে।

আমরা, যারা বাংলাভাষা, সংস্কৃতিকে প্রাণের সম্পদ বলে ভালোবাসি, যারা আসবে আমাদের পরে তারা সবাই পরমদাকে অকৃপণ ধন্যবাদ জানাচ্ছে ও জানাবে তাঁর এই অসীম কীর্তির জন্য। পরমদা বেঁচে থাকবেন আমাদের স্মরণের মধ্যে।

পরলোকে পরম বন্দ্যোপাধ্যায়

উত্তর আমেরিকার বাংলা সাহিত্যের যশস্বী লেখক পরম বন্দ্যোপাধ্যায় গত ২৪শে এপ্রিল, ২০১৬, ইহলোকের মায়া ত্যাগ করে পরলোকে গমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৩ বৎসর। তিনি কলকাতার স্কটিশচার্চ স্কুলের প্রাক্তনী ছিলেন। পরে ইঞ্জিনীয়ারিং পাশ করেন। চাকুরী জীবনে তিনি কলকাতা ট্রাম কোম্পানীর সাথে যুক্ত ছিলেন। পরে তিনি নিজে একটি কারখানা স্থাপন করেন। তাঁর লেখা গল্প, কবিতা ও বিভিন্ন রম্য রচনা পাঠকদের ভূয়সী প্রশংসা অর্জন করেছে। তিনি তাঁর সাহিত্য রচনার জন্য উত্তর আমেরিকার "গায়ত্রী গামার্শ" পুরস্কার পান গত বৎসর। তাঁর লিখিত "অন্তমিল অভিধান" লেখক ও কবিগণের কাছে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছে। সিএবি-র প্রাক্তন সদস্যও ছিলেন তিনি। মৃত্যুকালে তিনি তাঁর স্ত্রী, কন্যা ও জামাতাদের রেখে গেছেন। "সংবাদ বিচিত্রা" তাঁর আত্মার মুক্তি কামনা করে এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারকে সমবেদনা জানাচ্ছে।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

পাঠকদের প্রতি অনুরোধ

যেকোনও বিষয়ে আপনার সুচিন্তিত মতামত জানাতে সংক্ষেপে চিঠি লিখুন। পরিষ্কার বাংলায় হাতে লেখা বা টাইপ করা চিঠি ই-মেল / স্ক্যান বা ডাকে পাঠান।

চিঠি পাঠানোর ঠিকানাঃ

email : dcha42@aol.com or
DILIP CHAKRABARTI
200 WINSTON DRIVE # 2920
CLIFFSIDE PARK, NJ - 07010

অনির্বাচিত লেখা ফেরৎ দেওয়া সম্ভব নয়

INDIAN born, Americal citizen, 34 yrs/5'6", Christian male seeks alliance, Works in finance, pursuing CPA. Email biodata with recent photo : doss4200@yahoo.com

HANDSOME, charming, 37/6 ft, Jatt Sikh, ambitious educate (BA/LLB/LLM) down to earth, NY Attorney seeks attractive, slim, family orientated woman for life partner (Sikh/Hindu 28-39), responses must include pic. admin@southasianmillionairesclub.com Phone : (604) 765-4389

HINDU parent seek alliance for their son, 30 yrs.6'. MS in Computers, lives in Boston, warm and smart, looking for US born and raised. Send profile with photos to :

VACANT TWO STORY SINGLE FAMILY HOME FOR SALE

TWO STORY SINGLE FAMILY HOME IN
SECTOR 1 OF SALT LAKE, KOLKATA
(WALKING DISTANCE TO CITY CENTER AND PLANNED METRO STATION)

FOR 3.2 CRORES. THE HOUSE IS ON 4+ KOTTAHS, HAS TWO INDEPENDENT FLOORS HAVING 3 BED ROOMS, 2 WESTERN STYLE BATH ROOMS, TWO GARAGES, KITCHEN AND LIVING ROOM. THERE ARE NO TENANTS.

Please contact :
JAYANTA GUHA

মুসলমানরা যখন রাজনীতির 'ভোটব্যাঙ্ক'

মিলন দত্ত

মুসলমান 'ভাগ করার' চেষ্টা সব রাজনৈতিক দলেরই বিরাট মাথাব্যথা। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুসলিম ভোটব্যাঙ্ক একশো ভাগ নিশ্চিত করতে ওঠে পড়ে লেগেছেন। তবু বাংলার মুসলিম সমাজের কোনও উন্নতি হল না।

ভোট এলেই মুসলমানদের 'ভাগ করার' তোড়জোড় শুরু হয়ে যায়। বহু দিন ধরেই রাজ্য রাজনীতিতে এই রেওয়াজ। ইদানীং আর ভোটের সময়টুকুতে তা আটকে নেই, বছরভর নানা ভঙ্গিতে চলছে এর মহড়া। কখনও নেত্রী চাদরে মাথা ঢেকে মুসলমানি ধরনে পর্দা করে, কখনও নামাজ বা দোয়ার ভঙ্গি করে, বক্তৃতার শেষে।(ভুল আরবায়) 'ইনশাআল্লা' বলে, ইমাম-মুয়াজ্জিনদের মাসিক ভাতার ব্যবস্থা করে মুসলমানের 'ভাগ করে' চলেছেন। এতে রাজ্যের সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুর কাছে সংখ্যালঘু মুসলমান তোষণ নেওয়ার দায়ে অভিযুক্ত হয়েছেন, 'ভোটব্যাঙ্ক' হিসেবে চিহ্নিত হয়েছেন।

ভোটব্যাঙ্ক অভিধাটি সংবাদমাধ্যমে প্রায়শ ব্যবহার হয়ে থাকে। এমনকী মুসলমানদের অনেকেই নিজেদের কোনও না কোনও দলের ভোটব্যাঙ্ক ভেবে শ্লাঘা বোধ করেন। অনেক মুসলমান ভদ্রলোককে বলতে শুনেছি, মুসলমানদের ভোটেই এত দিন সিপিএম ক্ষমতায় ছিল। বামফ্রন্টকে সরিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসকে ক্ষমতায় আনার মূলেও নাকি মুসলমানদেরই একচেটিয়া সমর্থন। এ রাজ্যে রাজনৈতিক পট পরিবর্তনে মুসলিম ভোটব্যাঙ্কের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে বলে মনে করেন অনেক রাজনৈতিক পণ্ডিতও। কোনও সম্প্রদায়ের গায়ে ভোটব্যাঙ্কের ছাপ লেগে যাওয়াটা যে কত বড় অপমানের সেটা বোধ হয় তাঁরা ভেবে দেখেননি।

তথ্য ভিন্ন কথা বলে। রাজ্যে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলা তিনটি মালদহ, মুর্শিদাবাদ এবং উত্তর দিনাজপুর। এ ছাড়া দক্ষিণ দিনাজপুর, বীরভূম, হাওড়া, নদিয়া এবং দুই ২৪ পরগনার অনেকগুলো গ্রামীণ বিধানসভা কেন্দ্রে মুসলিম জনসংখ্যা এতটাই বেশি যে তারা চাইলে ভোটে নির্ণায়ক শক্তি হয়ে উঠতে পারে। এটা সত্য যে, এ রাজ্যে অন্তত ৭০টি বিধানসভা কেন্দ্রে প্রার্থীর ভাগ্য নির্ধারণ করতে পারে মুসলিম ভোটাররা। আরও ৩০ থেকে ৩৫টি আসনে চাইলে মুসলমান ভোটাররা নির্ণায়ক হয়ে উঠতে পারে। ইদানীং মুসলিম অধ্যুষিত কেন্দ্রে রাজনৈতিক দলগুলো মুসলিম প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে। এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে এখন পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় মুসলিম প্রতিনিধি প্রায় ২০ শতাংশ। ২৯৪ জনের বিধানসভায় ২০০৬ সালে মুসলিম বিধায়ক ছিলেন ৪৬ জন। ২০১১ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ৫৯। জনপ্রতিনিধিদের এই বর্ধিত সংখ্যাই যে সরকারের মুসলিম উন্নয়নের নীতিকে প্রভাবিত করতে পেরেছে তেমনটা বলা যাচ্ছে না।

তবে এটা লক্ষণীয় বিষয় হল, রাজ্যে মুসলমান ভোটারের উত্তরোত্তর বৃদ্ধি সত্ত্বেও মুসলিম কোনও রাজনৈতিক দল কিন্তু কিছু করে উঠতে পারেনি। ১৯৭০ সালে অজয় মুখার্জির মন্ত্রিসভায় মুসলিম লিগ ছিল। ওই সময় পশ্চিমবঙ্গে ইন্ডিয়ান ইউনিয়ন মুসলিম লিগের ছিল সাতজন বিধায়ক। গত চল্লিশ বছরে সে দলের অস্তিত্ব এ রাজ্য থেকে মুছে গেছে। জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের পশ্চিমবঙ্গশাখার সাধারণ সম্পাদক সিদ্দিকুল্লাহ্ চৌধুরী পিপলস ডেমোক্র্যাটিক কনফারেন্স অব ইন্ডিয়া নামে একটা দল তৈরি করে ভোটে লড়েছিলেন। কিছুই করে উঠতে পারেননি। রাজ্যের হাজার মাদ্রাসা ছাত্র আর তাবড় তাবড় উলামা-মৌলবিদের নামিয়ে প্রচুর খরচ করেও এ রাজ্যের মুসলমান ভোটারদের ভোট তিনি পাননি। বিধায়ক হওয়ার জন্য তাঁকে এ বার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে জুটি বাঁধতে হল। ওয়েলফেয়ার পার্টি অব ইন্ডিয়া এবং সোশাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি অব ইন্ডিয়া নামে আরও দুটো 'মুসলিম' পার্টি এ রাজ্যে ভোটে লড়ে। কিন্তু তাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে মুসলমানরাও সম্ভবত অবগত নয়। বহু বছর ধরে আসাদুদ্দিন ওয়াইসির অন্ধ্রপ্রদেশ ভিত্তিক পার্টি মজলিস-এ ইত্তেহাদুল মুসলিমিন পশ্চিমবঙ্গে ঢোকার চেষ্টা করে চলেছে। এ বার বিধানসভা নির্বাচনে প্রার্থী দেওয়ারও কথা ছিল। সম্ভবত বিহারে বিধানসভা ভোটে সাম্প্রতিক বিপর্যয়ের ফলে সিদ্ধান্ত পরিবর্তিত। এই দলগুলোর বেশির ভাগ প্রার্থী জামানতের টাকাও ফেরত পান না। মুসলিম ভোটব্যাঙ্ক যদি থেকেই থাকে তা হলে এটা হবে কেন? তার মানে, পশ্চিমবঙ্গে মুসলমান ভোটাররা নির্বাচনে মুসলিম পরিচিতির বদলে রাজনীতিকে অগ্রাধিকার দেন।

তৃণমূলশাসনের পর থেকে মুসলমানকে ভোটব্যাঙ্ক হিসেবে দেখার অভ্যেসটা যাচ্ছে না। জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ রাজ্যে ছোট বড় মিলিয়ে ৭৪১টি খারিজি মাদ্রাসা নিয়ন্ত্রণ করে। সেখানকার প্রায় ৩০ হাজার ছাত্র এবং তাদের পরিবারের ভোট সিদ্দিকুল্লাহ্ চৌধুরীর মুঠোয় আছে বলে ধরে নিয়েই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ওই উলামা নেতাকে তৃণমূলের প্রার্থী করেছেন। সম্ভবত একই হিসেব থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একদা আগুনখেকো বামপন্থী হজ সেরে ফেরার পর থেকে মুসলিমদের নেতা হয়ে ওঠার চেষ্টায় রত আবদুর রেজ্জাক মোল্লাকে টিকিটে দাঁড় করান। সিপিএমও মুসলমানকে ভোটব্যাঙ্কের বেশি কিছু ভাবেনি, আজ তৃণমূল সেই ভোটব্যাঙ্ক একশো ভাগ নিশ্চিত করতে যত দূর যাওয়া যায় যাচ্ছে।

অবশ্য বেশি দূর যেতে হবে না। মুখ্যমন্ত্রী দাবি করেছেন, রাজ্যের মুসলমানদের জন্য যা কিছু করার, সবটুকুই তিনি পাঁচ বছরে করে ফেলেছেন। কী করেছেন? কুড়ি হাজারেরও বেশি ইমামকে মাসে আড়াই হাজার টাকা ও প্রায় সমসংখ্যক মুয়াজ্জিনকে মাসে দেড় হাজার টাকা করে ভাতা দেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন। যে সব এলাকায় দশ শতাংশের বেশি উর্দুভাষী মানুষের বাস সেখানে উর্দুকে দ্বিতীয় সরকারি ভাষা করা হয়েছে। এ ছাড়া মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পশ্চিমবঙ্গে দশ হাজার খারিজি মাদ্রাসাকে সরকারি স্বীকৃতি দিয়ে দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। শ'তিনেক মাদ্রাসা নিয়ম মেনে আবেদন করার পরে সরকারি স্বীকৃতি মিলেছে, কিন্তু শিক্ষকরা বেতন না পাওয়ায় মুখ্যমন্ত্রীর পক্ষে সেটা বুমেরাং হয়ে গিয়েছে। সংখ্যালঘু মুসলমানের 'ভাগ করার' প্রতিযোগিতায় সাফল্যে এই হল তৃণমূল সরকারের অবদান।

সম্প্রতি প্রকাশিত একটি সমীক্ষা রিপোর্ট একই কথা বলছে। পশ্চিমবঙ্গে মুসলমান সমাজের অবস্থাবিষয়ক স্ন্যাপ-এর রিপোর্ট বলছে, ৩৮ শতাংশ মুসলমান পরিবার মাসে আড়াই হাজার টাকার কম রোজগার করে। গ্রামের মুসলমানদের ৮০ শতাংশের রোজগার পাঁচ হাজার টাকার কম। ১.৫৫ শতাংশ পরিবারে প্রধান উপার্জনকারী স্কুল শিক্ষক। মাত্র ১.৫৪ শতাংশ সরকারি চাকরিতে আছেন। বেসরকারি সংস্থায় ১ শতাংশ। দারিদ্র এতটাই যে মুসলমান বাবা-মা ৪২.৫ শতাংশ ছেলে এবং ৪০.৪ শতাংশ মেয়েকে স্কুলেই পাঠাতে পারেন না। মিড ডে মিল, সাইকেল-জুতো বিলির বিপুল ঢক্কানিনাদের পরেও স্কুলছুটের সংখ্যা কম নয়। ৬ থেকে ১৪ বছর বয়সি শিশুদের ১৪.৫ শতাংশ মাঝপথে স্কুল ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। প্রাইমারি স্কুল শেষ করার পরে ৪৭.১ শতাংশ ছেলেমেয়ে স্কুল ছেড়ে দেয়। গত দু'বছর ধরে সমীক্ষার ফল এই রিপোর্ট। ২০০৬ সালে প্রকাশিত সাচার কমিটির রিপোর্ট থেকে রাজ্যের মুসলমানের যে অবস্থার কথা আমরা জেনেছিলাম তার থেকে প্রায় কিছুই পাল্টায়নি স্ন্যাপ-এর ২০১৬ সালের রিপোর্টে। অর্থাৎ, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর তথাকথিত ভোটব্যাঙ্কের জন্য প্রায় কিছুই করেননি।

মুসলমানকে ভোটব্যাঙ্ক ভাবার মধ্যে ওই সমাজ সম্পর্কে একটা ভ্রান্ত ধারণাও কাজ করে। তাঁরা মনে করেন, মুসলমান হল মোল্লা-মৌলবি শাসিত ধর্ম নিয়ন্ত্রিত একটি সমাজ। এমনই একটি ধারণা থেকে সে মনে করে, মুসলমান মসজিদের ইমামের কথায় চলে। ভোটও দেয় ইমামের নির্দেশে। সেই ভাবনা থেকেই মমতা ইমামদের মাসোহারা ব্যবস্থা করেন। কিন্তু মুসলিম সমাজকে যাঁরা একটু কাছ থেকে দেখেন তাঁরা জানবেন মসজিদের বাইরে সমাজে ইমামদের তেমন কোনও গ্রহণযোগ্যতা নেই। কারণ তিনি প্রায়শই পরান্নভোজী এবং মুসলিমদের চাঁদায় তাঁর সংসার চলে। অথচ পশ্চিমবঙ্গে মুসলমানদের প্রতিনিধি হিসেবে রাজ্য সরকার কয়েক জন মোল্লা-মৌলানা এবং পিরজাদাকে হাজির করে। সরকারি বা শাসক দলের মঞ্চে বাংলার মুসলমানের 'মুখ' হিসেবে এঁদেরই দেখা মেলে। উচ্চশিক্ষিত উদার মুসলমানের কোনও ঠাঁই হয় না সেখানে। বাম আমলেও এর প্রায় কোনও ব্যতিক্রম দেখা যায়নি।

মুসলমানকে ভোটব্যাঙ্ক হিসেবে দেগে দেওয়ার একটা বড় কারণ সম্ভবত তাদের ইমামের পিছনে সারে সারে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়া কিংবা ফি শুক্রবারের জুম্মার নামাজে কিংবা ইদের নামাজের বিপুল সুশৃঙ্খল জমায়েত। তা ছাড়া কলকাতা এবং বিভিন্ন শহরে ও গ্রামে মুসলমানদের ঘেঁটো বদ্ধ জীবনযাপনও হিন্দুদের মধ্যে এই ধারণার জন্ম দিয়ে থাকতে পারে। এই ভ্রান্ত ধারণার জন্ম আসলে অজ্ঞতা থেকে। এই ভ্রান্তি দূর করার জন্য মুসলমান সমাজকে ভিতর থেকে জানার জন্য যেটুকু চেষ্টা দরকার তাও করতে রাজি নয় তারা। প্রতিবেশী হিন্দুরা ধরেই নিয়েছে, মুসলমান একটা 'মোনোলিথিক' সমাজ। সেখানে ভিন্ন স্বরের অস্তিত্ব নেই। থাকলেও তা উচ্চারণ করা নিষেধ।

অথচ মুসলমান সমাজের মধ্যেই রয়েছে বিস্তর ভাগাভাগি, বহু খণ্ড সম্প্রদায়, নানা মত। হানাফি, মালেকি, শাফেয়ি আর হাম্বলি — মুসলমানদের (সুন্নি) যে চারটে মজহাব (গোষ্ঠী) আছে তাদের মধ্যে স্পষ্ট মতবিরোধ আছে। এ ছাড়া আছে দেওবন্দি, বেরেলভি। আছে আহলে হাদিস, ফরাজিয়া, ওহাবিয়া ইত্যাদি। নদিয়া, মুর্শিদাবাদের গ্রামে আবার খুব বিরোধ শরিয়তে আর মারিফতে। কোরান হাদিস মেনে নামাজ রোজা করে যাঁরা ধর্মাচরণ করেন তাঁরা শরিয়তপন্থী। আর পির উপাসনায় বিশ্বাসী নামাজ-রোজা অস্বীকার করে মরমিয়া সাধনার যাঁরা অনুশীলন করেন, তাঁদের পথ মারফতি। আছে আশরাফ আতরাফের শ্রেণি বিভাজন। ইসলামের সাম্যবাণী কিন্তু বাংলার গ্রামে মুসলমানের উচ্চবর্ণ-নিম্নবর্ণের ভেদাভেদও ঘোচাতে পারেনি। আমার পরিচিত জাগির খানের এক ভদ্রলোক ওবিসি সংরক্ষণ নেননি এই আশঙ্কায় যে, তাঁর শিক্ষিত সুন্দরী মেয়ের ভাল পাত্র মিলবে না। উনিশ শতকের ফরাজি আন্দোলন থেকে আজকের তবলিগ জামাত বাংলার মুসলমানকে একটি অভিন্ন ছাঁচের ইসলামি সমাজের রূপ দিতে চেয়েছে, তবু তার পরেও মুসলমানের একটা বিশাল অংশ ধর্মীয় নিয়ন্ত্রণের বাইরে। ইসলামি জলসার থেকে আধুনিক গানের জলসায় তাঁরা বেশি আগ্রহী।

বাঙালি মুসলমান সমাজের পক্ষে অভিন্ন ভোটব্যাঙ্ক হওয়া সহজ নয়। তেমন ঘটতে দেখাও যাচ্ছে না।

সৌজন্য — আনন্দবাজার পত্রিকা

জয়যাত্রা

লোকেশ ভট্টাচার্য

"এই যে শোন, তোমাকে বলছি," দিনের শেষ ক্লাসটা করে সিঁড়ির ধাপে পা রাখতে না রাখতেই পেছন থেকে ডাক শুনে থমকে দাঁড়াল সমীর। যে ডাকছে বুঝতে এতটুকু অসুবিধে হল না। ওই গলা ওর খুব চেনা, ওদের ক্লাসেরই মেয়ে। কিন্তু ফিরেতাকিয়ে দেখতে ওর বুকটা একটু ঢিব ঢিব করে উঠছিল। সেই মেয়ে নিজে থেকে ওকে ডাকবে! ভাবা যায় না। ক্লাসে এমন ভাব দেখায় যেন ওকে চিনতেই পারে না। স্কুলে থাকতে মেয়েদের সঙ্গে খুব একটা মেশামেশির সুযোগহয় নি সমীরের, মেয়েদের সম্বন্ধে আলাদা ভাবে সেভাবে ভাবার কথা ওর কোনদিন মনে হয়নি। পাড়ার মেয়েদের সঙ্গে সেই ছোটবেলায় এক্কাদোক্কা, কুমির-ডাঙা খেলেছে। একটু বড় হতেই ওরা কেমন যেন আলাদা হয়ে গেল। আলাদা স্কুল, বিকেল বেলা আলাদা গ্রুপ, আলাদা খেলা। পাড়ার দু'একটা ছেলে যারা মেয়েদের সঙ্গে মিশত, রেস্টুরেন্টে বা সিনেমায় যেত, কখনও কখনও নাকি লেকে যেত, তাদের সম্বন্ধে বাড়ি বা পাড়ায় বড়দের কাছে খুব একটা ভালো কথা শুনত না। এই সব ছেলেমেয়েরা নাকি অসভ্য, তাদের আর পড়াশুনো হবে না, এদের ভবিষ্যত বলে কিছু নেই, এই সব ছেলেমেয়েদের জন্যেই দেশ আর সমাজের অধঃপতন হচ্ছে, ছোটবেলা থেকে এই সব কথা শুনে শুনে সমবয়সী মেয়েদের সম্বন্ধে একটা অন্য রকম ধারণা তৈরী হয়ে গিয়েছিল সমীরের।

কিন্তু এখন কলেজে এসে ব্যাপারটা ওর কাছে বেশ গোলমাল হয়ে গেছে। এখানে এসে দেখছে ওর ক্লাসের মেয়েরা সে রকম একেবারেই নয়। তারা আর পাঁচটা ছেলেদের মতই ক্লাস করে, নোট নেয়, হরিদার ক্যান্টিনে বসে আড্ডা দেয়, মাঝে মাঝে ক্লাসে প্রক্সি দিতে বলে বন্ধুদের অনুরোধ জানায়, এবং ক্রিকেট বা ফুটবল খেলার সময় মাঠে না নামলেও পাশ থেকে গলা ফাটিয়ে নিজেদেরদলকে সমর্থন জানায়। ওদের সঙ্গে মিশলে কেন যে ও নিজে এবং সেই সঙ্গে সমাজ অধঃপাতে যাবে তা নিয়ে বেশ সমস্যায় পড়ে গিয়েছিল সমীর। আর ওকে সবথেকে গোলমালে ফেলে দিয়েছিল এই মেয়েটা। ওর রঙ যে খুব ফর্সা তা নয়, মাঝারী, বড়জোর একটু ফর্সার দিকে বলা যেতে পারে। কিন্তু মুখটা ভারী মিষ্টি, বেশ যেন পান-পাতার মতন। হাসলে ওর গালে একটা টোল পড়ে, যেটা দেখার জন্য সমীর অধীর আগ্রহে তাকিয়ে থাকে। সমীরের মনে হয় ওর চলা-ফেরায় একটা সুন্দর ছন্দ আছে, যখন হাঁটে, মনে হয় না হাঁটছে, যেন একটা ঢেউ-এর মত, ভেসে চলেছে। সব মিলিয়ে মেয়েটা ওকে এত টানত যে ওকে দেখার একটা অদম্য ইচ্ছে সারাক্ষণ সমীরকে এক রকম ছিপ্‌ছিপে করে রাখত। ক্লাসে মেয়েরা সামনের দিকে বসে। আর সেটাই হয়েছিল খুব সুবিধের। একটু পিছনে পাশের দিকে এমন একটা জায়গা বেছে নিয়েছিল সমীর, যেখান থেকে মেয়েটির মুখের একটা অংশ। ক্লাসে প্রফেসরের লেকচারের নোট নিতে নিতে, কখন যে ও অন্যমনস্ক হয়ে পড়ত, কখন যে ওর চোখদুটো চলে যেত মেয়েটার মুখের দিকে, যে ও নিজেই বুঝতে পারত না। লেকচার শেষ করে প্রফেসর বেরিয়ে যাওয়ার সময় ওর ঘোরটা কেটে গেলে দেখতে পেত, প্রথম দিকের অল্পক্ষণের পর আর নোট নেওয়া হয় নি। অথ নিজে থেকে এগিয়ে গিয়ে ওর সঙ্গে আজ পর্যন্ত কথা বলে নি। সব সময় একটা অস্বস্তি হত, কি জানি কী মনে করবে? হয়ত ওকে গায়ে পড়া অসভ্য ছেলে ভাববে।

তাই সেই মেয়েটা যখন আজকে পেছন থেকে ডাকল, খানিকটা উত্তেজনা, খানিকটা রোমাঞ্চ, খানিকটা নার্ভাসনেস নিয়ে পিছন ফিরে বলল, "আমাকে বলছেন?"

"তুমি খুব ন্যাকা, তাই না। আর কেউ এখানে আছে?"

যাঃ বাবা, এই নাকি মানসীর প্রেম সম্ভাষণ! আমতা করে বলল, "না, মানে, আপনি যে আমাকেই ডাকছেন..."।

"কি জানি বাবা, তুমি কোন গ্রামের ছেলে। ক্লাসের মেয়েকে কেউ আপনি বলে ডাকে বলে তো শুনি নি। হ্যাঁ, আমার বাবা-মায়েদের নাকি তাই হত। কলেজে ক্লাসের ছেলেমেয়েরা নাকি নিজেদের আপনি করে ডাকত। কিন্তু তারপর তো তিরিশ-বত্রিশ বছর কেটে গেছে। এখনও সেই রকম চলবে নাকি?"

"আমি দেখেছি, আপনি আমাদের ক্লাসে পড়েন, কিন্তু ঠিক মত আপনার সঙ্গে এখনও তো আলাপ হয় নি। তাই আমাকে ডাকছেন কিনা আমি শিওর ছিলাম না। এর মধ্যে আপনি ন্যাকামি কি দেখলেন, বুঝলাম না।"

"আবার আপনি। এরকম করলে কিন্তু কথা বলা যাবে না।"

"আমাকে একটু সময় দিন, আস্তে আস্তে ঠিক করা যাবে।"

"সারাক্ষণ তো আমাকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখো। অপরিচিত বলে তাতে অসুবিধে হয় না? আর এখন এমন ভাব করছ, যেন আমাকে এই সবে মঙ্গল গ্রহ থেকে নেমে আসতে দেখলে।"

সর্বনাশ! সমীরের ধারণা ছিল, ওর দেখাটা কেউ বুঝতে পারে নি। বিশেষ করে এই মেয়ে তো নয়ই। সে বিষয়ে যথেষ্ট সাবধানতা নিয়েছিল বলেই ওর ধারণা। কিন্তু তাও বুঝল কি করে? কোথায় যেন পড়েছিল, মেয়েদের মাথার পেছনদিকেও চোখ থাকে। এখন দেখা যাচ্ছে কথাটা ভুল নয়।

"আমাকে সারাক্ষণ দেখো কেন? আমি কি সত্যি সত্যি মঙ্গল গ্রহ থেকে নেমে এসেছি নাকি? অথচ কোনদিন আমার সঙ্গে কথা বলেছ বলে তো মনে পড়ে না। একটা ছেলের একটা মেয়েকে ভালো লাগতেই পারে। সেটা তো দোষের নয়। তখন তো এগিয়ে এসে কথা আলাপ করে। কিন্তু তা না করে সারাক্ষণ ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকলে বিশ্রী লাগে। আমার নামটা জানা আছে, নাকি সেটাও জানা নেই। শুধু তাকিয়ে তাকিয়েই দেখাই হয়?"

"নাম জানব না কেন? আপনার নাম তো অর্পিতা।"

অর্পিতা হেসে উঠে বলে, "যাক সেটুকু যে জানা আছে, তাও ভালো। তা সারাক্ষণ যদি আমায় দেখা হয়, প্রফেসরের লেকচারে মন দেওয়া হবে কি করে? পরীক্ষায় তো গাড্ডু খাওয়া হবে। নাকি নিজেকে এত ব্রিলিয়ান্ট ভাবা হয় যে ওসব ক্লাসের লেকচার ফেকচার শোনার দরকার নেই বলে ঠিক করে নেওয়া হয়েছে।"

এত সুন্দর করে বিনুনি দুটো দুলিয়ে কথাগুলো বলল অর্পিতা, যে সমীর না হেসে থাকতে পারল না।

"হাসি হল কেন? যা বললাম, তার মধ্যে হাসার কি ছিল?"

"আরে না, না, আপনার কথা নয়। আসলে এত সুন্দর করে বিনুনি দুটো দুলিয়ে কথাগুলো বললেন, একেবারে বাচ্চা মেয়েদের মত করে, আমার এত ভালো লাগল যে হেসে ফেললাম।" সাহস করে কথাগুলো বলতে পেরে সমীরের ভালোই লাগল।

"এই রে পাগলাকে বললাম সাঁকো না নাড়াতে। দুজনেরই ভালোর জন্য বলছি। কলেজে পড়তে এসে, পড়াশুনোয় তো একটু মন দিতে হবে। আমারও তো মনটা ওদিকে চলে যায়, পড়াশুনায় মন দিতে পারি না।"

কথাটা শুনে সমীরের একটু লজ্জাই করে। উত্তর দেয়, "হুম, বুঝতে পারছি, ব্যাপারটা একটু বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে। আমিও অনেকবার ভেবেছি, নিজেকে অনেক বোঝাতে চেষ্টা করেছি। কিন্তু কি করি বলুন তো? কখন যে আপনার দিকে চোখটা চলে যায়, খেয়াল করতে পারি না। খেয়াল যখন হয়, ততক্ষণে অনেকটা সময় কেটে গেছে।"

"তা হলে তো মনে হচ্ছে সমস্যা খুবই গভীর, সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে যাওয়া দরকার। আচ্ছা, তার আগে দেখা যায় একটা সমাধান করা যায় কি না? ব্যাপারটা হচ্ছে আমাকে দেখা, তাই তো। কিন্তু সেটা ক্লাসের সময় না করে অন্য সময় করা যায় না?"

বাবা, মেয়েটা যে এত ফ্রি, মেয়েরা যে এত ফ্রি হতে পারে, সেটা তো সমীরের অভিজ্ঞতায় আগে হয় নি। রাগ তো করেই নি, উল্টে সমাধান হিসেবে কি করা যায় তার ব্যবস্থা করতে চাইছে। কিন্তু কি যে ঠিক করতে চাইছে অর্পিতা বুঝতে না পেরে বলল, "তার মানে?"

"না, ভাবছি, ক্লাসের পরে দুজনে একসঙ্গে যদি বাড়ির পথ ধরি? তখন তো তুমি আমায় দেখতে পারবে। অবশ্য তাতে গাড়ী চাপা পড়ার একটা ভয় আছে। কিন্তু সে আমি সামলে নেব। আমি তো আর তোমার দিকে তাকিয়ে থাকব না, রাস্তা দেখেই পথ চলব।"

ওর সমাধান শুনে হো হো করে হেসে উঠেছিল সমীর। ব্যাপারটা আরও সহজ হয়ে গেল যখন ওরা দেখল, অর্পিতার বাড়ি সেলিমপুরে আর সমীরের বাড়ি যোধপুর পার্কে। কলেজ থেকে বেরিয়ে একসঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে ও শিয়ালদায় গিয়ে ট্রেন ধরতে শুরু করেছিল। তারপর ঢাকুরিয়া স্টেশনে নেমে, দুজনে আবার একসঙ্গে হেঁটে অর্পিতার বাড়ি পর্যন্ত। তারপর তো একটুখানি রাস্তা বাকি থাকে সমীরের। ব্যবস্থাটা খুব কাজে দিয়েছিল সমীরের। অর্পিতার সঙ্গে মিশে সমীরের ঘোরটা কেটে গিয়েছিল। ক্লাসে আর ওর দিকে তাকিয়ে থাকত না।

এত কিছু আমার জানার কথা নয়। এসব ওদের একান্ত নিজস্ব ব্যাপার। জেনেছিলাম কারণ ওরাই বলেছিল, আমাদের অনেককেই। কলেজ শেষ হওয়ার পর আমরা যে যার মত ছড়িয়ে পড়েছিলাম। সমীর চলে গিয়েছিল বাম্বে পড়তে, আমি গিয়েছিলাম রাজাবাজারে। অর্পিতা গিয়েছিল যাদবপুরে সাবজেক্ট চেঞ্জ করে কম্পিউটার সায়েন্স পড়বে বলে। ওদের সঙ্গে যোগাযোগটা তখন থেকেই বেশ কমে গিয়েছিল। তবে শুনেছিলাম সমীর আর অর্পিতা আগের মতই চালিয়ে যাচ্ছে।

তারপর হঠাৎ একদিন কার কাছে শুনলাম অর্পিতা বিয়ে করছে। পড়াশুনো শেষ না করেই ওরা বিয়ে করছে শুনে অবাক তো হয়েছিলাম, খারাপও লেগেছিল। বিয়ে করার পর কি আর পড়াশুনো চালিয়ে যেতে পারবে? কি জানি ওদের এত তাড়া কি ছিল? আমাদের বন্ধু মহলে অনেকে নানান কথা বলল। এমনকি এও শুনলাম, "দেখ, কিছু একটা গড়বড় পাকিয়ে ফেলেছে, তাই তাড়াতাড়ি করে বিয়ে করতে হচ্ছে।" তার কিছুদিনের মধ্যে অর্পিতার বিয়ের নিমন্ত্রণের চিঠি পেলাম। চিঠিটা হাতে পেয়ে বেশ ভালো লাগল, এতদিন যোগাযোগ নেই, তা সত্ত্বেও আমাকে মনে রেখেছে। খুলে দেখি মূল চিঠির সঙ্গে হাতে লেখা একটা ছোট্ট চিরকুট অর্পিতা পাঠিয়েছে, "কিন্তু মনে করিস না, নিজে না গিয়ে শুধু চিঠি পাঠাচ্ছি বলে। প্লিজ বিশ্বাস কর, আমাদের হাতে এতটুকু সময় নেই। খুব অল্প সময়ের মধ্যে সব কাজ সারতে হচ্ছে। এই অল্প সময়ের মধ্যে বিয়ে সেরে পাসপোর্ট-ভিসার ব্যবস্থা করা যে কি জিনিস তা না করলে বুঝতে পারবি না। বিয়েতে নিশ্চয়ই আসবি।"

এতক্ষণে বোঝা গেল কেন ওরা সাত তাড়াতাড়ি বিয়ে করছে। শেষ পর্যন্ত যখন বিয়ে করবেই তখন সেটা মিটিয়ে রাখলে পাসপোর্ট-ভিসার ঝঞ্ঝাটি কম হয়। কিন্তু বিয়ের চিঠিটা পড়তে গিয়ে খুব বড় হোঁচট খেলাম। তাতে তো সমীরের নাম নেই। সে একজন প্রশান্তর নাম সেখানে। ব্যাপারটা যে কি হল কিছুই বুঝতে পারলাম না। দেখলাম কলেজে আমাদের ক্লাসের অনেকেই একই ধরণের চিঠি পেয়েছে। কবে কেউই জানে না মনিটা কি হল। কেউ কেউ প্রশ্ন তুলল, বিয়েতে যাওয়া হবে কিনা, সেই নিয়ে। সমীরকে এরকম একটা ল্যাং মারল। সেই মেয়ের বিয়েতে আমরা যাব না।

শেষ পর্যন্ত অবশ্য অনেক তর্কাতর্কির পর ঠিক হল বিয়েতে আমরা যাই। কি যে ঠিক হল তা তো বুঝতে পারছি না। তাই ঠিক মত না জেনে বিয়েতে না যাওয়াটা অন্যায় হবে। গিয়ে দেখলাম, সমীর আসে নি, কিন্তু আমাদের পুরোন কলেজের বন্ধুদের অনেকেই এসেছে। এই প্রশান্ত ছেলেটি কম্পিউটার সায়েন্স নিয়ে পড়া শুনো করেছে যাদবপুরেই। তারপর গ্র্যাজুয়েট করে চাকরীতে ঢুকেছে। ওর অফিস থেকে একটা অ্যাসাইনমেন্ট দিয়ে আমেরিকায় পাঠাচ্ছে, আপাততঃ দু'বছরের জন্য, পরে টার্ম বাড়াতে পারে। হাতে সময় নেই, তাই তাড়াতাড়ি বিয়েথা পর্বটা সেরে নিতে হল, যাতে অর্পিতাও সঙ্গে যেতে পারে। প্রশান্তর সঙ্গে পরিচয় করে আমার তো বেশ ভালোই লাগল। সপ্রতিভ, মিশুকে, নাক উঁচু নয়, বলেই মনে হল। কিন্তু দেখতে একেবারেই ভালো নয়। কালো, বেঁটে, মুখটা কাটের দাগে ভর্তি। কথাবার্তায় পশ্চিমবঙ্গের একটা বিশেষ অঞ্চলের টান আছে খুব বেশী রকম, বিশেষ ইংরিজী যখন বলে। তবে কবে থেকে যে ওদের পরিচয় হল, সেটা ঠিক বুঝতে পারলাম, সরাসরি জিজ্ঞাসা করতেও বাধ বাধ ঠেকল।

তার কয়েকদিন পরে ওরা আমেরিকা চলে গেল। আমাদের এয়ারপোর্টে যেতে বলেছিল। আমার অবশ্য যাওয়া হয় নি। আসলে ওদের ফ্লাইটটা এত দেরীতে ছাড়ার কথা যে বাড়ি ফিরতে অনেক রাত হয়ে যাবে। তবে যাওয়ার আগের দিন সন্ধ্যেবেলা একবার থাঁ করে দেখা করে এসেছিলাম, জাস্ট উইশ করার জন্য।

পরে সমীরকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। ওর কাছে সে রকম করে কোন উত্তর পাই নি। কথাবার্তায় মনে হল, ওর কাছেও ব্যাপারটা একটা বিরাট ধাঁধা। তারপর তো আমাদের অনেকের জীবনে অনেক কিছু পরিবর্তন হল। আমি চলে এলাম আমেরিকায়। অন্য বন্ধুরাও ছড়িয়ে পড়ল নানান জায়গায়। তার ফলে সে রকমভাবে আমাদের মধ্যে আর যোগাযোগ রইল না। তখন টেলিফোনের অবস্থা ছিল খুব খারাপ। বাড়িতে একটা ফোন করতেই গলদঘর্ম হয়ে যেতাম। তাই বন্ধুদের ফোন করার তো প্রশ্নই ছিল না। আর কলকাতায় ফোন ছিলই বা কজনের?

তারপর আচমকা অর্পিতার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল আমেরিকায় প্রায় দশ বছর বাদে। আটলান্টায় একটা কনফারেন্সে আমি গিয়েছি আর ও এসেছে একটা আইটি-র কনফারেন্সে। দুটোই এক হোটেলে হচ্ছে। লবিতে আচমকা দেখা হয়ে গেল। ওকে দেখতে প্রায় একই রকম আছে, তবে মনে হল যেন আগের থেকে একটু ফর্সা হয়েছে। চুল খানিকটা কেটে ফেলেছে, তবে ঘাড় পর্যন্ত নয়, পিঠের মাঝামাঝি পর্যন্ত, আর সামান্য কোঁকড়ানো। হয়ত পার্ম করেছে। আগে ওর চুল কোঁকড়ানো ছিল বলে মনে পড়ল না। আমাকে দেখে ও বেশ খুশী হল। আগের মতই সুন্দর করে হেসে বলল, "ইস, কতদিন বাদে তোর সঙ্গে দেখা হল। আমি তো ভাবতেই পারছি না এর মধ্যে এতগুলো বছর কেটে গেছে। মনে হচ্ছে যে এই সেদিন আমরা হরিদার ক্যান্টিনে আড্ডা মারছিলাম। সন্ধ্যেবেলা ফ্রি আছিস? চল, তোর সঙ্গে ডিনার খেতে খেতে পুরোন দিনের কথা ক্যাচ আপ করা যাবে।"

সন্ধ্যেবেলা রেস্টুরেন্টে বসে জিজ্ঞাসা করলাম, "তোরা এখন থাকিস কোথায়? প্রশান্ত কেমন আছে?"

একটু চুপ করে থেকে অর্পিতা জবাব দিল, "কি জানি বলতে পারবো না। আমাদের ডিভোর্স হয়ে গেছে এদেশে আসার বছর তিনেক পরেই। তারপর থেকে আমার সঙ্গে আর যোগাযোগ নেই। যতদূর জানি ও দেশে ফিরে হায়দ্রাবাদ না কোথায় একটা যেন কাজ করছে।"

"ও আমি সরি। আমি তো জানতাম না।"

"ওর মতন স্বার্থপর আর অমানুষ আমি আর দেখি না। কি করে যে তখন ওকে বিয়ে করেছিলাম, আমার যে কি তখন হয়েছিল, কেন যে ওকে ভালো লেগেছিল, এখন ভাবলে অবাক লাগে। নিজের কথা ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারে না। আমিও যে একটু মানুষ, আমারও যে কেরিয়ার বলে একটা ব্যাপার আছে সেটা ওর মনেই হত না। তাও বুঝতাম যদি উপরে উঠতে পারত। সেসব নিয়ে কোন চেষ্টাই করল না।"

এরপর ২২ পাতায়

পদ্ধতি পাল্টেছে, জাল ভোট চলছে শুরু থেকেই

দেবাশিস ভট্টাচার্য

তৃণমূল-সিপিএম-কংগ্রেস-বিজেপি তো কালকের কথা। জাল ভোটের ব্যাখ্যান উঠে এসেছে ঈশ্বর গুপ্তের লেখনীতেও 'উলটপালট শাড়ী ভোটারিণী গাড়া গাড়ী/কত শত আঘাটায় মেরে গেল ঘাই/ কে কারে শাসন করে/ছি ভাই, ছি ভাই...'

নির্বাচনী প্রচারে প্রমোদ দাশগুপ্ত ও জ্যোতি বসু

সোনা ভাইটি আমার। তোমাকে কিছুটি করতে হবে না। তুমি শুধু চুপটি করে আমার কথাটি শোনো...

প্রমথ ভাবটা কোনও রকমে সামলে প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সি বাধ্য ছাত্রের মতো ঘাড় হেলালেন। প্রফুল্লকান্তি, মানে শত ঘোষ এ বার চোখ ফেরালেন কিরণচন্দ্র চৌধুরীর দিকে। বললেন, "ডা. চৌধুরী, আপনি হলেন লেখাপড়ার লোক। কলেজের প্রিন্সিপাল। ও সব ভোট পলিটিক্স কি আপনি বোঝেন?" তারপরে ঘোষণা করলেন, "স্যার, আপনার জিপটা আমি একটু নেব। একটু ভেঙে দেখ। আবার সারিয়েও দেব!"

১৯৮৪ সাল। মে-জুনের বেলা। অধুনালুপ্ত বেলগাছিয়া (পশ্চিম) বিধানসভা কেন্দ্রে উপনির্বাচন চলছে। সিপিএমের লক্ষ্মী সেনের বিরুদ্ধে কংগ্রেসের অমরভট্টাচার্য কংগ্রেসের ভোট পরিচালনায় অন্যতম ভূমিকা শতবাবুর পার্টির পিছনে চিত্রনাট্য তৈরি হয়ে গেল।

কিছুক্ষণ পরেই বেলগাছিয়ার ওয়াইচডীতলায় শোরগোল কারা যেন ব্রিজের উপর থেকে কংগ্রেসের একটি জিপ উল্টে দিয়েছে। সকাল থেকে ওই জিপেই তো ঘুরছিলেন প্রিয়দাশমুন্সি এবং কিরণ চৌধুরী। রটে গেল, সিপিএম প্রিয়বাবুদের জিপ থেকে ফেলে খুন করার চেষ্টা করেছিল। হইহই, সেপাই-সান্ত্রি, পুলিশ, জনতা, চরম উত্তেজনা। ওয়াইচডীতলায় বস্তি থেকে ভোটাররা কার্যত বেরোতেই পারলেন না। এলাকাটি তখন সিপিএমের ঘাঁটি বলে চিহ্নিত হত।

দিনের ভোট মেটার পরে রাতে কংগ্রেস প্রার্থী অমরবাবু সখেদে বলেছিলেন, "পারলাম না। আমার জেতা হল না।" শতবাবু কিন্তু জানিয়ে রেখেছিলেন, "অমর জিতবে। মিলিয়ে নিয়ো।" শেষমেশ ভোটের ব্যবধানে জিতে গিয়েছিলেন কংগ্রেস প্রার্থী। তারও বহু দিন পরে ভোটের কৌশল বোঝানোর ছলে শতবাবু বলেছিলেন, "ভাইটি, একটা কথা জানবে, সব সময়ে নিজের ভোটটা করালেই জেতা যাবে না। অপর পক্ষের ভোটটা যাতে কমিয়ে দেওয়া যায়, আটকে দেওয়া যায়, সেটাও মাথায় রাখতে হয়। ওয়াইচডীতলায় ভোট আটকানো না গেলে অমরের জেতা সত্যিই মুশকিল হত।"

ছাপ্পা-রিগিং-বুথ জ্যাম ইত্যাদি পেরিয়ে এখন সায়েন্টিফিক রিগিংয়ের চল। সোজা কথায়, ভূত ভোটারের নেপথ্যে। এই ভূতেরা ভোটার তালিকার মধ্যেই ঘোরাফেরা করেন। অনেক ক্ষেত্রেই সাধারণ ভোটারেরা ভোট দিয়ে যান নিয়ম মাফিক। তারপরে এই ভূতেদের হাতে ভোট মেশিনে জল মেশে। সেই জলই মেপে দেয় জয়পরাজয়ের ব্যবধান।

কালের গতিকে পদ্ধতির বদল হলেও এই ভোট জালিয়াতি চলছে গণতন্ত্রের প্রায় জন্মলগ্ন থেকে। তৃণমূল-সিপিএম-কংগ্রেস-বিজেপি তো কালকের কথা! জাল ভোটের ব্যাখ্যান উঠে এসেছে ঈশ্বর গুপ্তের লেখনীতেও 'উলটপালট শাড়ী ভোটারিণী গাড়ী গাড়ী/ কত শত আঘাটায় মেরে গেল ঘাই/ কে কারে শাসন করে/ছি ভাই, ছি ভাই...'

ভোটজালিয়াতির এটি সবচেয়ে পুরানো, পরিচিত এবং সহজেয় কৌশল বিস্তরে পর বহর এই পদ্ধতিতে নিজেদের মতো করে ভোট শাসন করে গিয়েছে সব দল। হাত থেকে ভোটের কালি মোছার 'লোশন' মজুত থাকত প্রার্থীদের ভাঁড়ারে। ভোট দিয়ে এসে, কালি মুছে নতুন পাড়ায় বা নতুন বুথে, এমনকী একই বুথেও ফিরে ফিরে গিয়ে ভোট দেওয়া ছিল পরিচিত দৃশ্য। যেখানে যে পার্টির জোর বেশি, বুথে অন্যান্য দলের এজেন্ট এবং ভোটকর্মীদের দাবিয়ে রাখার দায়িও তারই। 'কে কারে শাসন করে!

সাধারণত এই পর্বটা শুরু হত মোটামুটি দুপুরের পরে। সকাল থেকে পাড়ার পরিচিত মা-মাসিমা, দাদা-বউদিরা ভোট দিয়ে চলে যাওয়ার পরে অন্য খেলা। ভোটদানের সময় যত ফুরিয়ে আসত, ততই দ্রুত 'না পড়া' ভোট দিয়ে দেওয়ার তৎপরতা বাড়ত। তখনও ন্যূনতম সাবধানতাও মাথায় থাকত না। বামফ্রন্ট আমলে উত্তর কলকাতার একটি কেন্দ্রে সিপিএমের অতি বড় এক নেতা প্রার্থী হয়েছিলেন। শেষ লগ্নে যখন পার্টির বুথ অফিস থেকে হাতে স্লিপ ধরিয়ে ভোটার পাঠানো হচ্ছে, ওই নেতা তখন হেঁকে অন্য কমরেডদের বললেন, "বাবার নামটা বলে দাও। বাবার নাম না জেনেই তো চলে গেল!"

প্রতিপক্ষের ভোটার আটকে ভোটে জেতার ছকটাও পুরানো। অমরভট্টাচার্যের ক্ষেত্রে শতবাবু যেটা করেছিলেন, বহু আগেই তার 'সার্থক' প্রয়োগ দেখা গিয়েছিল মানিকতলা এলাকায়। পুরানো বাম পন্থীদের মুখে শোনা সেই ঘটনা। ওই এলাকায় তার আগে কোনও দিন বামেরা জেতেনি। সে বার আরএসপি-র প্রার্থী হলেন নিখিল দাস। কালোয়ারপট্টিতে কংগ্রেসের 'হীরা' ভোট ছিল সে সময়। দল বেঁধে ওখানকার ভোটারেরা বেরোতেন দুপুরবেলায়। বেলার দিকে হঠাৎ পট্টির গলি পথে দু'একটি দু'একটি বোমা পড়ল। কিছু অচেনা মুখ বস্তির ভিতরের রাস্তা দিয়ে 'গেল্লা হ্যায়, গেল্লা হ্যায়' বলতে বলতে এক দিক থেকে আর এক দিকে দৌড়ল। কালোয়ারপট্টির ভোটারেরা বেরোলেন না। সে বারই প্রথম আরএসপি এই কেন্দ্রে জিতল।

ভোট দখলে বাহুবলের গর্বিত প্রকাশ মূলত বামফ্রন্ট রাজত্বের অবদান। সিপিএম এই দখল যুদ্ধের সেনাপতি। এখন যেমন অনেক বুথের ভোট মেশিন খুললে শাসক এবং বিরোধীদের ভোটের ব্যবধান আকাশপাতাল ফারাকেও লজ্জা দেয়, তেমনই বামফ্রন্টের রমরমার দিনে হুগলি, মেদিনীপুর, বর্ধমান, বাঁকুড়া, বীরভূমের মধ্যে নানা জেলায় দেখা যেত একই ছবি। নির্দিষ্ট কিছু এলাকার ব্যালট গুনতিতে দেখা যেত যে বুথে সিপিএম পেয়েছে ৯৫০, বিরোধী কংগ্রেস পেয়েছে ২৭। এ বারের বিধানসভা নির্বাচনে পশ্চিম মেদিনীপুরের এক জায়গায় ১০০ শতাংশ ভোট পড়ার হিসেব দিয়ে ঠেলা সামলাতে হিমশিম খেতে হচ্ছে নির্বাচন কমিশনকে। উল্টোপুরাণে সন্দেহের তির শাসক তৃণমূলের দিকে।

এই ধরনের ভোট কী ভাবে হয়, তার বিভিন্ন নমুনা ও রাজ্যের ভোট-রাজনীতিতে 'স্বাক্ষরে' লিখে দিতে পেরেছে সিপিএম। কলকাতা বা শিলিগুড়ির এতো বড় শহরে এই প্রযুক্তি বিশেষ ব্যবহার করা হত না। এটা প্রকৃত গ্রামের অব্যর্থ দাওয়াই। ভোটের আগের বিকেলে নির্বাচন কর্মীরা বুথে পৌঁছে যাওয়ার সময় থেকেই কাজ শুরু হয়ে যেত। প্রিসাইডিং-পোলিং অফিসারদের জন্য রাতভর আতিথেয়তার অঢেল আয়োজন। তাতে কাজ না হলে আঙুল বাঁকানো। এবং শেষ পর্যন্ত বুথে ঢুকে গোছা গোছা ব্যালট তুলে নির্দিষ্ট চিহ্নে ছাপ মেরে বাক্সে ঢোকানো। প্রথম প্রথম কিছুটা রাখঢাক থাকলেও সিপিএম যখন রাজ্যে কার্যত অপ্রতিদ্বন্দ্বী হয়েউঠল, তখন আর আড়ালেরও বিশেষ দরকার হল না।

এক নির্বাচনে বর্ধমানের শিল্পাঞ্চলে ভোট দেখতে দেখতে খবর পেলাম, অমুক বুথ সিপিএম দখল করেছে। গিয়ে দেখি, স্কুলবাড়ির বিশাল মাঠ। সেখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে গুটি শাসক দল। রাস্তায় ও পারে ভয়ে পিঁটিয়ে বিরোধী পক্ষে হাতে গোনা লোকজন। এগিয়ে যেতেই চ্যালেঞ্জ 'কে আপনি কোথায় যাচ্ছেন!' নির্বাচন কমিশনের দেওয়া পরিচয়পত্র দেখাতেই বলা হল, 'এখানে কোনও খবর নেই। ভাল ভোট হচ্ছে।' ভোটার কোথায়? লাইন কোথায়? প্রিসাইডিং অফিসারের সঙ্গে কথা বলা যাবে না? বাহিনীরদলবল তখন প্রায় ঘিরে রয়েছে। অবস্থা বেগতিক। দূর থেকে দেখা গেল, একটি বুথের ভিতরে নিশ্চিন্তে জটলা। আমাদের প্রবেশ নিষেধ। ভোট 'শান্তিপূর্ণ'।

হুগলির খানাকুলে আর একটি স্কুলবাড়ির ছবি মনে পড়ে বুথে চট দিয়ে ঘেরা ভোট দেওয়ার জায়গা, তার পাশেই বড় জানলা। সেটি হাট করে খোলা। প্রিসাইডিং অফিসার বুথে 'বন্দি'। দ্রুত ভোট পড়ছে, সেটুকু বলার মতো অবস্থাতেও তিনি নেই। বুথের বাইরে হাতে পাইপগান বা দেশি রিভলবার নিয়ে প্রকাশ্যে 'পাহারা' দিচ্ছে কিছু ছেলে। বুথে ভোটারের লাইন অবশ্য চলছে। তবে খোলা জানলার বাইরে থেকে আরও কজন নজর রাখছে ব্যালটে 'সঠিক' চিহ্নে ছাপ পড়ছে কি না।

এমনই এক ছেলের দল কসবার একটি ভোটকেন্দ্রের মাঠে ঘিরে ধরেছিল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। লোকসভা নির্বাচনের প্রার্থী তিনি, ভোট দেখতে বেরিয়েছিলেন। সঙ্গে শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, সোনালী গুহ। একটি বুথে রিগিং হচ্ছে অভিযোগ পেয়ে সেখানে পৌঁছতেই তাঁর গাড়ি ঘিরে ধরল, দেখলাম তাদের কয়েক জনের হাতে বড় বড় খেটে লাঠি। মমতা গাড়ি থেকে নামলেন বটে, লাঠিধারীদের পেরিয়ে বুথে পৌঁছতে পারলেন না। অগত্যা মাঠেই বসে প্রতিবাদ জানাতে লাগলেন। ক্রমশ ভিড় বাড়ল। পুলিশও একটু 'সক্রিয়' হল। নির্বাচন কমিশনের নির্দেশে ওই বুথে পুনর্নির্বাচনও হয়েছিল। সেই ভোটে মমতা জেতেননি।

কলকাতার মতো শহরে ভোটে জুলুম বিরল না। হলেও ব্যাপক চেহারায় দেখা যায়নি। কিছু প্রান্তিক এলাকায় জুলুমের নজির ছিল, আজও আছে। বাস শহরে এক সময় বুথ জ্যাম হত। ঘণ্টার পর ঘণ্টা লাইন এগোয় না। বিরক্ত শহুরে ভোটাররা। অনেকেই ভোট না দিয়ে ফিরে যেতেন। রিগিংয়ের এটাও একটা প্রকরণ। তবে 'রিগিং দেব' হিসেবে নাম জোরালো আগে সিপিএমের রবীন দেব একবার ভোটার রুখতে টালিগঞ্জ সার্কুলার রোডে একটি বহুতলের গেটে তালা লাগানোর ব্যবস্থা করেছিলেন বলে অভিযোগ উঠেছিল। কংগ্রেসের শত ঘোষ, অশোক সেন, অজিত পাঁজার মতো বিশারদেরা আবার এমন স্থূল ব্যবস্থার বেশি নির্ভর করতেন না। তাঁরা মনে করতেন, সুকৌশলে ভোট নিয়ন্ত্রণ করাটাই আসল।

তখনও সচিত্র ভোটার পরিচিতি চালু হয়নি। ছবিহীন ভোটার তালিকা এবং ভোটারের হাতে ধরা স্লিপটাই ছিল প্রাথমিক প্রমাণ। খুব ঝামেলা হলে বড়জোর রেশন কার্ড। গোড়া থেকেই ভুয়ো নাম ঢোকানোর রাস্তা অনেকটা খোলা থাকত। আশির দশকে এক বার কংগ্রেস খুব খেড়েখুঁড়ে ভোটার তালিকা নিয়ে আন্দোলন শুরু করল। বেশ কিছু জায়গায় তালিকা ধরে ধরে গোছা গোছা ভুয়ো নামের খোঁজ মিলল। টালিগঞ্জে তেমনই এক ভোটার তালিকায় পাওয়া গিয়েছিল জনৈক লালু দাসকে। লালু দাস, বাবার নাম রবি দাস। কে লালু? খোঁজখবর করে জানা গেল, লালু পাড়ার একটি নেড়ি কুকুর। রবি দাসের বাড়ির সামনে সে ঘোরাঘুরি করে। তখনকার দাপুটে কংগ্রেস নেতা পঙ্কজ বন্দ্যোপাধ্যায় (পরে তৃণমূল বিরোধী দলনেতা হয়েছিলেন) লালুকে আবিষ্কার করেছিলেন। এমন কত 'লালু' রাজ্য জুড়ে ভোটার তালিকায় জ্বলজ্বল করেছে, কে জানে! তালিকায় অনেক ঠিকানা থাকত, যা আসলে অস্তিত্বহীন। কোনও রাস্তার বাড়ির ঠিকানা ১০ নম্বর পর্যন্ত, সেখানে ১১, ১২, ১৩ নম্বর বাড়ি এবং তাদের ভোটার স্থান পেত। রিগিংয়ের সুতো বাঁধা শুরু হত সেখান থেকেই।

আজও হয়। শুধু পদ্ধতিটা অন্য রকম। তৃণমূল কংগ্রেসের 'ভূত-বিশারদ' এক বিধায়ক বুঝিয়েছেন, এখন সচিত্র তালিকা, তাই ভোটার তালিকাটি ভাল করে বিশ্লেষণ করা সবচেয়ে জরুরি কাজ। খুঁটিয়ে দেখতে হয়, কোন ভোটার নেই, কে পাড়া ছেড়েছেন, ভোট দেবেন না ইত্যাদি। তার পরে সেই অনুযায়ী আলাদা একটি তালিকা করতে হয়। প্রথমে আসল ভোটাররা ভোট দিয়ে যাচ্ছেন। সবাই বুঝবেন, নিজের ভোট নিজে দিয়েছেন। সেই পর্ব মিটলে বিশেষ তালিকা থেকে ভোট দেওয়া। তবে হ্যাঁ, এই কাজে ভোটের বুথে বসা কর্মীদের প্রয়োজনীয় 'সহযোগিতা' চাই। সেখানেই এগিয়ে থাকে শাসকরা। কারণ ভোটকর্মীরা সরকারি চাকুরে।

তবে এ সবই শহুরে পদ্ধতি। প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে বাহুবল আজও শ্রেষ্ঠ। মেরে ভোট করানোর কোনও বিকল্প নেই। এ বারের ভোটেও তার প্রমাণ ভূরি ভূরি মিলছে। মোদ্দা কথা, মারি অরি, পারি যে কৌশলে।

কিন্তু ভূত যেখানে সর্বত্রেই?

দাদাঠাকুরের সেই অমোঘ বাণী। 'কার খেয়ে কার খেমে করে অভিসার'! হুমকি, মারধরের বদলে গাঁধীগিরি-র মুখোশ পরে ভোট ভণ্ডুল করার ছক।

গোলপুরে লোকসভা ভোট লড়তে গিয়েছেন কংগ্রেসের সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়। বান্দপুরে মমতার কাছে হেরে যাওয়ার পরে সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়কে সেখানে

এরপর ২১ পাতায়

RACISM AND MASALA

Mandira Chattopadhyay

It was a new awakening for me as I watched the movie "Mississippi Masala" for the second time. During the first time I missed the many messages that Mira Nair had conveyed throughout this movie. Now I realize that this interracial romance is perhaps an allegory for exploring the racial identity and coalition building between communities of color in the United States. This movie was recently screened as a part of The Buffalo Film Seminars presented by the State University of New York at Buffalo. It was a packed hall at Dipson Amherst Theater with open discussion before and after the screening of the movie. This movie generated a lot of interest and the audience brought out some parallels with the movie on some other racial issues. Truly this movie is a spicy love story that stirs up a displaced Indian girl, her exiled father and her African American lover in the bubbling pot of American Deep South. At the end of the movie as the lovers decide to leave Mississippi, a state that embodies the elements of White supremacy, we anticipate the possibility of racial coalition between Blacks and Asians.

But the issue of racism is much more complicated than that. The movie demonstrates the limitations of racial coalitions between Asians and Blacks. It becomes clear that Asian Indians did not want to identify themselves in the same category as Blacks by staying at the bottom of the racial hierarchy. Instead they position themselves in the middle, between the White and Black and also in opposition to Blacks. There are of course barriers that make the racial coalition between Blacks and Asians problematic. The group insularity existing in both the Asian and Black societies, leads to misunderstanding and distrust between them. This insularity results primarily from a racial or ethnic group's hostility towards other physically distinct groups, especially towards that group's perceived cultural differences. The tension erupts in a confrontation between Jay, the girl's father and the girl's lover Demetrius who says, "I know you and your folks can come down there from God knows where and be as black as the Ace of spades and as soon as you get here you start acting white, treating us like we're your doormats. You and your daughter ain't but a few shades away from this right here." It is critical that Nair exposes the internalized racism present in South Asian communities because it highlights the hypocritical nature of anti-black racism among people of color, and the damaging effects has on intercultural solidarity and understanding.

The film portrays Meena as rebellious quite like young immigrants. She willingly leaves the traditional Indian wedding ceremony at the motel to go dancing in a Black club. She rejects the wealthy Indian suitor, preferring to date Demetrius, a Black man. She is friendly with a Black woman with whom she works, suggesting an equal economic relationship. At the birthday celebration of Demetrius' grandfather, Meena maintains her cultural identity as an Indian, yet seems relatively comfortable in an all Black social setting both in terms of ethnicity and class. Both Meena and Demetrius are portrayed as bored with the expectations of family and community and eager to assert a particularly American version of individuality which always requires separation from home and community. Nair uses the conflict over the romance between Meena and Demetrius to illustrate how both Black and Asian Indian communities worry about appeasing powerful Whites even in their absence. The negative reactions of the Black and Asian Indian communities to the romance of Meena and Demetrius provide a lesson about coalition building between these communities. In the end, Meena and Demetrius must leave Mississippi to maintain their relationship. Although both have their own reasons for leaving, both reject their community's concern about appeasing the powerful White. Demetrius feels he must leave the state to survive economically. His father stressing that Blacks need to appease whites, scolds him for violating "the rules not knowing his place and staying in it." His fledgling carpet cleaning business has been destroyed because he dared to date interracially. Both powerful whites and Asian Indians retaliate economically, contributing to the demise of Demetrius' loan. In addition, mirroring past practices by Whites, the Asian Indian motel owners stop doing business with Demetrius. Meena's actions shamed not only her family, but also her community and race, and because they attracted the attention of the dominant white community, but also with the community's standing in the eyes of the dominant society. There was a similar reaction in the Black community.

The full range of reasons for resistance within the Asian Indian community to the romance between Demetrius and Meena is unclear. Perhaps Nair did this intentionally, or perhaps the film's lack of clarity simply illustrates the potential of cultural miscommunication that results from racial insularity. For example, Meena's relatives and Jay's friend on finding the couple together, assault Demetrius saying that he, a Black man should leave "their women" alone. We also notice that Demetrius' friends and contemporaries within the Black community raising analogous cultural insular concerns. Jerome, his business partner tells Demetrius, "Leave the foreigners alone. They ain't nothing but trouble."

I was particularly moved by the transformation of Meena's father Jay, after Meena and Demetrius left Mississippi. Throughout the period Meena's family was in Mississippi her father was shown constantly obsessed with his property in Uganda that he had to leave behind. He finally decides to visit Uganda. There in Uganda we find him taking part in an ethnic festival, and very fondly holding an African baby girl in his arms. To me it suggested that Jay accepted the union of Mina and Demetrius and eagerly looking forward to the day when he will get to see his own granddaughter, who would be black, a true Masala, and the coalition of the two races would become a reality.

ডঃ জয়দীপ হালদার নিউ ইয়র্ক ম্যারাথন দৌড় শেষ করলেন

পয়লা নভেম্বর। স্থান নিউ ইয়র্ক শহর। পৃথিবীর সব চাইতে বড় ম্যারাথন দৌড়—পঞ্চাশ হাজারের বেশি প্রতিযোগী। কেউ দৌড়াচ্ছেন প্রথমে দিকে থাকতে—আবার কেউ দৌড়াচ্ছেন এই ছাব্বিশ মাইল পথ দৌড় শেষ করতে। জয়দীপ শেষ করার দিকেই নজর দিয়েছিলেন। শেষ হলো ৪ ঘণ্টা ১৬ মিনিট এ। যারা শেষ করেছেন সবাইকেই মেডেল দিলেন টাটা কনসালটেন্সি সার্ভিস ও নিউ ইয়র্ক রোড রানার্স—নিউ ইয়র্ক ম্যারাথন এর তরফ থেকে। জয়দীপের থাকার জায়গা ডেলাওয়্যার এর মিল্টন শহরে। সেইখানেই ধীরে ধীরে ক্ষমতা বাড়াচ্ছিলেন—কতকগুলো হাফ ম্যারাথন, **triathlon** ইত্যাদি করে। ইমার্জেন্সি মেডিসিনএ কাজ করার জন্যে কাজের চাপ যেমন আছে, তেমনি কিছু সময় হাতে চলে আসে সপ্তাহের মধ্যে। ছাত্র জীবনের সবটাই নিউ ইয়র্ক শহরে বা স্টেটএ-ফার্স্ট গ্রেড থেকে মেডিকেল ডিগ্রী পর্যন্ত। এছাড়া পূর্ব কুইন্স বাংলা স্কুল এর প্রথম দিকের ছাত্রও জয়দীপ।

জয়দীপকে উৎসাহ দিতে উপস্থিত ছিলেন ব্রুকলিন এবং ম্যানহাটান এর বিভিন্ন জায়গার জয়দীপের বাড়ির সবাই।

FLAT FOR SALE

Southern Avenue, Kolkata, furnished modern flat on 9th floor With unique view of Rabindra Sarobar Park and Stadium, South And East Open 2Br/2Bath, 900sq ft avant-garde interior decoration Matching modish furniture, decor, appliances, all included. Creation of a renowned int decorator. Asking 1.55 cr negotiable.

Please contact - ph - 973-783-5494
e-mail - dilipguha@hotmail.com

FLAT FOR SALE

In Union City, NJ, Troy Towers,
Very Close to Manhattan
One bed room Co op for sale.
Price $ 129k (negotiable)
Please call : paula brown at 201-866-6500
E-mail : paula@hudsonviewrealty.com

পদ্ধতি পাল্টেছে, জাল ভোট চলছে শুরু থেকেই

২০ এপ্রিল

উপনির্বাচনে প্রার্থী জয়ী সিপিএম। লড়াই সিদ্ধার্থবাবু অর্থাৎ মানুদার সঙ্গে। বীরভূমের রাজনীতিতে অনুব্রত মণ্ডলদের অবস্থান তখনও প্রকট হয়নি। এই কলকাতায় যাঁরা বসে কংগ্রেসের বড়, মেজ, সেজ, ছোট সব মাপের নেতা-কর্মীরা বোলপুরে হাজির। সে এক রাজসূয় যজ্ঞ। মানুদা হাসি-হাসি মুখ করে সকলকে এক একটি এলাকার দায়িত্ব ভাগ করে দিলেন। তাঁরাও তাঁকে দশ-বিশ পঞ্চাশ হাজার করে 'লিড' দেওয়ার আশ্বাস দিলেন।

অতঃপর ভোটের দিন এল। সারা দিন শান্তিনিকেতনে পূর্বপল্লির নির্বাচনী কার্যালয়ে কাটালেন মানুদা। বিকেলের পর থেকে একে একে শিবিরে ফিরতে লাগলেন সেনাপতিরা। মানুদার উৎসুক প্রশ্ন, "কী বুঝলে? মার্জিন কত হবে?" এক এক জনের এক একমত হিসেব, সবারই তাঁর খাস। শুনতে শুনতে ক্রমশ উৎসাহের মাত্রা চড়তে লাগল তাঁর। এক সেনাপতির দিকে তাকিয়ে মানুদা বললেন, 'অ্যান্ড ইউ? হোয়াট ইজ ইয়োর কন্ট্রিবিউশন, ম্যান?" শান্তিনিকেতনি সৌজন্যে গন্ধ ছুলে আঙুল ঘুরিয়ে তিনি জবাব দিলেন, 'কুড়ি হাজারের মতো করতে পেরেছি, দাদা। সময় পেলাম না আর।" লাফিয়ে উঠে নেতাটিকে জড়িয়ে ধরলেন মানুদা, "ব্রাভো, ব্রাভো! ইউ হ্যাভ ডান আ মিরাকল্।" আড়ালে ডেকে নেতার কাছে জানতে চাইলাম, একটু বোঝাবেন? অমায়িক হেসে জানালেন, "ভুল তো কিছু বলিনি, ভাই। কুড়ি হাজারে ডোবানোর ব্যবস্থা করে এসেছি। সময় পেলে আরও কুড়ি হাজারের ব্যবস্থা করে দিতাম..."

সম্ভাবিত ভোটের ব্যবধানে হেরেছিলেন সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়। কেউ রিগিংয়ের অভিযোগ তোলেনি।

সৌজন্যে — আনন্দবাজার পত্রিকা

ঘুষ-ভিডিও বিপজ্জনক

প্রথম পাতার পর

নির্দেশ দিয়েছেন, ওই ফুটেজ, মোবাইল ফোন, পেন ড্রাইভ এবং সিডি আপাতত কোনও রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের লকারে থাকবে। লকার থাকবে হাইকোর্টের গড়ে দেওয়া তিন সদস্যের কমিটির হেফাজতে। তবে, লকারের চাবি থাকবে হাইকোর্টের রেজিস্ট্রারের কাছে। ব্যাঙ্কের নাম গোপন রাখারও নির্দেশ দিয়েছে প্রধান বিচারপতি।

গত ১৪ মার্চ নারদের স্টিং অপারেশনে প্রথম ফুটেজটি সামনে আসার পর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন, ''ভেজাল সিডি।'' তারপর একে একে বেশ কয়েকটি অসম্পাদিত ফুটেজ প্রকাশ করেছেন নারদ নিউজের প্রধান ম্যাথু স্যামুয়েল, যা আরও বিপাকে ফেলে দিয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর দলের সাংসদ মন্ত্রী মেয়রদের। পায়ের তলায় মাটি সরে যাওয়ার পরে বার বার অবস্থান বদলেছেন মুখ্যমন্ত্রী। কখনও ওদের প্রার্থী অরূপ রায়কে দেখিয়ে বলেছেন, ''ও কিন্তু চোর নয়।'' আবার কখনও বাগনানের প্রার্থী অরুণাভ সেনের পাশে দাঁড়িয়ে বলেছেন, "উনি কিন্তু সৎ লোক।" মানুষের ক্ষোভ কমার লক্ষণ নেই দেখে অভ্যন্তরীণ দলীয় তদন্তের ধাঁধা আওড়ে দিয়েও অবস্থা সামাল দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। তারপরে কার্যত ভেঙে পড়ে বলেছেন, "ভোট ঘোষণা হয়ে গিয়েছে। আগে জানলে নিশ্চয়ই ভাবতাম। প্রার্থী ঘোষণার পরে তো আর বদলাতে পারি না।" তাঁর এই মন্তব্য নিয়ে দলের মধ্যে বিক্ষোভ দেখা দেওয়ায় এ দিন আবার পুরনো সুরেই ফিরে গিয়েছেন মমতা। নারদ ভিডিও-র টাকা নিতে দেখা গিয়েছে যে সুলতান আহমেদকে, হাওড়ার জগৎবল্লভপুরে একটি নির্বাচনী সভায় তাঁকে পাশে নিয়ে মমতা বলেছেন, " পাঁচ বছর আমাদের বিরুদ্ধে কেউ দুর্নীতির অভিযোগ তুলতে পারেনি। আর এখন ভোটের সময় চোর-ডাকাত-গুন্ডা বলা হচ্ছে।"

এই প্রেক্ষাপটে নারদ-ভিডিও নিয়ে এ দিন প্রধান বিচারপতির মন্তব্য শাসক দলকে নিশ্চিত ভাবেই আরও অস্বস্তিতে ফেলবে।

প্রধান বিচারপতি ডিভিশন বেঞ্চ এর আগে নারদ নিউজের কর্তা ম্যাথু স্যামুয়েলকে নির্দেশ দিয়েছিল, স্টিং অপারেশনের অসম্পাদিত ভিডিও ফুটেজ এবং যে যন্ত্রে ওই ফুটেজ তোলা হয়েছে, তা যেন ২২ মার্চ আদালতে জমা দেওয়া হয়। ম্যাথু আবেদনে বলেছিলেন, নিরাপত্তার কারণে তাঁর নিজের পক্ষে আদালতে হাজির হয়ে ফুটেজ ও যন্ত্র জমা দেওয়াটা অসুবিধার। তা জেনে ডিভিশন বেঞ্চ তিন সদস্যের একটি কমিটি গড়ে দেয়। ওই কমিটিতে রয়েছেন জয়ন্ত ঘোষ নামে হাইকোর্টের এক রেজিস্ট্রার, রাজ্য পুলিশের আইজি অনিল কুমার এবং সিবিআইয়ের দুর্নীতি দমন শাখার পুলিশ সুপার নগেন্দ্র প্রসাদ। ডিভিশন বেঞ্চের নির্দেশ মেনে ম্যাথুর কাছ থেকে যাবতীয় জিনিসপত্র সংগ্রহ করে এ দিন তা আদালতে জমা দিয়েছেন রেজিস্ট্রার। অনিল কুমার ও নগেন্দ্র প্রসাদ আদালতে হাজির ছিলেন।

মামলার আবেদনকারীদের আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য, রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল (এজি) জয়ন্ত মিত্র, অভিযুক্তদের আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, কিশোর দত্ত, জয়দীপ করদের উদ্দেশে প্রধান বিচারপতি বলেন, ''রেজিস্ট্রারের কাছে ম্যাথু জানিয়েছেন, মোবাইল ক্যামেরাটিতেই সব ফুটেজ তোলা হয়েছে। তার পরে সেটি ল্যাপটপে ভরা হয়। ল্যাপটপ থেকে তোলা হয় পেন ড্রাইভে। অসম্পাদিত ফুটেজের সিডি-ও নিয়ে আসা হয়েছে।''

এরপরেই এজি ও অন্যান্য আইনজীবীদের কাছে পরবর্তী পদক্ষেপ সম্পর্কে জানতে চান প্রধান বিচারপতি। এজি বলেন, ''সব পক্ষের শুনানি শেষ হওয়ার পরই আদালত সিদ্ধান্ত নিক। তত দিন সংগৃহীত জিনিসপত্র থাকুক রেজিস্ট্রারের জিম্মায়।'' শুনে বিকাশবাবু বলেন, ''শুনানি শেষ হতে তো বছর গড়িয়ে যাবে। ফুটেজের ফরেন্সিক পরীক্ষা করাতে দেরি করা উচিত হবে না। বিষয়টি খুবই জরুরি।''

এর পরেই প্রধান বিচারপতি মন্তব্য করেন, যেহেতু ফুটেজটি জনমানসে বিরাট প্রভাব ফেলেছে, এটি জাল না আসল, সেটা নির্ণয় করাটা জরুরি। ডিভিশন বেঞ্চের অন্য বিচারপতি অরিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ও বলেন, ''ফুটেজের সত্যতার বিষয়টি সামনে আসা উচিত।''

অভিযুক্তদের আইনজীবীদের কাছে প্রধান বিচারপতি জানতে চান, তাঁদের কিছু বলার আছে? আইনজীবী জয়দীপ কর নালিশ করেন – "ম্যাথু তাঁর প্রথম হলফনামায় বলেছেন, এটি (ভিডিও) টেপ। এখন বলছেন মোবাইল ক্যামেরায় তোলা ফুটেজ।" তা শুনে ম্যাথুর আইনজীবী বলাই চট্টোপাধ্যায় বলেন, "আদালত ম্যাথুকে দ্বিতীয় হলফনামা পেশ করতে নির্দেশ দিয়েছিল। সেই হলফনামায় ফুটেজই বলা হয়েছে। হলফনামার প্রতিলিপিও সব পক্ষকে দেওয়া হয়েছে।'' অভিযুক্ত তৃণমূল নেতাদের আর এক আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ''এই ফুটেজ ২০১৪ সালের। দু'বছর পরে কেন তা প্রকাশ করা হল, তার ময়নাতদন্তও হওয়া উচিত।'' কল্যাণবাবুর আরও আর্জি– আদালত যেন এখনই মামলার কোনও রায় না দেয়।

তা শুনেই প্রধান বিচারপতি বলেন, ''ফরেন্সিক রিপোর্ট হাতে পেলেও আদালত এখনই তা প্রকাশ করবে না। কিন্তু ফুটেজ সত্য বা মিথ্যা যাই হোক– দোষীরা কি শাস্তি পাবে না?'' কল্যাণবাবুদের উদ্দেশে তিনি বলেন, ''ম্যাথুর দ্বিতীয় হলফনামা নিয়ে কোনও আপত্তি থাকলে, হলফনামা আকারে পেশ করতে হবে।'' এই মামলার পরবর্তী শুনানিও হবে ওই দিনই।

সৌজন্যে – আনন্দবাজার পত্রিকা

জয়যাত্রা

১৯ পাতার পর

এ নিয়ে আর কি বলব? কিছু না বলে চুপ করে আছি দেখে অর্পিতা আবার নিজেই শুরু করল, "তুই ভাবতে পারিস, তিন বছর বাদে যখন ওর কম্পানীর কন্ট্রাক্ট শেষ হয়ে গেল, তখন বলে কি, দেশে ফিরে যাবে। কি অদ্ভুত কথা? বলে কম্পানী আমার জন্য এত করল, সেখানেও তো একটা ব্যাপার আছে। তাছাড়া নিজের দেশ বলে কথা। আমার দেশ আমার জন্য এত খরচ করেছে, সে নিয়ে তো আমার একটা ঋণ আছে। কিছু যদি করতে পারি, নিজের দেশে গিয়েই করব। তাতে কিছুটা হলেও ঋণ শোধ হবে। আচ্ছা তুই বল, দেশে গিয়ে কাজ না করলেই দেশের কাজ করা হয় না? আমি এখন করছি না? আমাদের কম্পানীর বিজনেসের একটা বড় অংশ ইন্ডিয়ায়। ব্যাঙ্গালোর, হায়দ্রাবাদ, পুণে, আমেদাবাদ, চণ্ডীগড়ে আমাদের ইউনিট আছে। সেখানে কত লোকের চাকরী হয়েছে। সে ব্যাপারে আমি সাহায্য করছি না? ফ্যামিলী, বাড়ি-ঘর এখানে ফেলে রেখে বছর দু'বার করে যাচ্ছি না সেখানে সে সবের তদারক করতে? তাতে দেশের সাহায্য হচ্ছে না? সেটা দেশের কাজ নয়? সেরকম কেন ও করতে পারত না? দেশে গিয়ে তার বেশী ও কি করতে পারবে? তাছাড়া এখানে যা সুযোগ পাব, যে কাজ করতে পারব, যাভাবে থাকতে পারব, ওখানে তো তার একটা ভগ্নাংশও হবে না। তুই ও তো এদেশে আছিস। দেশে চলে যাওয়ার কথা ভাবছিস কি?"

আর ক দিন বাদেই যে দেশে ফিরে যাচ্ছে সে কথা অর্পিতাকে কিছু না বলে জিজ্ঞেস করলাম "আবার বিয়ে করেছিস নিশ্চয়ই।"

"হ্যাঁ, তবে এদেশেরই একজনকে। ওর নাম ডেভিড ম্যানহাম।"

"তার মানে তুই এখন অর্পিতা ম্যানহাম?''

"হ্যাঁ, অবশ্য জানিস তো, এদেশে সবাই নামটা একটু শর্ট করে নেয়। তাই অর্পিতা হয়ে গেছি ওপি। এই দেখনা, আমার ব্যাজ-এ লেখা আছে ওপি ম্যানহাম'' বলে ওর ব্যাজটা আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে অর্পিতা হাসতে হাসতে বলল, ''ওপিনামটা ডেভিডেরই ঠিক করে দেওয়া। আমার মন্দ লাগে না। তবে দেশে গেলে আমি ওটাকে অর্পিতা করে নিই। না হলে ওপি নাম শুনে এমন অদ্ভুতভাবে সবাই আমার দিকে তাকিয়ে থাকে, যেন মনে হয় মঙ্গলগ্রহ থেকে নেমে এসেছি।"

''ভদ্রলোক এখানে এসেছেন নাকি? একটু আলাপ করিয়ে দে।'' ভাবলাম, ভদ্রলোক নিশ্চয় এদিক ওদিক কোথাও বসে আমার উপর চোখ রাখছেন আর আমার সর্বনাশ কামনা করছেন, তাঁর বউকে সারা সন্ধ্যেটা আটকে রেখেছি বলে। আলাপ করার হলে অন্ততঃ কিছুটা স্নেহই পাওয়া যাবে।

''কি করে আসবে বল? আমাদের পাঁচ আর তিন বছরের দুটো বাচ্চা। দুজনের এক সঙ্গে কনফারেন্সে এলে চলে?"

বলছে কি অর্পিতা, ওদের পাঁচ আর তিন বছরের বাচ্চা! তার মানে কবে বিয়ে করল? সে কথা জিজ্ঞাসা করতে হাসতে হাসতে উত্তর দিল, ''তা অনেকদিন হয়ে গেল। আর মাস কয়েক বাদে সাত বছর হবে।"

প্রশান্ত ডিভোর্সের পর আবার বিয়ে করে নিতে বেশী দিন অপেক্ষা করে নি অর্পিতা কথার পিঠে কথা চালিয়ে যাওয়ার জন্য জিজ্ঞাসা করলাম, "ভদ্রলোক করেন কি?"

''ও ও আই.টি.-র লোক। বিয়ের আগে থেকেই আমরা এক অফিসে কাজ করছি।"

''তোদের বিয়েটা কবে হল? প্রশান্ত থাকতেই না চলে যাওয়ার পরে?'' প্রশ্নটা কেমন যেন আমার মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল।

"না, না, আমরা বিয়ে করেছি, ও চলে যাওয়ার পর। আমাদের তো ছেলেমেয়ে ছিল না। তাই বেশী সমস্যা হয়নি। ডিগ্রি শেষ না করেই তো আমার বিয়ে হয়ে গেল, এদেশে চলে এলাম। এখানে কিছু তো করতে হবে, আমার তো নিজের একটা জীবন আছে। তাই এদেশে এসেই আমি পড়াশুনা শুরু করে দিয়েছিলাম। আর ডিগ্রি পাওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই একই অফিসে জয়েন করলাম। ডেভিড তো তখনই সেখানে ডিরেক্টর। প্রথম থেকেই ওর সঙ্গে আমাদের খুব ভালো সম্পর্ক ছিল। ওই ব্যবস্থা করে দিয়েছিল। তখন ব্যাপারটা খুব মজার হল, জানিস, প্রশান্ত কন্ট্রাক্টর আর আমি তখন হলাম রেগুলার এমপ্লয়ি। যখন জানা গেল যে প্রশান্তদের কন্ট্রাক্ট শেষ হয়ে যাচ্ছে, ওকে দেশে ফিরে যেতে হবে, আমি খুব চেষ্টা করে ওখানেই ওর একটা চাকরীর ব্যবস্থা করে ফেলেছিলাম। প্রশান্ত তো নিজে বলবে না। আমি ডেভিডকে বলে কয়ে সব ব্যবস্থা করলাম। কিছু টাকা কম্পেনসেশন বলে দিতে হত, কিন্তু সেটা খুব বেশী কিছু নয়। কিন্তু, জানিস, প্রশান্ত সেটা নিল না। এক কথায় না বলে দিল। ও দেশেই ফিরে যাবে। ভেবে দেখ, আমার দুর্গতি কোথায় থাকে?''

"হ্যাঁ, সেটা বুঝতে পারছি।"

"তাছাড়া এখানে আমার একটা ভালো চাকরী, তখন প্রশান্তর চেয়ে আমি বেশী পাই। সেসব ছেড়ে দেশে আমি কোথায় যাব, কি করব তার কিছুই ঠিক নেই। তাছাড়া এখানকার সুযোগ-সুবিধা, চাকরী ছেড়ে কেউ অনিশ্চিতের উদ্দেশে যায়? প্রশান্ত এই কথাটা একটু ভেবে দেখল না। সেই সময়টায় ডেভিড আমাকে মানসিক ভাবে যে কি সাহায্য করেছে তোকে বলে বোঝাতে পারব না।"

"আর তারপরেই ডেভিডের সঙ্গে তোর বিয়ে হল?"

"প্রশান্ত যখন এখানে থাকবেই না, ওর সঙ্গে থেকে আর কি করব। ডিভোর্স নিয়ে নিলাম তবে এক পয়সা অ্যালিমনি নিই নি। আমি প্রশান্তর টাকা নেব কেন? নিজের পায়ে দাঁড়াবার ক্ষমতা আমার নেই?"

"তোকে প্রশান্তর সঙ্গেই দেশে ফিরে যেতে হল না? তুইতো ওর ডিপেন্ডেন্ট হিসেবেই এদেশে এসেছিলি।"

"না, না। আমি তো তখন আর প্রশান্তর ডিপেন্ডেন্ট ছিলাম না, নিজেই এইচ ভিসায় ছিলাম। আমি ডিগ্রি শেষ করার সঙ্গে সঙ্গেই ডেভিডই চেষ্টা করে কম্পানী থেকে স্পনসর করিয়ে খুব তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা করে দিয়েছিল। তারপর অবশ্য ডেভিডকে বিয়ে করে আমি একেবারে সিটিজেন হয়ে গেলাম।"

অর্পিতার কথাগুলো ধী করে আমার মাথায় এসে ঠোক্কর খেল। ঠিক কতদিন আগে থেকে এই ডেভিড ভদ্রলোকের সঙ্গে ওর সম্পর্ক শুরু হয়েছিল? সেটা কি প্রেমের সম্পর্ক ছিল? ডেভিড ডিরেক্টর আর অর্পিতা সেই অফিসের এক জন বিদেশী অস্থায়ী কর্মীর স্ত্রী। কিন্তু উৎসাহ নিয়ে এইচ ভিসা করিয়ে দিয়ে ডেকে এনে সেই অফিসে চাকরি দিয়েছিলেন ভদ্রলোক। এ রকম ঘটনা খুব বেশী হয়না। তবে হতে যে পারে না, তা নয়। একজন ভালো কর্মীর জন্য কোন কম্পানী এরকম করে। কিন্তু প্রশান্তর জন্য, প্রশান্তকে বাদ দিয়ে অর্পিতার জন্য করাটা একটু অদ্ভুত। কিন্তু তারপর যে ঘটনাগুলো পর পর ঘটল, সেগুলোই আশ্চর্যের। প্রশান্ত দেশে চলে যাওয়ার আগেই ওদের ডিভোর্স হয়েছে আর চলে যাওয়ার পরে পরেই অর্পিতা বিয়ে করল ডেভিডকে। ব্যাপারটা কি কাকতালীয়, নাকি তার বেশ কিছু আগে থেকেই ওদের দুজনের মধ্যে একটা সম্পর্ক শুরু হয়েছিল? আর সেই জন্যই ডেভিড, যিনি সেই অফিসের একজন ডিরেক্টর, বিশেষ উৎসাহ নিয়ে চেষ্টা করেছিলেন, যাতে ওর ভিসাটা হয়ে যায়। কে জানে, সত্যি সত্যি কেন প্রশান্ত দেশে ফিরে গিয়েছিল? ওর ডিসিশনের সবটাই কি স্বদেশ প্রীতি ছিল? নাকি অন্য কোন ঘোলা জলের স্রোতও সেখানে বয়েছিল? চলে যাওয়ার আগে কি প্রশান্ত কিছু জেনে গিয়েছিল? সেই জন্যই কি ও কম্পানীর চাকরীর অফার ফিরিয়ে দিয়ে, এদেশে থাকার সুযোগ না নিয়ে দেশে ফিরে গিয়েছিল? এই প্রশান্ত মানুষটিকে আমি জানতে গেলে চিনিই না। দুটো দিন সামান্য কিছু সময়ের জন্য আলাপ হয়েছিল, বিশেষ কথাও হয় নি। তাই ও স্বার্থপর না অমানুষ না ভাল্য বোকা, আমার জানা নেই। কিন্তু সমীরকে আমি চিনি। ওর মত নরম মনের মানুষ ভদ্রলোক আমি খুব কমই দেখেছি। এক অর্পিতার ব্যাপারেই ওকে একটু পাগলামো করতে দেখেছিলাম, তাও তখন আমাদের বয়স কম। সেই সমীরের সঙ্গে কতদিনের সম্পর্ক আচমকা শেষ করে দিয়ে অর্পিতা প্রশান্তকে বিয়ে করল। কেন? এতদিন সেরকম কিছু মনে হয় নি, ব্যাপারটা শুধু একটু অদ্ভুত লেগেছিল। আজ হঠাৎ মনে হল, সেটা আমেরিকাতে চলে আসার সুযোগ তৈরী করে নেওয়ার জন্য নয়ত।

ইতিমধ্যে আমাদের ডিনার শেষ হয়ে গিয়েছে। ওয়েটার এসে জিজ্ঞেস করল আমরা কফি খাব কিনা। ওয়েটারকে "না" বলে অর্পিতাকে বললাম, ''আমার কতকগুলো খুব জরুরী কাজ আছে যেগুলো আজ রাত্রিরেই শেষ করতে হবে। তাই এখন আমার ওঠা দরকার। তাড়াতাড়ি চলে যাচ্ছি বলে তুই কিছু মনে করিস না। আবার হঠাৎ এরকম কোথাও কখনও দেখা হয়ে যাবে।"

অর্পিতা কি বুঝল কে জানে, তবে আমাকে গুড নাইট উইশ করে যোগাযোগ রাখতে বলল। আসলে প্রশ্নগুলো মাথায় আসার পর থেকে অর্পিতার সঙ্গে কথা বলতে আমার ইচ্ছে করছিল না। সমীরের কথা মনে করে একটা দুরন্ত সন্দেহ ভেতরে ভেতরে আমাকে তোলপাড় করে তুলেছিল। যতদূর জানি সমীর আজও বিয়ে করে নি। একজনকেই সে ভালোবেসেছে আর সেই ভালোবাসাকে বুকে নিয়ে সারাটা জীবন কাটিয়ে দিচ্ছে। সুযোগ পেয়েও আমেরিকাতে এল না। ওর সঙ্গে কথা বলে বুঝেছিলাম ও আমেরিকাতে আসতে চায় না, আমার ধারণা, যাতে আর কখনও অর্পিতার সঙ্গে দেখা না হয়। মফস্বলে একটা প্রেট কলেজে পড়ায়, একটা ঘর ভাড়া করে থাকে। তার সঙ্গে স্থানীয় হাসপাতালে একটা প্যাথোলজির ল্যাব গড়ে তুলতে উদয়-অস্ত পরিশ্রম করে। ক্যারিয়ার তৈরী করার ব্যাপারটাকেই নস্যাৎ করে দিয়ে ও নিজের মতন জীবন যাপন করছে। আমি জানি অর্পিতার বিজয়রথ ও অনেকদূর যাবে, ও অনেক উঁচুতে উঠবে, ডিরেক্টর হবে, সি.ই.ও. হবে এবং সে দিন বোধ হয় খুব দূরে নয়। হোটেলের ঘরে ফিরে যেতে যেতে মনে মনে বললাম, "জয়যাত্রায় যাও গো।" জানি কবিগুরু ঠিক এই অর্থে লাইনটা ব্যবহার করেন নি, কিন্তু এই লাইনটাই আমার মনের মধ্যে ঘুরে ঘুরে উঠতে লাগল, আর কিছু মাথায় এল না।

Letter to Editor

"WHO IS MAHISASUR?"

Bhaswar Goswami
(Technologist, Rationalist and Social thinker)
Bangalore, goswami.bhaswar@gmail.com

What a compelling question that is burning our so called intellectual class and it's representation in to day's modern Indic society. While going through the Article written by Gautam Chakraborty in Anandabazar Rabibashoriyo published on 24th April,2016 in Bengali. I am amazed to realise how the depiction of "Mahisasur" has been used to promote and reignite the Caste system and social classification in modern Indian society. As, it seems to me, the whole pretext of the Article is about somehow finding justice and finding the 'True race' of Mahisasur. But, that is what my mind conjuring about the pretext! Let us first ask our intellectual editors and sub-editors of Anandabazar (belongs ABP group), what is the actual pretext of such a horrendous article on a premier newspaper's Rabibashoriyo? And what compelled or motivated them to publish such an Article?

As, an informed reader, I can very well see the pretext as the recent controversies in JNU regarding celebration of "Mahisasur Day" for the martyrdom of great Dalit King Mahisasur. Mahisasur who is considered and regarded as great martyr according to the so called communism inspired student leaders.

Now, anything in society can been seen in many different perspectives so is our much celebrated 'Durga Puja'. One can very well see it just as a 'Celebration' that many so called secular Bengalis prefer describing. One can also put altogether a different dimension to it by accepting this as a celebration of victory of 'Good over Evil' and henceforth the depiction of 'Asur' is just representation of evil qualities of humans. There also can be more politically beneficial perspective for our communism inspired friends as well as the author of the article is that Mahisasur is a Dalit and was wrongly killed by a sultry lady called Durga (whom we Hindus worships as Maata) by using her enticing beauty and tricks. Hence, as intellectuals we must fight the injustice done to Mahisasur in to day's time. Therefore, it's a fight for the injustice done to the Dalits. Wonderful! What an imaginative representation of convenience?

As, per my understanding, when any such article of this kind is written the pretext should be - how to connect, rejuvenate and encourage social harmony through celebration rather than taking 'Durga Puja' as an opportunity to raise mythical communism theory of injustice of lower section of people in every ritual of Hindu tradition. Writer also seem to lack knowledge of Hindu traditions and as well as Durga Puja rituals. When we do Durga Puja, along with Mata, Mahisasur is also worshipped in true sense and also we do 'Pran daan' of Mahisasur. That means Mahisasur is considered and revered equivalent to any other god including Devi Durga. For us, Durgapuja is not just a celebration, but an occasion that brings every fold of society together.

Writer must know that Durgapuja cannot be initiated without soil of wench home. Even if you consider it as a mere ritual, I would like to remind that these rituals are formulated and nurtured in Hindu society for a purpose and the purpose is social togetherness. There can't be any better example of social togetherness in a Hindu celebration by considering wench ladies as intrinsic element of the whole Durga Puja celebration. The reason, I am citing this example is that wench ladies are the most exploited in our modern society and this is much bigger example of social injustice than so called Dalit Mahisasur paradigm. Unfortunately, the author either conveniently overlooked all of these aspects of Durga Puja or is ignorant to write such malicious, derogatory, condemnable article.

Then author also quoted few things in the article mentioning the current generations of Mahisasur have converted to Christianity as they couldn't bear the social injustice anymore done to them by upper caste Hindus! Firstly, how did the author certify the people he has quoted belong to the generation of Mahisasur? Secondly, how does the author know that the current generations of Mahisasur converted to Christianity because of social injustice and not because of lure of mission any money? Author gave examples of tribes and described them in low light that they are 'not so welcome in Hindu society!' Preposterous!!! Hindu belief considers every living and non-living entity as living bodies and hence, in our ancient Vedas 'Panchamahabhuta' i.e. conforming sub-elements of the universe is grandly celebrated. Unlike few other religions, Hindu tradition is very unique that treats every element of the universe (living as well as non-living) as integral part of the ecosystem. So, the imaginary theories of sections and castes are not welcome in Hindu society and not celebrated as per true Hindu traditions.

Lastly, the author also described Goddess Maa Durga accompanying Mahisaur to drinking places (called 'Suri khana' in colloquial Bengali). What a derogatory, obnoxious, sexist, condemnable depiction of a Hindu Goddess Maa Durga!! Is this called education where revered Maata is described in such a horrific language?

Nowadays, in the name freedom expression we have seen people utter and write anything and describe that as an intellectual freedom. Why can't use the same freedom to depict celebrations in a way that brings people together, rather than promoting imaginary or not so imaginary theory to promote social partition? That's the larger question, so called intellectuals; authors and poets must answer to the modern society. Hindu traditions have evolved and transformed itself in many dimensions over hundreds and thousands of years. It's our morale duty to present it in a way so that we can imbibe, mingle and amalgamate everyone in one uniform society maintaining individual diversity as truly depicted in our Vedas in these following words:

'ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः
सर्वे सन्तु निरामयाः
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु
मा कश्चिद्दुःखभाग्भवेत् ।
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः'

A Reply to the Anandabazar Rabibashoriyo Article by Gautam Chakraborty as published on 24th April, 2016

সিনেমার টুকরো খবর

নির্যাতনের সুর

ছোটবেলায় তিনি যে নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন, সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে জানালেন পপ-গায়িকা ক্রিস্টিনা আগুইলেরা। তাঁর বক্তব্য, 'ওই নির্যাতনের জন্য দিনদিন আমি বাড়িতে নিজেকে বন্দি রেখেছিলাম। আমি কষ্ট পেতাম। একসময় এই যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য সঙ্গীতের দিকে ঝুঁকি। সেই হিসেবে বলা যায় আমার গায়িকা হওয়ার নেপথ্যে রয়েছে ওই নির্যাতন।' ক্রিস্টিনার বক্তব্য, 'শৈশবে অনেকেই অনেকরকম পরিস্থিতির শিকার হয়। এর থেকে বাঁচতে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নিজের চারপাশে গণ্ডি টেনে রাখা দরকার। না হলেই অন্য লোকের সুযোগ নিতে চাইবে অনেকে।'

আবার কান

আবার 'কান ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল'-এ ডিরেক্টর্স ফোর্টনাইট বিভাগে দেখানো হতে চলেছে পরিচালক অনুরাগ কাশ্যপের ছবি। সিরিয়াল কিলার রামন রাঘবের জীবন নির্ভর করে অনুরাগ তৈরি করেছেন 'রামন রাঘব ২.০' ছবিটি। এই ছবিতে অন্যতম মুখ্য চরিত্রে রয়েছেন নওয়াজউদ্দিন সিদ্দিকি। টুইট করে এই কথা জানিয়েছেন অনুরাগ নিজেই। পাশাপাশি নিজের টিমকেও শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। এর আগে অনুরাগের 'গ্যাংস অফ ওয়াসিপুর', 'পেডলার', 'বোম্বে টকিজ' প্রদর্শিত হয়েছিল কান উৎসবে।

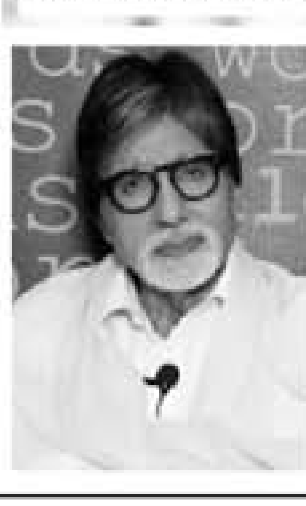

বিগ শুভেচ্ছা

দশবছর আগে এপ্রিল মাসেই বিয়ে হয়েছিল অভিষেক বচ্চন আর ঐশ্বর্য রাইয়ের। বিবাহ বার্ষিকীতে দুজনকে ব্লগে শুভেচ্ছা জানালেন অমিতাভ বচ্চন। ছেলের বিয়ের দিনটাকে 'আনন্দের দিন' হিসেবে উল্লেখ করে অমিতাভ লিখেছেন, 'একত্রে বাঁচার ৯ বছর পূর্ণ হয়ে গেল। বিয়ের জন্য শুধু কিছু দুজনে একসূত্রে বাঁধা পড়েনি। আমাদের গোটা পরিবার একত্র হয়েছি। এই বন্ধন আমাদের কাছে চিরস্থায়ী হয়ে আছে, থাকবে। যে বন্ধন আর দৃঢ় পরের প্রজন্মে, অনন্তকাল সময় ধরে।' ৭০ বছরের অমিতাভ ব্লগটি লিখেছেন।

বছর পর বিন্দু

হাতে মাত্র দুই হপ্তা। তারপরই অভিনেত্রী পরিণীতি চোপড়া শুরু করবেন 'মেরি পেয়ারি বিন্দু' ছবির শুটিং। গত এক বছরে তাঁকে বড় পর্দায় দেখা যায়নি। কিন্তু আগামী ছবির জন্য প্রস্তুতিপর্বে কোনওরকম কমতি রাখছেন না নায়িকা। ছবি শুরু হওয়ার কথা টুইট করে জানিয়েছেন নায়িকা। মনীশ শর্মার প্রযোজনায় এই ছবি পরিচালনা করবেন অক্ষয় রায়। এই ছবিতে নায়িকা গান গাইছেন, সে কথাও পাকা। এমনিতে নতুন [illegible] রেখেছে নিজের [illegible] নতুনভাবে করে ফেলেছেন তিনি।

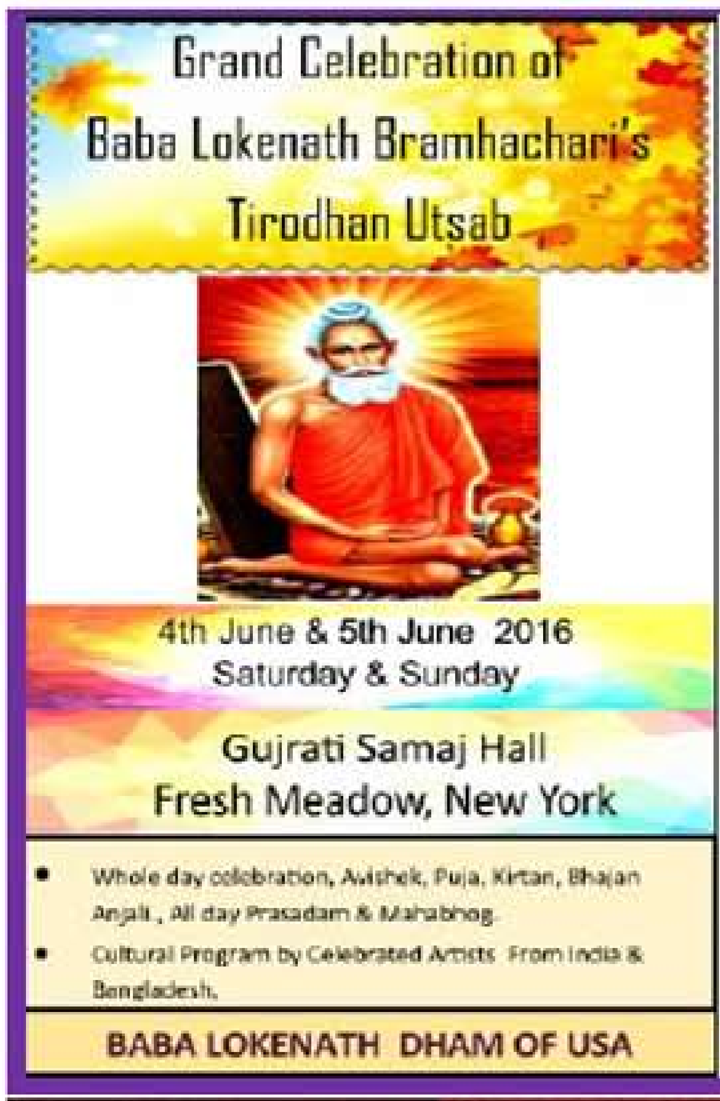
Grand Celebration of
Baba Lokenath Bramhachari's
Tirodhan Utsab
4th June & 5th June 2016
Saturday & Sunday
Gujrati Samaj Hall
Fresh Meadow, New York
Whole day celebration, Avishek, Puja, Kirtan, Bhajan Anjali, All day Prasadam & Mahabhog.
Cultural Program by Celebrated Artists From India & Bangladesh.
BABA LOKENATH DHAM OF USA

Grand Celebration of Baba Lokenath Bramhachari's Tirodhan Utsab &
Gala Charity Concert
Magnificent Musical Concert, Dance, &
Performing Arts Event.
4th & 5th June, 2016 Saturday, Sunday
Gujrati Samaj Hall
Fresh Meadow, 173-15 Hoarce Harding Expy, New York—11365
Indian Idol
Indian Idol Famed Marvelous Puja Chattejee [Saturday]
Sa Re Ga Ma Pa- USA Winner, Sensational Darshana Menon [Sunday]
From Bangladesh Close Up 1 Famed Ronty Das. [Sunday]
Lokenath Dham of USA : Contact—347 774 4033

Under Divine Blessing of Baba Lokenath
Following Ten (10) Orphan Kids
Are Being Sponsored by
Lokenath Dham of USA Inc
YOU CAN CHANGE A LIFE
Your Generous Help & Support Could Provide A Good Education, Health, & Bright Future For These Orphan Children.
Dr. Martin Luther King Jr once said
"Life's most persistent and urgent question is – what are you doing for others?"
Lokenath Dham of USA : Contact—347 774 4033

36th
Banga Sammelan
NABC 2016
Theater at the Madison Square Garden, New York, July 1- 3, 2016
৩৬ তম উত্তর আমেরিকা বঙ্গ সম্মেলন, নিউ ইয়র্ক
Raya Bhattacharya
Earnie Watts
Brajeshwar Mukherjee
Dohar Bangla Band
Kavita Krishnamurthy
Dr. L Subhramaniam
Arnab Banerjee
Soumili Biswas
Deborshee Bhattachajee
Kaushiki Chakrabarty
Shreya Guhathakurata
Ambi Subhramaniam
Pandit Birju Maharaj
Raghab Chatterjee
Kartik Das Baul
Sutapa Bandyopadhyay
Somlata
Laisa Ahmed Lisa
Sandipta Sen
Alokananda Roy
Sunidhi Chauhan
Pandit Ulhas Kashalkar
Indrani Halder
Purbayan Chatterjee
Sukalyan Bhattacharya
Sujoy Prosad Chatterjee
sa re ga ma pa contestants
Supratik Das
Firdous Ara
Mitali Bhawmik
Arnab Bose
Kamalini Mukherjee
Devlina Kumar
Shuvodeep Mukherjee
SPECIAL ATTRACTIONS
DANCE DRAMA, DANCE THEATRE, PLAYS, FASHION SHOW, FILM FESTIVAL, LITERARY SEMINAR, NABC IDOL, ART EXHIBITIONS, ADDA & REUNION, BUSINESS FORUM, TRADE FAIR, NORTH AMERICAN PERFORMANCES
।। ভাষার জন্য ভালোবাসা ।।
www.nabc2016.com
www.facebook.com/northamericanbengaliconference